গীতায় পরমাত্মতত্ত্ব

ও

মুক্তিবাদ।

শ্রীহরিকিশোর দেবশর্ম্মা রায়

বিরচিত।

কুমিল্লা টিচারর্স এণ্ড কোং কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩৩৪ বাং, আশ্বিন।

মূল্য বার আনা।

Printed by—Lalit Chandra Choudhury
At the Sinha Press,
• COMILLA.

মা !

চির শান্তিধামে তুমি করিছ বিরাজ।
মন চায় সদা তোমা করিতে পূজন,
কিন্তু, কোথা পাব মাগো ! পূজার সম্ভার,?
অস্থি, মজ্জা, দেহ, প্রাণ, সব তব দান,
ধারণা বাসনা আদি প্রেরণা তোমার ;
আমার বলিতে মাতঃ ! কিছু নাই ভবে।
তব প্রেরণার ফল (এই) ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি,
লহগো আপনি ; হিম-কণা নেয় যথা
জলধির জল। করগো আশিস্ যেন
ভগবদ্ গাথা, উদ্দীপিত করে সবে,
ভগবৎ-প্রেমে।

তোমার অতি স্নেহের
ভোলা।

নিবেদন

ধর্ম্মাৎ পরতরং নাস্তি। ধর্ম্ম হইতে উচ্চতর আর কিছুই নাই। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একই ধর্ম্ম সূত্রে গাঁথা। ইহা স্বরূপতঃ জানিয়া আর্য্য ঋষিগণ নানা প্রকারে সর্ব্বসাধারণ্যে ধর্ম্ম কাহিণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মগ্রন্থের অভাব নাই। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের পদানুসরণ করিয়া বর্ত্তমান সুধী মণ্ডলী ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য নানা ভাবে কত শত শত গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তথাপি যেন তাহাতে সর্ব্বসাধারণের প্রবেশ করিবার সুবিধা হইতেছে না। অনুসন্ধান করিলে গৃহে গৃহে বহুল পরিমাণে ধর্ম্মগ্রন্থাদি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু গৃহস্বামীকে জিজ্ঞাসা কর, বলিবে, 'বাবা "যে কঠিন ভাষা ও যে প্রকাণ্ড কলেবর! ইহা কি পাঠ করিয়া বুঝা যায়? না পাঠ শেষ করা যায়?" কথাটী একপক্ষে ঠিক। কেন না, যে গ্রন্থ পাঠে বিশেষ কঠিন বলিয়া বোধ হয়, তাহার পাঠ শেষ করিতে ও অফুরন্ত মনে হয়; সুতরাং তাহা পাঠ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না। ধর্ম্ম গ্রন্থের ভাব কঠিন, তদুপরি দুর্ব্বোধ্য ভাষা ও প্রকাণ্ড কলেবর দেখিলে নৈরাশ্য উপস্থিত হইবেই। নৈরাশ্য আসিলে সাধারণতঃ সহজ বিষয়ও কঠিন হইয়া দাড়ায়। প্রথমতঃ সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে সর্ব্বসাধারণের প্রবেশাধিকার নাই দ্বিতীয়তঃ বঙ্গভাষায় যে সকল গ্রন্থ ভাষান্তরিত হইয়া এবং যে সকল সংগ্রহ গ্রন্থ নানা সংস্কৃত গ্রন্থ মন্থন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই সর্ব্বসাধারণকে প্রবেশাধিকার দিতেছে না। গ্রন্থগুলি অতি উৎকৃষ্ট হওয়া স্বত্বেও সর্ব্বসাধারণের মন আকর্ষণ করিতে

না পারিয়া বহু স্থানে সুধু আলমারার শোভাই বর্দ্ধন করিতেছে। সরল ভাবে বলিলে একথা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য।

ধর্ম্ম! যাহার অধিক জগতে আদরের বস্তু নাই, অথচ সকলেই ধর্ম্মতত্ত্ব জানিবার জন্য উৎসুক হওয়া স্বত্বেও তাহার আস্বাদন পাইতেছে না ইহাই তাহার আপেক্ষিক কারণ। মহামহিমান্বিত পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁহাদের গভীর গবেষণার মধ্যদিয়া মার্জ্জিত ভাষা ও বিষয় বিস্তার দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদানের চেষ্টা পাইতেছেন; সর্ব্বসাধারণ তাহাতে উপকৃত হইবে মনে করিয়া বহু বহু গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াও কার্য্যতঃ পূর্ব্বোক্ত কারণে বিফল মনোরথ হইয়া ঐ সকল গ্রন্থ দ্বারা আলমারার শোভা বর্দ্ধন করিতে বাধ্য হন। আমার মনে হয় সর্ব্বসাধারণ কোন কঠিন বিষয়েও যেরূপ সরলভাবে ও সহজ ভাষায় তাহাদের মধ্যে ভাব বিনিময় করিতে পারে, কৃতবিদ্য পণ্ডিত মণ্ডলী ইচ্ছা সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষার ভাবপ্রবাহে তদ্রূপ সরলভাবে সাধারণ ভাষা ব্যবহার করিতে নাপারায় দীন পিপাসুগণের তৃষ্ণা নিবারিত হইতে পারিতেছে না। এই ভাব আমি অনুভব করিতে পারিয়াছি বলিয়াই প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইতেছি না। প্রাণে আবেগ থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থ কলেবর ও ভাষা বিন্যাস দেখিয়া ভাব পালাইয়া গিয়াছে। ইহাই আমার বর্ত্তমান পুস্তিকা লিখিবার ও প্রকাশ করিবার মূল কারণ।

আজকাল দেখা যাইতেছে, প্রমাণের বড়ই আদর! যেহেতু কোনও কথা পারিলেই, কেন? প্রমাণ কি? ইত্যাদি প্রশ্ন উপস্থিত হয়। গুরু কাণে মন্ত্রদিয়া সরিয়া পরিলেন, শিষ্য তদ্গত চিত্তে ঐ মন্ত্রের ধ্যান ধারণায় রত রহিল এই প্রকার লোক বর্ত্তমানে অধিক দৃষ্টিগোচর হয় না। সুতরাং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রমাণাদি দর্শাইয়া ধর্ম্ম কি এবং কেনইবা ধর্ম্মাচরণ করিতে হইবে ইত্যাদি সাধারণ ভাষায় ব্যক্ত

করার চেষ্টা করিয়াছি। পাছে গ্রন্থ কলেবর বৃহৎ হইয়া উঠে তজ্জন্য বহু বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া সুধু মূল তত্ত্বেরই অনুসরণ করতঃ যাহাতে ইহা পাঠে বিষয়গুলি সহজে বোধগম্য হয় এবং সুধী মণ্ডলী কৃত বৃহৎ কলেবর গ্রন্থ নিচয় অধ্যয়নে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে, তজ্জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছি। যাহাতে সামান্য শিক্ষিত ব্যক্তিও এই মহাতত্ত্বের সহিত জাগতিক পদার্থ ও জ্ঞান বিজ্ঞানের একাত্ম সম্পর্ক অনুভব করিতে পারেন, আমি শুধু তৎপ্রতিই বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে যদি আমরা এই মহাতত্ত্বের সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ তাহা সকলেই জানিতে পারিতাম, তবে এই সংসারের অবস্থা অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইত। দেশময় দুঃখ, কষ্ট, শোক, তাপাদি অভাব অভিযোগের হাহাকার রোল উঠিত না। মহাতত্ত্বের সন্ধান পাইয়া যাহাতে নশ্বর স্থূলজগতের আশ্রয়ে মানব অনাদি অনন্তের উপলব্ধি করার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া তুলিতে পাবে এবং তদনুসন্ধান জন্য আর্য্য ঋষি ও প্রবীণগণের অমূল্য বৃহদায়তন গ্রন্থাদি অধ্যয়নের স্পৃহা বর্দ্ধিত হইয়া শান্তি ধামের সন্ধান লইতে পারে, এই অভিপ্রায়েই এ অধম এ হেন অসমসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

ধর্ম্মগ্রন্থ মধ্যে "গীতা" সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। গীতা বিশ্বতোমুখী গ্রন্থ সুতরাং ইহাতে জাগতিক সমস্তভাব বিদ্যমান রহিয়াছে; তন্মধ্যে পরমাত্মতত্ত্ব ও জীবের মুক্তিসাধন এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য বিষয়। জহুরীর চক্ষে যেমন হার, বলয়, অনন্ত, কুণ্ডল প্রভৃতি বিভিন্ন আকৃতির পদার্থ এক স্বর্ণ ভিন্ন অন্যরূপ প্রতীয়মান হয় না, ব্রহ্মবাদীর জ্ঞান নেত্রেও তেমন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের নানা রূপ লয়-প্রাপ্ত হইয়া একই ব্রহ্মসত্ত্বায় প্রকটিত হয়। গীতায় এই মহান্ পরমাত্ম তত্ত্ব ফুটাইয়া দিয়া সর্ব্বজীবের মোক্ষ প্রাপ্তি কল্পে যে উদার উপদেশ

প্রদত্ত হইয়াছে, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহারই আভাষ দিতে প্রয়াস পাইয়াছি। এই ক্ষুদ্রগ্রন্থ পাঠে যদি কাহারও কোন উপকার সাধিত হয়, তবেই সেবকের কার্য্য সফল হইবে।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, বিক্রমপুর কাচিয়াইল নিবাসী সুহৃদবর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থাদি সাহায্য ও সাময়িক আলোচনা দ্বারা উৎসাহিত ও মুদ্রাঙ্কন ব্যয়ভার গ্রহণ না করিলে বিশেষতঃ অত্রস্থ ভিক্টোরিয়া কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক, Philosophy of Vaishnava Religion প্রণেতা বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র নারায়ণ মল্লিক এম, এ, মহোদয় কৃপা পূর্ব্বক স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া না দিলে, এই গ্রন্থ সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত হইত কিনা সন্দেহ ; এজন্য সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। ইতি—

১৩৩৪ বাং।
আশ্বিন।

নিবেদক—
শ্রীহরিকিশোর দেবশর্ম্মা।

গ্রন্থ-সূচী।

শুদ্ধি পত্র

পৃঃ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৯	১৭	হৃদয়স্থ	উদরস্থ বা নাভিস্থ
৪৮	১৮	স্থাপিত	স্থগিত।
৫২	১৮	গুণাদ্বিতম্	গুণান্বিতম।
৭২	২০	মদার্পণন্	মদর্পণম্।
৭৫	১৫	প্র ঙ্গ।	প্রসঙ্গ।
৮০	৭	যতং	যস্তং।
৯৬	২২	মদার্পণম্	মদর্পণম্।
৮	১২	তস্তুতো	তত্ত্বতো।

প্রাপ্তি স্থান

১। গ্রন্থকারের নিকট—কান্দিরপাড়, পোঃ কুমিল্লা, জিঃ ত্রিপুরা।

২। টিচার্স এণ্ড কোং—(রাজগঞ্জ) পোঃ জিঃ তথা।

৩। আশুতোষ লাইব্রেরী—কলিকাতা ৫নং কলেজ স্কোয়ার।

৪। ,, ,,—চট্টগ্রাম ও ঢাকা।

মূল্য ৸৹ বার আনা।

অর্চ্চনা ।

অচিন্ত্য অব্যক্ত স্থাণু ব্যাপ্ত চরাচর ।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি ! সর্ব্বগুণাকর ॥
সর্ব্বগুণ তোমা মাঝে লীন আছে জানি ।
নির্গুণ নির্লিপ্ত ভাবে ভজে তত্ত্ব জ্ঞানী ॥
তুমি জ্ঞান তুমি কর্ম্ম সর্ব্ব ধর্ম্ম হও ।
সর্ব্ব জীব পূজা তুমি সর্ব্বভাবে লও ॥
না কর বঞ্চিত তারে দয়া বিতরণে ।
যে তোমায় ধ্যান করে কায়-মন-প্রাণে ॥
জ্ঞানী শান্তি লভে তোমা অভিন্ন জানিয়া
ভক্ত শান্তি পায় তব প্রেমেতে মাতিয়া ॥
কর্ম্মি সমর্পিয়া কর্ম্মফল তোমা পদে ।
শান্তির ক্রোড়েতে বাস করে নিরাপদে ॥
জ্ঞান. ভক্তি, কর্ম্ম যাহা শান্তির সোপান ।
বিশ্ব মূর্ত্তি ধরি তুমি দিতেছ সন্ধান ॥
বিশ্বরূপে না করিলে স্বরূপ প্রকাশ ।
হ'তনা তোমার লীলা কিছুতে প্রকাশ ॥
তাই বিশ্বরূপী প্রভো ! প্রণমি তোমারে ।
জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম দাও পেতে পরাবরে ॥

প্রভো ! তুমি নিত্য, সত্য, অনন্ত জ্ঞান, আনন্দ স্বরূপ। তোমার অনন্ত জ্ঞান, আনন্দ স্বরূপ অবিচ্ছেদে বিশ্বরূপে প্রকাশিত। বিশ্ব না থাকিলে কে তোমায় খুজিয়া পাইত ? তুমি সর্ব্বব্যাপী সুতরাং নিরবয়ব, তোমায় খুজিয়া পাই না, তাই তোমার স্বরূপ বিশ্বরূপকে কায়মনোবাক্যে পূজা করিয়া প্রাণ শীতল করি। প্রভো ! তোমায় বিশ্ব হইতে পৃথক্ করিয়া খুজিয়া পাইনা, তুমি বিশ্বময়, চিন্ময়, জ্ঞান স্বরূপ, অনাদি, অনন্ত। তুমি বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছ বলিয়া ধর্ম্ম নামে পরিচিত। তুমি ধরিয়া না রাখিলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব ও স্থিতি হইত না। জাগতিক সমস্ত ক্রিয়া কলাপ তোমার একই অনির্ব্বচনীয় নিয়মে চলিতেছে। তুমি বিশ্বের বীজ, তুমি আছ বলিয়াই জগৎ ক্রিয়াশীল হইয়া বর্ত্তমান আছে। তুমি বিশ্বস্রষ্টা ও পালক। আবার যে স্থলে তোমার নিয়মের অপলাপ হইতেছে, তথায় তুমিই নিয়ন্তা স্বরূপে আত্ম প্রকাশ করিয়া ধ্বংস লীলা দ্বারা তোমার (ধর্ম্মের) সত্ত্বা বজায় রাখিতেছ ; এইরূপে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের খেলা খেলাইয়া পরিণামে বিশ্ব সংসার তোমাতেই লয় করিতেছ। তাই তুমি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা পাতা, সংহর্ত্তা ও লয়কর্ত্তা। তুমি সকলের শুভাশুভ প্রতিনিয়ত অনিমিষ নয়নে সমভাবে পর্য্যবেক্ষণ করতঃ অশুভ দূর করিয়া শুভ সংস্থাপন করিতেছ। তুমি অসীম, আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জ্ঞানে তোমার ধারণা করিতে পারি না। তুমি

সর্ব্বজীবের গতি, ভরণ কর্ত্তা, সর্ব্বময় প্রভু ; শুভাশুভ দ্রষ্টা ভোগস্থান, রক্ষক, হিতকর্ত্তা, স্রষ্টা পাতা, সংহর্ত্তা, আধার বীজ ও অনাদি বলিয়া গীতা তোমার সেবকগণকে জানাইয়া দিয়াছেন :—

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥
গী ৯।১৮ শ্লোক।

প্রভো! তুমি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত আছ, তুমি অশরীরী। তোমাকে চর্ম্ম চক্ষে পৃথক মূর্ত্তভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। তোমার অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি যাহা বিশ্ব সংসারে প্রতি নিয়ত উদ্ভাসিত রহিয়াছে, সীমাবদ্ধ নেত্রে, সীমাবদ্ধ জ্ঞানে তাহার কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারি না। আকাশ পাতাল জুড়িয়া তোমার অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, ছাইয়া রহিয়াছে। চিন্তা করিলে প্রাণ আতঙ্কে অভিভূত হয়। প্রভো! তুমি আত্মত্যাগ করিয়া স্বকীয় স্বরূপে এই বিশ্ব গড়িয়াছ। তোমারই জ্ঞান গরিমা বিশ্ব সগর্ব্বে প্রকাশ করিতেছে। তুমি অচিন্ত্য, অব্যক্ত। বিশ্ব জগতের ক্রিয়া কলাপে তোমার স্বরূপ প্রকাশ না পাইলে তুমি চিরকাল অপরিচিত থাকিতে। তুমি বিশ্বরূপে স্ব প্রকাশ করিয়াছ, তাই, তোমাকে না পাইয়া তোমার বিশ্বরূপকে নমস্কার! শত শত নমস্কার!!

প্রভো ! তুমি ত্রিগুণাত্মক পঞ্চভূতরূপে আবির্ভূত হইয়া বিশ্ব জগৎ নির্ম্মাণ করতঃ কত কি জীব সৃষ্টি করিয়াছ কে তাহার ইয়ত্তা করিবে ? জীবজগতে তোমার অপূর্ব্ব সৃষ্টি মানুষ। মানবের দেহাবয়ব ও অন্তরিন্দ্রিয়াদি অপরাপর প্রাণী সমূহ হইতে উন্নত বিধায় তাহারা সমস্ত জাগতিক প্রাণীকে ইচ্ছামত চালাইয়া সকলের উপর প্রাধান্য বিস্তার পূর্ব্বক তাহাদের সুখ সুবিধার পথ প্রশস্ত করিতেছে। তাহারা শারীরিক ও মানসিক শক্তিবলে নানাপ্রকার উন্নতি করিয়াও মনে করিতেছে, কৈ আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান ? কৈ আমাদের বল বিক্রম ? আমাদের তো কিছুই নাই ! হে বিশ্ব ! তুমি ব্যতীত আমার তো কিছুমাত্র অস্তিত্ব নাই ! তোমারই আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া, তোমার উৎপন্ন ফল মূল শস্যাদি ভক্ষণ করিয়া জীবজগৎ জীবিকা নির্ব্বাহ ও কার্য্য কৌশল দেখাইতেছে। হে বিশ্ব ! তোমার অসীম জ্ঞান ভাণ্ডার খুলিয়া রাখিয়াছ। তোমার উৎপন্ন জিনিষাদি দ্বারা মনোহর গৃহাদি হওয়ায়, তাহাতে মানব মনের সুখে বাস করিতেছে, এবং তোমার উৎপন্ন স্বর্ণ রৌপ্যাদি সংগ্রহ করিয়া মুদ্রা ও নানাবিধ সুখ সম্ভোগের খেলনায় পরিণত করতঃ দেশ বিদেশে ব্যবসায় বানিজ্য চালাইয়া পরম সুখে কাল কাটাইতেছে। বস্তুতঃ তোমারই স্থলের, তোমারই জলের, তোমারই তেজ ও আকাশের সহায়তায় দ্রুতগামী রেল, জাহাজ, ব্যোমযান, তাড়িত বার্ত্তাবহ প্রভৃতি বহু বহু

কল কারখানা বসাইয়া সুখ সুবিধার প্রসার বৃদ্ধি করিতেছে ও বাহাবা নিতেছে। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পায়, তোমারই জল, স্থল, তেজ, বায়ু, ও আকাশের এবং তাহা হইতে সংগৃহীত পদার্থের সহায়তায় মানবজীবনের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের সম্পূর্ণ কার্য্য চলিতেছে। জ্ঞান বিজ্ঞান সব তোমায় ভরা। মানবের নিজস্ব বলিবার কিছুই নাই, সকলই তোমার। সকলই তোমার, এই ভাবনায় যখন হৃদয় আপ্লুত হয়, তখন মানব বিস্ময়ে ও ক্ষোভে আত্মহারা হইয়া নিজের অস্তিত্ব খুজিয়া পায় না। জল, স্থল, গ্রহ, নক্ষত্র, আকাশ, পাতাল সকলই তুমি! তোমাকে বাদ দিলে আমার বলিবার কিছুই থাকে না। তাই বিশ্বরূপ! তোমায় নমস্কার! শত শত নমস্কার !!!

সংশয়ঃ—একি? আবার দৃষ্টি শক্তির সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিতেছি, বিশ্ব! তুমি কিছুই করিতে পারিতেছ না। কৈ তোমার পঞ্চ জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়? কৈ তোমার অন্তঃকরণ? কোথায় তোমার প্রাণ? তোমার যে কিছুই নাই। যাহার কর্ম্মশক্তি জ্ঞানশক্তি কিছুই প্রত্যক্ষ হইতেছে না, তাহাকে এইভাবে নমস্কার? কি লজ্জার কথা! এহেন অচেতন পদার্থকে এইরূপ অযাচিত ভাবে সম্মান দেখাইয়া নমস্কার দেওয়া কি মানবের পক্ষে শোভনীয়? মানব জ্ঞান বিজ্ঞানে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, মানব কেন অচেতনের আরাধনায় রত

থাকিবে ? মানব কেন অচেতন পদার্থকে সম্মান দেখাইবে ? বুঝিলাম তুমি কিছুই নও ; সব ফুসফাস !!!

বিশিষ্ট চিন্তা :—মানব! তোমার দাম্ভিকতা ছারিয়া দাও। কোথায় তোমার জ্ঞান, কোথায় তোমার শক্তি ? দেখিতেছ কি, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটও আবশ্যকীয় স্বীয় জ্ঞান সাহায্যে কি প্রকারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে ? হস্ত পদ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, কর্ম্মক্ষেত্র, চিন্তাক্ষেত্র, জ্ঞান বিজ্ঞান সুখ-দুঃখানুভূতি একই রূপ থাকিয়াও নর নারীতে যে অপূর্ব্ব সৃষ্টি-বৈষম্য রহিয়াছে, তাহার কারণ চিন্তা করিয়াছ কি ? ভাবিয়াছ কি সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ ? কাহা কর্ত্তৃক এই প্রভেদের উৎপত্তি বলিতে পার কি ? পার কি তোমার নিজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কারণ নির্দ্দেশ করিতে ? পার কি তোমার শরীরের একটী রোম উঠাইয়া তাহা পুনঃ যথাস্থানে পূর্ব্ববৎ সন্নিবেশ করিতে ? তুমি বিশ্বের পদার্থ দ্বারা রেল, জাহাজাদি প্রস্তুত করিয়া জলে, স্থলে শূন্যমার্গে বিচরণ করিতে পার, এই তোমার আস্পর্দ্ধা ! বল দেখি, যাহা দ্বারা তুমি তোমার কার্য্য-কুশলতা দেখাও তাহার কোন্‌টী তোমার ? তোমার বলিতে কিছুই নাই। অজ্ঞান! তোমার দয়া নাই, মায়া নাই, তপস্যা নাই, ভক্তি নাই, মাত্র আছে তোমার অহঙ্কার ! তুমি অনধিকারী ! এই নিগূঢ় তত্ত্ব কোথায় পাইবে ? তোমার এ গুঢ় তত্ত্ব পাওয়া দূরে থাকুক, বুঝাইয়া দিলেও আয়ত্ব করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। আয়ত্ব করিতে

না পারিলে তোমা দ্বারা সত্যের অমর্য্যাদা ঘটিবে। তাই গীতা অনধিকারী সমীপে তত্ত্ব কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন ঃ—

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
নচাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥
গী ১৮।৬৭ শ্লোক।

যাহার তপস্যা বা গাঢ় অভিনিবেশ নাই, শ্রদ্ধা নাই, যে আত্মসুখে রত, অন্যের জন্য চিন্তা ভাবনা কিম্বা অন্যকে সহায়তা করিতে যাহার চিত্তে আগ্রহ জন্মে না, এবং যে ব্যক্তি পরদোষ অন্বেষণকারী, তাহার আধ্যাত্মিক চিন্তার অধিকার নাই। এমন কি তদ্রূপ ব্যক্তি দ্বারা বৈষয়িক কোন কার্য্যও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয় না; ইহা অতি সত্য কথা। তাই শ্রদ্ধা সহকারে মনঃ সংযোগ করিয়া দেখ, এই দৃষ্টতঃ অচেতন জগতের মূলে কি এক অপূর্ব্ব পদার্থ রহিয়াছে. যাহার আশ্রয়ে স্থূল সৃষ্টির বিষয়ীভূত জড় জগতের মধ্য দিয়া অনন্ত শক্তি ও অনন্ত জ্ঞানের কার্য্য চলিতেছে। মানব! তুমি কোন পদার্থ নিজে সৃষ্টি করিয়া তাহা হইতে কোন কিছু উদ্ভব করিতে পারিতেছ না। নিজ হইতে কোনও জ্ঞান বিজ্ঞানের সূত্র উদ্ভাবন করিতে পারিতেছ না, সকল স্থূল সূক্ষ্ম জ্ঞান বিজ্ঞানই এই অচেতনবৎ বিশ্ব হইতে কুড়াইয়া লইতেছ। এই বিশ্বের আকৃতি প্রকৃতি কোন কিছু ব্যতীত

তোমার জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল দ্বার রুদ্ধ। তোমার জ্ঞান বিজ্ঞানের মূলীভূত সকল পদার্থ, এমন কি তোমার জ্ঞানটীও এই স্থূল বিশ্ব হইতে কর্জ্জ করা। এই যে তুমি "আমি আমি" বলিতেছ, এই আমি কে? এই আমি কোথা হইতে আসিল? তাহা কি তুমি নিজ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ? কিছুই তোমার নিজস্ব বা স্বাধীন সত্ত্বা হইতে গড়িয়া লইতে পার নাই। তবে এই সকল আসিল কোথা হইতে? কোথা হইতে আসিল, তাহা প্রমাণ দ্বারা স্থির কর; নতুবা তোমার নিরেট পাষাণ হৃদয়ে বিশ্বাস স্রোত বহিবে না। তুমি এই সকল বিষয়ে অজ্ঞ, তদুপরি অশ্রদ্ধা ও সংশয় তোমাকে আকড়াইয়া ধরিয়াছে। তুমি সত্যের সন্ধান কোথায় পাইবে? মনে রেখ:

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥
গী ৪।৪০ শ্লোক

গুরূপদিষ্ট অর্থে অনভিজ্ঞ, গুরু বাক্যে শ্রদ্ধাহীন সংশয়িত চিত্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি নাশ পায়, সংশয়াত্মার ইহলোক নাই, পরলোক নাই, এমন কি, তাহার সাংসারিক সুখও নাই।

অতএব সংশয় ছারিয়া শ্রদ্ধা সহকারে সত্যের অনুসন্ধান কর। আর্য্য ঋষিগণ তোমার জন্য প্রভূত জ্ঞান ভাণ্ডার রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রদ্ধা সহকারে মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক

প্রমাণ সাহায্যে তাহা স্থির কর। তাহা হইলে সত্যের সন্ধান পাইয়া মন দৃঢ় হইবে।

প্রমাণ আলোচনাঃ—আর্য্য ঋষিগণ প্রমাণ প্রধানতঃ চারি প্রকার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। (১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান (৩) উপমান (৪) শাব্দ বা আপ্ত বাক্য (ঋষি বাক্য)। যে বস্তু বা বিষয় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অবগত হওয়া যায় তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। যেমন চক্ষু দ্বারা নানারূপ দর্শন করা যায়। অনুমান ও উপমান প্রত্যক্ষ প্রমাণের অনুগামী, অর্থাৎ যে বিষয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত না হয় তাহার অনুমান বা উপমান অবস্থা নাই; সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণাভাবে অনুমান ও উপমান প্রমাণ প্রদর্শন করা চলে না। সময় সময় প্রত্যক্ষ প্রমাণও সত্যে পরিণত হয় না। যথা—মরীচিকা, দিক্‌ভ্রম ইত্যাদি। যেহেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণেও সর্ব্বদা সত্যের উপলব্ধি অসম্ভব হইয়া দাড়ায়, তৎস্থলে অনুমান ও উপমান প্রমাণকে বাদ দিয়া রাখাই সঙ্গত। বাকী রহিল শাব্দ বা আপ্ত বাক্য। শাব্দ বা আপ্তবাক্য কি? যে বাক্য ঋষিগণ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানিগণ হইতে প্রাপ্ত, তাহা, আপ্ত বা ভ্রম প্রমাদ শূন্য বাক্য; এবং যে একই বাক্য একে অন্যে আলোচনা না করিয়া বিভিন্ন স্থান হইতে উচ্চারিত হয় তাহা শাব্দ বা আপ্ত বাক্য। এ বাক্য অতীব সত্য। ইহা অবিশ্বাস করিলে চলিবে না। এই বাক্য সম্ভাবিত প্রত্যক্ষানুভূতি রূপ যুক্তি দ্বারা সপ্রমাণিত করিতে পারিলে

অতি দৃঢ় ও অকাট্য হইয়া বিমল জ্ঞানের উদয় হয়। আমরা জানিয়াছি, আর্য্য ঋষিগণের ন্যায় বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ব্যক্তি একই মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন "আদিতে পরমাত্মা চৈতন্য ভগবান ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তিনি এই বিশ্ব সংসারের স্রষ্টা, পাতা, সংহর্ত্তা ও লয়কর্ত্তা। সমস্ত ব্যাপার তাঁহার ইচ্ছায় নির্ব্বাহ হইতেছে। তিনি সর্ব্বব্যাপী অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, ও অনন্ত মহিমাময়।" ইহা অকাট্য সত্য বলিয়া স্বীকার কর। তোমার সামান্য যুক্তিতেও দেখিতেছ, মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান এমন কি মানুষ নিজেই এক অব্যক্ত শক্তিমূলে কলের পুতুলের ন্যায় কর্ম্ম পরবশ হইয়া চলিতেছে। নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছুই করিতে পারিতেছে না। মানুষের স্থূল শরীর তন্ন তন্ন করিয়া বিভাগ করিয়া দেখিলে অচেতন জড় পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই পাইবে না। অথচ এই অচেতন জড় পদার্থ সমষ্টি কি এক অনির্ব্বচনীয় শক্তিবলে বলীয়ান হইয়া চলা ফিরা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের কত কার্য্য করিয়া যাইতেছে। নিশ্চয় জানিও এই অচেতন জড় পদার্থের ভিতর দিয়া এক অনির্ব্বচনীয় ঐশ্বরিক শক্তির আবির্ভাব হইয়া এই জড় জগৎকে যন্ত্রবৎ চালাইতেছে। তাই হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া রাখিও :—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

গী ১৮।৬১

হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর দেহরূপ যন্ত্রে আরূঢ় জীবগণকে মায়াবশে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করাইয়া সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন।

তুমি জ্ঞান বিজ্ঞানে অতি শিশু; দুগ্ধ পোষ্য বালক। সত্য নির্দ্ধারণে অসক্ত; অথচ তুমি মনে করিতেছ, তোমার অগাধ জ্ঞান! যেমন দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে মাতা ঝিনুক সাহায্যে দুগ্ধ পান করাইয়া থাকেন, কিন্তু শিশু মনে করে ঝিনুকই তাহাকে দুগ্ধ জোগায়। তাই শিশুকে "দুধ খাবে" বলিলে শিশু সরল প্রাণে ঝিনুক ধরিয়া মুখে ঢালিয়া দেয়, কিন্তু দুগ্ধ পায় না। শিশু জানে না যে মায়ের অঙ্গুলি সঙ্কেতে ঝিনুক দুগ্ধ জোগাইতে সমর্থ, নতুবা ইহার কোনও সামর্থ্য নাই। তদ্রূপ তুমিও মনে করিতেছ এই দৃশ্য স্থূল জগৎই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে, কিন্তু জাননা যে, কোন এক অনির্ব্বচনীয় পরমাত্মশক্তি পেছনে থাকিয়া চালাইতেছে বলিয়া এই দৃশ্য স্থূল জগৎ কার্য্য পরবশ হইয়া চলিতেছে, নতুবা ইহা অসার অপদার্থ। যে ভ্রান্তি বশে আমরা এই পরমাত্ম শক্তির মহিমা হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে পারি না তাহাকে মায়া বলিয়া আর্য্য ঋষিগণ আখ্যা দিয়াছেন।

মায়াবাদ :— মায়া পরমাত্ম চৈতন্য বা পরব্রহ্মের সৃষ্টিরূপে প্রকাশ হইবার পূর্ব্বাভাস বা ইচ্ছাশক্তি। ইহাকে অব্যক্তা শক্তি বা পরিণামিনীশক্তি বা মায়া বলিয়া আর্য্য ঋষিগণ

বলিয়াছেন। সৃষ্টির এই পূর্ব্বাভাস অবস্থায় ব্রহ্ম কারণ ব্রহ্ম বা সদ্ ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। সৃষ্টির অবস্থায় সেই সদ্ ব্রহ্ম কার্য্য-ব্রহ্ম হইলেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার শুদ্ধাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিবার জন্য মায়াকে অজ্ঞান বলিয়াছেন। তাহা সৎ ও নয় অসৎ ও নয়; সৎ অসৎ হইতে ভিন্ন এমত একটা কিছু মায়া শব্দে বাচ্য হইয়া থাকে। নির্গুণ ব্রহ্মে এই অবস্থা লীন থাকে। কালক্রমে যখন ইহার বিকাশ হইবার ইচ্ছাবস্থা বা উন্মুখাবস্থা হয়, তখনই নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্টি সূচনা হয়; এই সূচনা উন্মুখ নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ ব্রহ্মনামে পরিলক্ষিত হন।* এই মায়াবস্থা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, ব্রহ্মেরই পাদৈক ভাব। এই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সত্ত্বাদি ত্রিগুণের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। তাই মায়া ত্রিগুণাত্মিকা। বিভিন্ন গুণের একত্র সম্মিলন হইলেই এক নূতন ভাব সৃষ্টি করে, এবং মূল গুণের পরিচয় পাওয়া যায় না। এজন্য ত্রিগুণ লক্ষণ যুক্ত জীব ব্রহ্মকে জানিতে পারে না। মায়ার মোহিনী শক্তিতে জগৎকারণ সৎ পদার্থের জ্ঞান না হইয়া অস্থায়ী স্থূল অসৎ পদার্থকেই স্থায়ী সৎ পদার্থ বলিয়া ভ্রম জন্মায়। মায়ার এমনই অঘটন ঘটন পটীয়সী শক্তি। এ মায়া রাজ্য অতিক্রম করা অতীব দুঃসাধ্য। যে ভাগ্যবান ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে পরমাত্ম

---

* শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি মুনি প্রমুখ বিশিষ্টা-দ্বৈত বাদীগণ সগুণ পরমাত্ম চৈতন্যের পক্ষপাতী। এ সম্বন্ধে পশ্চাৎ আলোচিত হইয়াছে।

পরব্রহ্মের আরাধনা করিয়া কৃতমনোরথ হইয়াছেন, তিনিই মাত্র এই দুস্তরা মায়া দূরীভূত করিতে পারিয়াছেন। ভগবান বলিয়াছেন ঃ—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
গী ৭।১৪

আমার (এই ত্রিগুণময়ী) দৈবী মায়া নিশ্চয়ই দুস্তরা, যাহারা আমাকে ভজনা করে, তাহারা এই মায়া রাজ্য অতিক্রম করিতে পারে।

মায়ার শক্তি দ্বিবিধ। (১) আবরণ (২) বিক্ষেপ। এই শক্তিতে আবদ্ধ হইয়া মানব পরমাত্ম শক্তিকে জানিতে পারে না। আবরণ শক্তি জগৎকে জীব ও পরমাত্মার মধ্যে দাড় করাইয়া আবরণ রূপে পরমাত্ম শক্তিকে ঢাকিয়া রাখে; অর্থাৎ আমরা জড় জগৎ হইতেই সমস্ত কার্য্য হইতেছে বলিয়া মনে করি, কিন্তু ইহার পেছনে যে এক মহাশক্তি রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি না; এবং বিক্ষেপ শক্তি মূলে এই স্থূল জগৎকেই পরমাত্মশক্তি রূপে ধরিয়া লই; অর্থাৎ জগৎ (nature) ই সব করিতেছে মনে করি ইহার পশ্চাৎ যে অন্য মহাশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি না।

অব্যক্ত পরমাত্ম চৈতন্য অবিনাশী। ত্রিকালে ইহার নাশ বা ক্ষয় নাই। ইহা স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা বিশিষ্ট। ইহা

জড় জগতের ন্যায় পরতন্ত্র অর্থাৎ অন্য পদার্থের আশ্রিত নহে। আর্য্য ঋষিগণ এক বাক্যে বলিয়াছেন, পারমার্থিক ভাবে এই স্থূল জগতের স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ইহা অসৎ অপদার্থ। মাত্র ব্যবহারিক ভাবে ইহা বিদ্যমান। অসৎকে সৎ পদার্থ জ্ঞান করা মায়ার কার্য্য। আমরা মায়া দেখিতে পাই না। মায়ার প্রভাব বুঝিতে হইলে আমরা স্বপ্নের অবস্থা দ্বারা কতক উপলব্ধি করিতে পারি। জাগ্রত অবস্থার ন্যায় স্বাপ্নাবস্থাতেও আমরা সমস্ত বিষয় সত্য বলিয়া মনে করি, কিন্তু জাগ্রত হইবা মাত্র সমস্ত স্বপ্ন বৃত্তান্ত বাঁধিত হইয়া যায়। তদ্রূপ ব্রহ্ম জ্ঞান রূপ জাগ্রত ভাব প্রাপ্ত হইলে জগৎভ্রম দূরীভূত হইতে পারে, নতুবা নহে। আমরা জগৎ প্রত্যক্ষ করিতেছি, আমরা কি করিয়া বলিতে পারি যে এই স্থূল পরিদৃশ্যমান জগতের সত্তা নাই? সত্তা না থাকিলে তো আমরা উহাকে ব্যবহারিক ভাবে পাইতাম না। জগৎ অসৎ অপদার্থ, এ কথার মধ্যে কি গূঢ় সত্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা আমাদিগকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে হইবে। যুক্তিহীন হইলে আমরা কিছুতেই ইহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারিব না; কারণ পূজ্যপাদ ঋষিগণই উপদেশ দিয়াছেন :—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যঃ বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানি প্রজায়তে॥

বৃহস্পতি।

মাত্র শাস্ত্রবাক্য আশ্রয় করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করা অনুচিত কারণ যুক্তিহীন বিচার দ্বারা ধর্ম্মহানি হইয়া থাকে। সুতরাং শাস্ত্র বাক্য যুক্তি দ্বারা ঐক্য করিয়া লওয়া আবশ্যক।

যুক্তি প্রয়োগ :—যুক্তি আলোচনা করিতে যাইয়া কেহবা জল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতঃ বৃথা তর্ক বলে অন্যের মত খণ্ডাইয়া স্বমত প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে ; কেহবা বিতণ্ডার আশ্রয়ে নিজ মত স্থাপন করিতে না পারিলেও অন্যের মত খণ্ডন করিবার জন্য বৃথা অযৌক্তিক বাগাড়ম্বর করিয়া থাকে। তাহা করিও না। সত্য নির্দ্ধারণার্থ "বাদ" ব্যবহার আশ্রয় করিও। অর্থাৎ সর্ব্বদাই সত্যের প্রতিষ্ঠা হউক এই অভিপ্রায়ে জয় পরাজয়ের আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করিয়া মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক আবশ্যকীয় ও সম্ভাবিত যুক্তি সহকারে সংশয় অপনোদন করিবে। নতুবা বক্তার কি উপদেষ্টার বাক্য কার্য্যকারী হইবে না এবং নিজেও সত্য উদ্ধার করিতে পারিবে না। যখন দেখিবে বাদ প্রতিবাদে তোমার চির সঞ্চিত চিন্তাস্রোত অনুপযুক্ত পথে ধাবিত হইতেছে, তখন উপযুক্ত পথের অবস্থা জানিবার জন্য আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ করিবে। তবেই তোমার মনে দৃঢ়তা আসিবে। মনে দৃঢ়তা না আসিলে কি আধ্যাত্মিক কি বৈষয়িক কোন কার্য্যই সুচারু রূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব শাস্ত্র বাক্য উপযুক্ত বাদ প্রতিবাদের ভিতর দিয়া ঐক্য করিবে। তবেই সত্যের সন্ধান পাইবে। মুলজিনিষ চিনিতে পারিলে সংশয় আপনা হইতেই তিরোহিত হইবে।

পদার্থ জ্ঞান না জন্মিলে সুধু শব্দ দ্বারা ঐ পদার্থ সম্বন্ধে মনের দৃঢ়তা জন্মে না। যে ব্যক্তি কখনও কমলা লেবু দেখিয়া বা ব্যবহার করিয়া তৎ সম্বন্ধে জ্ঞানোপার্জ্জন করে নাই, তাহাকে কমলা লেবু শব্দ জানাইয়া দিলেও সেই ব্যক্তি কমলা লেবু সম্বন্ধে বিশিষ্ট অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞান না থাকায় তৎ সম্বন্ধে তাহার মনের দৃঢ়তা জন্মিতে পারে না। সেইরূপ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধেও বাদ প্রতিবাদ দ্বারা মূল সত্তার জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত সুধু নাম দ্বারা তৎ বিষয়ে মনের দৃঢ়তা জন্মিতে পারে না। সুতরাং আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানি-গণের উপদেশ মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করিবে, এবং উপযুক্ত যুক্তি সাহায্যে বিচার করিয়া মনন করিবে, তৎপর তৎসম্বন্ধে ধ্যানপরায়ণ হইবে। তবেই সত্য উদ্ধার করিতে পারিবে। এইরূপ অভ্যাস করাকেই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বলে। এই নিয়মে অভ্যস্থ না হইলে আধ্যাত্মিক তত্ত্বে মনের দৃঢ়তা জন্মিতে পারে না।

সদসৎ নির্ণয়ঃ—আমরা সত্য ও মিথ্যা দুটী শব্দ ব্যবহার করি। এই সত্য মিথ্যাকে স্থায়ী, অস্থায়ী বলিয়াও বলা যাইতে পারে। সত্য মিথ্যা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় কি? এ সম্বন্ধে আর্য্য ঋষিগণ বহু প্রমাণের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে যে বস্তু বর্ত্তমানে আছে, ভবিষ্যতে থাকিবে না, তাহা সৎ বা সত্য পদার্থ নহে। যে বস্তু বর্ত্তমান

ভূত ও ভবিষ্যতে স্থির থাকে, কোনকালেই যাহার ক্ষয় বা রূপান্তর হয় না তাহাই সত্য, তাহাই সৎ পদার্থ।

সদসৎ নির্ণয়ে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে পদার্থ সৃষ্টি হইতেছে, তাহা অপেক্ষা কৃত বহুকাল স্থায়ী বা জীবিত থাকিলেও অমর অর্থাৎ ত্রিকাল ব্যাপী হইতে পারে না, কারণ যে পদার্থ ত্রিকাল ব্যাপী, তাহার উৎপত্তি অর্থাৎ সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। জগতে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহা সকলই সৃষ্ট পদার্থ; তাহাদের ধ্বংশ অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং জগতে কোন দৃশ্য পদার্থই সত্য বা সৎ পদার্থ সংজ্ঞায় পতিত হইতে পারে না।

যে জিনিষ মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সমাবেশ থাকা দৃষ্ট হয়, তাহার ঐ ঐ পদার্থ পৃথক্ করিয়া লইলে জিনিষটী বিলুপ্ত হয়; সুতরাং বিভিন্ন পদার্থে গঠিত কোন পদার্থ সত্য বা সৎ নহে। কারণ তাহার স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা নাই; কয়েকটী পদার্থের মিশ্রণে উৎপন্ন। যেমন হরিদ্রা ও চুণ একত্র মিশ্রিত করিলে রক্ত বর্ণের উৎপত্তি হয়, এবং হরিদ্রা ও চুণের অংশ পৃথক করিয়া ফেলিলে রক্তবর্ণ পদার্থটী তিরোহিত হইয়া যায়। যেমন সপ্তবর্ণ একত্র মিশ্রণে সাদা বর্ণের উৎপত্তি হয়, এবং সপ্তবর্ণ পৃথক করিলে সাদা বর্ণের বিলোপ সাধন হয়। আমরা পশ্চাৎ দেখিতে পাইব যে, দৃশ্য জগৎ নানা পদার্থের মিশ্রণে উৎপন্ন, সুতরাং অস্থায়ী অসৎ পদার্থ।

আমরা জল বুদ্বুদ্ দেখিতে পাই। তাহা এই আছে, এই নাই; এজন্য ইহা সত্য বা সৎ পদার্থ নহে। কারণ তাহার স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা নাই; অন্য পদার্থ সমুদ্ভূত এবং সমুদ্ভূত পদার্থেই পুনঃ লয় প্রাপ্ত হয়। ইহা ধ্বংশশীল। ইহাতে আমরা এই বুঝিলাম যে, যে বস্তু অন্য কারণ বস্তু হইতে উদ্ভূত হয়, তাহার লয় অনিবার্য্য, সুতরাং তাহা অসৎ পদার্থ। বিশ্বময় যত কিছু পদার্থ দেখিতে পাই সকলই এইরূপ। ইহাতে আর একটী বিষয় দেখা যায় যে, যে বস্তু যে কারণ হইতে উদ্ভূত, সেই বস্তু লয় হইলে তাহার কারণ বস্তুতে পরিণত হয়। অর্থাৎ কারণই কার্য্যরূপে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। এস্থলে বুদ্বুদ্ রূপ কার্য্যের কারণ জল। বুদ্বুদ্ রূপ কার্য্য জল কারণ হইতেই উদ্ভব হয় এবং লয় হইলে জলেই অর্থাৎ তাহার কারণ বস্তুতেই পরিণত হয়। এ সম্বন্ধে আরও পরিস্কারভাবে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে।

আমরা নিত্য ব্যবহার্য্যরূপে ঘটী, বাটী প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকি। এই সকল জিনিষের কারণ যে ধাতু, জিনিষটী লয় পাইলে অর্থাৎ ঐ ঐ জিনিষের আকৃতি টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া দিলে ঐ ভগ্ন খণ্ড সকলকে কেহ ঘটী, বাটী বলিয়া মনে করে না। যে জিনিষটী যে ধাতুতে নির্ম্মিত সেইটী সেই ধাতু বলিয়াই মনে করিয়া থাকে। ইহাতে দেখা যায় যে, জিনিষটী প্রস্তর নির্ম্মিত হইলে তাহার আকৃতি অবসানে পুনঃ প্রস্তরই বলা যায়। সুতরাং ঘটী, বাটী ইত্যাদি

সৎ বা সত্য পদার্থ বলিয়া বলা যাইতে পারেনা। এস্থলে প্রস্তরই সৎ বা সত্য পদার্থ বলিতে হইবে। আবার যখন বিবেচনা করিয়া দেখি যে ঐ প্রস্তরগুলি মাটী হইতে উদ্ভব হইয়াছে, উহা মাটীরই রূপান্তর মাত্র; (কারণ প্রস্তর খণ্ড গুলিকে বিশেষরূপে গুড়াইয়া দিলে তাহা মাটীতে পরিণত হয়) তখন প্রস্তর খণ্ডগুলিকে সৎ বা সত্য পদার্থ বলা যায় না, এবং ঐ প্রস্তরগুলি উহার কারণ সত্তা মাটীতেই লয় প্রাপ্ত হয়; সুতরাং এস্থলে মাটীই সৎ বা সত্য পদার্থ বলিতে হইবে। এইরূপ জগতের যাবতীয় স্থূল পদার্থ লয় হইয়া তাহাদের স্বীয় স্বীয় কারণ পদার্থে পরিণত হইয়া থাকে।

লয়তত্ত্ব: লয়তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দ্বিবিধ প্রকারে লয় কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। (১) স্বজাতিয় লয় (২) বিজাতিয় লয়। দুটী পদার্থ সমধর্ম্মাবলম্বী হইলে একটী অন্যটীর সহিত মিলিয়া সম্পূর্ণভাবে একত্ব প্রাপ্ত হয়; পশ্চাৎ ঐ দুটীকে পৃথক করা যায় না। যেমন জলবিম্ব জলে লয় পাইলে উভয়ই সমধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া তাহা পৃথক করা যায় না; এইরূপ লয়কে স্বজাতির লয় বলে। কিন্তু যে পদার্থ অন্য পদার্থে লয় হইলে পুনঃ অবস্থান্তরের মধ্য দিয়া লীন পদার্থের স্বরূপ প্রকাশ পায় তাহাকে বিজাতিয় লয় বলে। যেমন জল বাস্পাকারে বায়ুতে লয় পায়, কিন্তু অবস্থান্তর হইলে উক্ত বাস্প, কুয়াসা, বৃষ্টি ইত্যাদি রূপে পুনঃ স্বীয় প্রকৃতি জলরূপে পরিণত হয়।

এইরূপ লয়কে বিজাতিয় লয় বলা যায়। আমরা পশ্চাৎ দেখিতে পাইব যে, জীব প্রলয় সমাগমে স্বীয় সাধনা বশে ব্রহ্ম স্বরূপত্ব না পাইলে নিজ প্রকৃতি লইয়া পুনঃ সৃষ্টি হয়; ব্রহ্মে স্বজাতির লয় পাইতে পারে না। ইহাই বিজাতির লয়। কিন্তু যে জীব সাধনা বশে ব্রহ্ম স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাকে আর পুনঃ সৃষ্টি সময়ে দেখা দিতে (জন্মগ্রহণ করিতে) হয় না। পরব্রহ্মে স্বজাতিয় লয় প্রাপ্ত হয়। বিজাতিয় লয় হইলে পুনঃ সৃষ্টি অনিবার্য্য।

সৃষ্টিতত্ত্ব অতি গুঢ় সুতরাং অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। সৃষ্টিতত্ত্ব ভগবৎ শক্তির অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত কৌশল জ্ঞাপক। এই তত্ত্ব যিনি কিঞ্চিন্মাত্রও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন তিনি ধন্য হইয়াছেন। আর্য্য ঋষিগণ এই তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই জগতে শীর্ষস্থানীয় হইয়া গিয়াছেন। আমরা এক্ষণে তাঁহাদের অনুমোদিত সৃষ্টিতত্ত্বের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সৃষ্টিতত্ত্ব :- সদসৎ বিবেচনায় সর্ব্বদেশীয় ঋষিগণ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থুল পদার্থ অসৎ উপদেশ দিয়া সর্ব্বমূল "একই কারণ" বলিয়া সমস্বরে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সকলেই বলিয়াছেন "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। এই মহাবাক্য অনুসরণ করিতে গেলে বিশ্ব জগৎ যে অসৎ (স্বাধীন সত্তাহীন) তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। বিশ্ব অসৎ পদার্থ প্রমাণ করিতে হইলে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে কতক আলোচনা করা আবশ্যক

কিন্তু এ সম্বন্ধে নানা ঋষিগণ মূল ঠিক রাখিয়া নানাপ্রকার উপদেশ দিয়াছেন। কেহবা বলিয়াছেন—অনাদিকারণ ভগবান সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া দৃশ্য জগতে যত কিছু আছে সেই সমস্ত একই সময়ে সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহবা বলিয়াছেন—ভগবান সপ্তাহ কাল ধরিয়া সৃষ্টি কার্য্য করিয়াছেন। কেহবা বলিয়াছেন—ভগবৎ ইচ্ছাতেই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে সত্য, কিন্তু তিনি একই সময়ে কি এক সপ্তাহে সৃষ্টি কার্য্য সমাধা করেন নাই কিন্তু তাঁহারই নিয়মাধীনে অনন্ত কালের মধ্য দিয়া এই দৃশ্য জগৎ ক্রম বিকাশ পাইয়াছে। যিনি যে ভাবেই সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া থাকুন না কেন, সকলেরই মূল এক "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। ভগবান ইচ্ছামাত্র একই সময়ে কিম্বা সপ্তাহ কালে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা অস্বীকার করিলে তাঁহার সর্ব্বশক্তি মত্তার অপলাপ করা হয়, এজন্য আমরা এ বিষয়ে মীমাংসা করিতে অসক্ত। যাঁহারা ক্রম বিকাশ উপদেশ দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহবা আকাশ ও বায়ুর উল্লেখ না করিয়া স্থূল ভূত তেজ, জল ও ক্ষিতি এই তিনের উল্লেখ করতঃ পরমাত্ম চৈতন্যের আশ্রয়ে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে দৃশ্য জগতের ক্রম বিকাশ হইয়াছে বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। ইহাই "ত্রিবৃৎকৃত" প্রকৃতি বলিয়া উল্লেখ আছে *। কেহবা পরমাত্ম চৈতন্যাশ্রয়ে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে মহতত্ত্ব,

* ছান্দোগ্য উপনিষদ শ্বেতকেতু উপাখ্যান।

মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার তত্ত্ব ; অহঙ্কার তত্ত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি উপদেশ দিয়াছেন। পঞ্চদশীকার শ্রীমদ্ ভারতীতীর্থ বিদ্যারণ্য মুনি তত্ত্ব বিবেকে সৃষ্টিতত্ত্ব এই ভাবে ব্যাখা করিয়াছেন। যথা ঃ—

(১) পরমাত্ম চৈতন্য বা পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব স্বরূপ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির নির্ম্মল সত্বগুণ হইতে মায়া ; ও মায়াকে বশীভূত করিয়া চৈতন্য ঈশ্বর শব্দে ;

(২) ঐ প্রকৃতির মলিন সত্ত্বগুণ হইতে অবিদ্যা, ও অবিদ্যাশ্রিত চৈতন্য প্রাজ্ঞ বা জীব শব্দে অভিহিত করিয়াছেন

(৩) প্রকৃতির তমঃ প্রধান গুণাংশ হইতে পঞ্চ মহাভূত ;

(৪) প্রত্যেক মহাভূতের সত্ত্বাংশ হইতে বিভিন্ন রূপে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূতের সত্ত্বগুণ সমষ্টি হইতে অন্তঃকরণ ;

(৫) প্রত্যেক পঞ্চ মহাভূতেয় রজঃ গুণাংশ হইতে বিভিন্নরূপে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ; এবং পঞ্চ মহাভূতের রজঃ গুণের সমষ্টি হইতে পঞ্চপ্রাণ ;

(৬) এবং পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ হইতে এই পরিদৃশ্যমান বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। *

জগৎ অসৎ অপদার্থ প্রমাণ করিতে হইলে ক্রম বিকাশ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া ক্রম অসারতা দর্শাইতে পারিলে, জগতের

* পঞ্চদশী ১ম পরিচ্ছেদ ১৭, ১৯—২২, ২৭ শ্লোক

স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্ত্বাহীনতা যেরূপ সহজে বোধ গম্য হইতে পারে, ভগবৎ ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টি প্রলয় হইতেছে বলিলে, জগতের অসারতা সম্বন্ধে মনের ততদূর দৃঢ়তা স্থাপন হইতে পারে না ; সুতরাং আমরা জগতের ক্রম বিকাশ পর্য্যায় ধরিয়া তাহার অসারতা প্রমাণ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলাম।

সৃষ্টির ক্রম বিকাশঃ সৃষ্টি সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে পরিণত হইয়াছে। আর্য্য ঋষিগণ তাই অনুলোম ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে স্থূল সৃষ্টির ক্রম উপদেশ দিয়াছেন। আমরা সেই পন্থা অবলম্বন না করিয়া তাঁহাদেরই প্রদর্শিত বিলোম ক্রম অবলম্বন পূর্ব্বক সৃষ্টি তত্ত্বের মূল অনুসন্ধান করিতেছি, অর্থাৎ মূল পরমাত্ম চৈতন্য হইতে ক্রম বিকাশের দিকে চিন্তা না করিয়া স্থূল জগৎ হইতে ক্রমে সূক্ষ্মে উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিতেছি ; কারণ আমাদের মনে হয় স্থূল জগতের সঙ্গে আমাদের চাক্ষুষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় আমরাও স্থূল বুদ্ধি সম্পন্ন, সুতরাং স্থূল পদার্থ আশ্রয়ে ক্রমে উপরের দিকে সূক্ষ্মে উঠিতে চেষ্টা করিলে একটু সহজে বোধগম্য হইবে এবং স্থূল হইতে ক্রমে সূক্ষ্মে উঠিতে পারিলে তাহার কারণগুলিও ক্রমে সুস্পষ্ট হইয়া যাইবে। পরে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের পরিণতি চিন্তা করিতে আয়াসসাধ্য হইবে না। কারণ আশ্রয় অভাবে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে পৌঁছা বড়ই কষ্টসাধ্য। তাই প্রণম্য আর্য্য ঋষিগণের পাদপদ্ম অর্চ্চনা পূর্ব্বক তাঁহাদেরই প্রদর্শিত বিলোম ক্রম অনুসরণ করিলাম।

উপরে যে পঞ্চভূত অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, তেজ, অপ (জল) ও ক্ষিতির প্রসঙ্গ করা হইয়াছে, সেগুলি কিরূপ পদার্থ তাহা আমাদিগকে অনুসন্ধান করিতে হইবে; অর্থাৎ ভূতগুলি স্বাধীন সত্তা বিশিষ্ট স্থায়ী পদার্থ কিনা। যদি স্থায়ী সংজ্ঞায় পতিত হয় তবে তাহারা সৎ, নতুবা অসৎ পদার্থ বলিয়া মনে করিতে হইবে; এগুলি অসৎ পদার্থ প্রমাণিত হইলে সৎ পদার্থের অন্বেষণে আমাদিগকে আরো কতদূর অগ্রসর হইতে হইবে।

ইতঃপূর্ব্বে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ পঞ্চভূত স্থলে তাহাদের নবাবিষ্কৃত যন্ত্রাদি সাহায্যে ৭০টী ভূত (পরমাণু) বা মূল পদার্থের কল্পনা করিয়া ভারত প্রসিদ্ধ পঞ্চভূতকে চিরতরে বিদায় দিয়াছিলেন। যাহা হউক ভাগ্য ক্রমে পণ্ডিতাগ্রগণ্য Sir William Crooks বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কোন একই অজ্ঞাত কারণ হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া স্থির করিয়াছেন, এবং ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান বৈজ্ঞানিক Lord Calvin Necksla Tesla প্রভৃতি পণ্ডিতগণও সেই ধ্বনির পোষকতা করিতেছেন বলিয়া সর্ব্বদেশেই সাড়া পরিয়া গিয়াছে যে ভারতীয় মনীষিগণ যে কোনও অজ্ঞাত কারণ (পরব্রহ্ম) হইতে জাত পঞ্চভূতের উপদেশ দিয়াছেন তাহাই সত্য। প্রকৃত পক্ষে ভারতের আর্য্য ঋষিগণ বহুপূর্ব্বে একই অব্যক্ত অনাদি (পরব্রহ্ম) কারণই পঞ্চভূতের মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করতঃ জগৎ সৃষ্টির মূল উদ্ঘাটন করিয়া গিয়াছেন। *

* আর্য্য ঋষিগণ পদার্থ সমূহের যে অবস্থাকে পঞ্চমহাভূত বলিয়া

পঞ্চভূত ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম মধ্যে আকাশ ও বায়ু অদৃশ্য পদার্থ অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই আকাশ ও বায়ু দর্শন করা যায় না। তেজ, অপ ও ক্ষিতি প্রকৃত পক্ষে সূক্ষ্ম (অদৃশ্য) পদার্থ হইলেও ঐ ঐ পদার্থ ঘনীভূত হইলে দৃশ্য পদার্থে পরিণত হয়। আকাশ অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদার্থ এবং ঘনীভূত হয় না বলিয়া কোন অবস্থাতেই তাহা দেখা যায় না বা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। বায়ু আকাশ হইতে কম সূক্ষ্ম এবং ঘনীভূত হইবার স্বভাব আছে বলিয়া

বর্ণন করিয়া গিয়াছেন তাহাতে সকলগুলি মহাভূতই অতি সূক্ষ্ম সুতরাং দর্শন যোগ্য নহে। স্থূল মৃত্তিকা ক্ষিতি নহে; ক্ষিতির স্থূল পরিণাম; সমুদ্র জল লবনাক্ত, তাহাতে লবণ দেখা যায় না দৃষ্টতঃ পরিস্কার জল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ঐ জল তাপ সংযোগে বাষ্পাকারে উড়াইয়া দিলে তাহার লবণাংশ ঘনীভূত হইয়া পাত্রে সংলগ্ন থাকে। সমুদ্র জলের এই লবণাংশ ক্রমে ঘনীভূত হইয়া অন্যান্য কারণে সময় ক্রমে বর্ত্তমানাকার মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে। প্রস্তর স্বর্ণ রৌপ্যাদি খনিজ পদার্থও মৃত্তিকারই অবস্থান্তর মাত্র। এই মৃত্তিকার পুর্ব্বাবস্থা বা সূক্ষ্মাবস্থাকেই আর্য্য ঋষিগণ ক্ষিতি শব্দে ব্যবহার করিয়াছেন। তদ্রূপ স্থূল জল ও অগ্নিকে মহাভূত অপ ও তেজ বলিয়া গণ্য করা আর্য্য ঋষিগণের অভিপ্রেত নহে। জল ও অগ্নির পূর্ব্বাবস্থাকেই অপ ও তেজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; নতুবা সাধারণ মৃত্তিকা ও জলে যে বহুল পরিমাণে যৌগিক পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য ঋষিগণের অজ্ঞাত থাকিবার কোনও কারণ নাই। সূর্য্য কিরণ আতসী প্রস্তর সংযোগে কেন্দ্রিভূত হইয়া ঘন হইলে দৃশ্য অগ্নির উৎপত্তি হয়, সুতরাং সূর্য্য কিরণ অগ্নির কারণ। যাহা হইতে এই সূর্য্যকিরণ তেজ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাকেই আর্য্য ঋষিগণ মহাভুত তেজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং পঞ্চ মহাভুত প্রত্যেকেই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে।

তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি কিন্তু দর্শন করিতে পারি না। তেজ বায়ু অপেক্ষা কম সূক্ষ্ম বা তরল এবং ঘনীভূত হইবার স্বভাবাপন্ন বলিয়া তাহা স্পর্শ ও দর্শন করিতে পারি। জল তেজ অপেক্ষা কম সূক্ষ্ম ও ঘনীভূত হইবার স্বভাবাপন্ন বলিয়া তাহা দর্শন, স্পর্শ ও আস্বাদন করিতে পারি। তদ্রূপ ক্ষিতিও স্থুলাবস্থায় পরিণত হওয়ায় তাহা আমরা কঠিন স্থুল বস্তু রূপে ব্যবহার করিতেছি। সুতরাং আকাশ হইতে ক্ষিতি পর্য্যন্ত ক্রমে তরলতার হ্রাস অর্থাৎ ঘনীভূত অবস্থার ক্রম বৃদ্ধি অনুভব করিতেছি। এক্ষণ সমধিক কঠিন মৃত্তিকা কি পদার্থ স্থির করিয়া তাহা হইতে ক্রমে সূক্ষ্ম ভূতের অবস্থাদি চিন্তা করিব।

স্থুল মৃত্তিকা (ক্ষিতি পরিণাম) পরীক্ষায় দেখা যায় তাহাতে আকাশ, বায়ু, তেজ ও জলের ভাগ রহিয়াছে। যুক্তি বসে এই চারিটী পদার্থ পৃথক করিলে মৃত্তিকার অস্তিত্ব লোপ হয়। মৃত্তিকা যৌগিক পদার্থ সুতরাং সত্য বা সৎ পদার্থ নহে। এজন্য মৃত্তিকায় উৎপন্ন যাবতীয় পদার্থ সৎ পদার্থ বলা যাইতে পারে না। মৃত্তিকাদি সমুদয় পদার্থ সৎ পদার্থ না হওয়ায় তাহারা সৃষ্ট পদার্থ এবং তাহাদের ধ্বংশ বা লয় অবশ্যম্ভাবী।

জল (অপ পরিণাম) বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই যে তাহাতে তেজের অংশ আছে, কারণ ধূম তেজের কার্য্য। ধূম শীতল করিলে জলে পরিণত হয় সুতরাং জল তেজের পরিণতি।

তদ্রূপ তেজে ও বায়ুর অংশ আছে ; যেহেতু আকাশে বায়ুর অপ্রতিহত প্রবল গতিই উষ্ণতা বা তেজ উৎপাদন করে। পক্ষান্তরে বায়ু না থাকিলে তেজ কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। অতএব বায়ু তেজের কারণ অর্থাৎ তেজ বায়ু সমুদ্ভূত। যেহেতু আকাশ না থাকিলে বায়ুর উৎপত্তি, স্থিতি ও সঞ্চালনের অসম্ভাব হয়, তদ্ধেতু আকাশই বায়ুর কারণ বলিতে হইবে। সুতরাং আকাশ হইতে বায়ু ; বায়ু হইতে তেজ ; তেজ হইতে জল ; জল হইতে মৃত্তিকার আবির্ভাব সিদ্ধ হইল। মৃত্তিকা হইতে আকাশ পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনায় আমরা দেখিতে পাই যে, আকাশের অভাবে বায়ু ; বায়ুর অভাবে তেজ ; তেজের অভাবে জল ; জলের অভাবে মৃত্তিকার উৎপত্তি অসম্ভব। একটীর অভাবে অন্যটীর স্থায়ীত্ব বা স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা নাই ; সকলগুলিই তাহাদের স্বীয় স্বীয় কারণের আশ্রিত। অতএব মৃত্তিকা হইতে বায়ু পর্য্যন্ত অসৎ বা অস্থায়ী পদার্থ প্রমাণিত হইল তাহাদের ধ্বংশ বা লয় অনিবার্য্য ; সুতরাং এই সকল মহাভূত সৎ পদার্থ নহে।

বাকী রহিল আকাশ। এক্ষণ আকাশ কি পদার্থ তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। পরমাত্ম চৈতন্যকে আর্য্য ঋষিগণ নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, পূর্ণ, অনন্ত প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন। সবিশেষ বস্তু সগুণ : গুণ থাকিলেই তাহার ব্যভিচার আশঙ্কা করা যায় এবং তাহার অসম্পূর্ণত্ব প্রতীয়মান হয় ; যেহেতু নিরতিশয় সত্বগুণ, রজঃ ও তমঃগুণ অভাবে

অপূর্ণতার পরিচায়ক। পরন্তু গুণাদি না থাকিলেও পূর্ণ স্বরূপের হানি হয় ; তদবস্থায় পরমাত্ম চৈতন্যে কোন গুণ নাই একথা বলা যায় না। প্রকৃত পক্ষে পরমাত্ম চৈতন্যে সমস্তগুণাদি রহিয়াছে, কিন্তু লীনাবস্থায় আছে বলিয়া গুণ সকল পরমাত্ম চৈতন্যে স্বীয় স্বীয় গুণকার্য্যের প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। যেমন বায়ুতে লীন বাষ্প। বাষ্প যতক্ষণ বায়ুতে লীনাবস্থায় থাকে ততক্ষণ বাষ্পের নিজগুণ বিকাশ করিতে পারে না এবং বাষ্প বায়ুতে লীনাবস্থায় আছে বলিয়া, বায়ুর স্বকীয় ভাবেরও পরিবর্ত্তন হয় না। কালক্রমে বাস্প জল রূপে পরিণত হইলেও বায়ু পূর্ব্ববৎ একই ভাবাপন্ন থাকে। পরমাত্ম চৈতন্যে তদ্রূপ সত্ত্ব, রজ, তমগুণ লীন আছে বলিয়া তাহার (পরমাত্ম চৈতন্যের) নির্ব্বিকারত্বের ব্যাঘাৎ হয় না। গুণ আত্মপ্রকাশ করিলেই যে পদার্থের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করে তাহা সগুণ পদার্থ হয়। সগুণ পদার্থের গুণ স্থানান্তর হইতে প্রাপ্ত সুতরাং সগুণ পদার্থ সৎ পদার্থ নহে। অর্থাৎ সৃষ্ট পদার্থ ও ধ্বংশশীল। আকাশ সগুণ, কেননা তাহাতে শব্দ গুণ পরিলক্ষিত হয়। অতএব আকাশ গুণযুক্ত সৃষ্ট পদার্থ। আকাশে শব্দগুণ না থাকিলে কোনও পদার্থ হইতে শব্দের স্ফূরণ হইত না। সুতরাং পরমাত্ম চৈতন্যের ন্যায় আকাশ সর্ব্বব্যাপী হইলেও আকাশ গুণযুক্ত বলিয়া পরমাত্ম চৈতন্য নহে। পরমাত্ম চৈতন্য নির্গুণ নির্ব্বিশেষ আকাশ সগুণ সবিশেষ। অতএব মৃত্তিকার কারণ

জল; জলের কারণ তেজ; তেজের কারণ বায়ু; বায়ুর কারণ আকাশ এবং আকাশ ও গুণান্বিত হওয়ায় সৃষ্ট পদার্থ প্রতিপন্ন হইল। এই আকাশ যে অতি সূক্ষ্মতম কারণ হইতে উদ্ভব হইয়াছে তাহাই পরমাত্ম চৈতন্য। পরমাত্ম চৈতন্য অনাদি, অনন্ত, নিগুর্ণ ও নির্ব্বিশেষ বিধায় কোনও সংজ্ঞাধীন হইতে পারে না; সুতরাং ভাষা দ্বারা এই মহান্ তত্ত্ব প্রকাশ করা যায় না। এই বস্তু মাত্র উপলভ্য বিষয়: সুধু বোধসৌকর্য্যার্থে ভগবান, ঈশ্বর, মহেশ্বর প্রভৃতি নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গুণকার্য্য বিশ্লেষণ দ্বারাও যে পঞ্চ মহাভূতের স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্ত্বা নাই অর্থাৎ সৃষ্ট পদার্থ তাহা পঞ্চদশীকার শ্রীমদ্ ভারতী তীর্থ বিদ্যারণ্য মুনি তাঁহার গ্রন্থে অতি সরলভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন। যথা:—

প্রতিধ্বনির্ব্বিয়ৎশব্দো বায়ৌ বীসীতি শব্দনম।
অনুষ্ণাশীত সংস্পর্শো বহ্নৌ ভুগুভুগু ধ্বনিঃ।
উষ্ণস্পর্শঃ প্রভারূপং জলে চুলু চুলু ধ্বনিঃ।
শীত স্পর্শঃ শুক্লরূপং রসো মাধুর্য্যমীরিতম্।
ভূমৌ কড়কড়া শব্দঃ কাঠিন্যং স্পর্শইষ্যতে।
নীলাদিকং চিত্ররূপং মধুরাম্লাদিকো রসঃ।
সুরভীতর গন্ধৌ দ্বৌ গুণাঃ সম্যগ্ বিবেচিতাঃ॥

পঞ্চদশী ২ পরিচ্ছেদ ৩ শ্লোক।

আকাশের কেবল শব্দ মাত্র গুণ অর্থাৎ প্রতিধ্বনি।

বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ উভয় গুণ অর্থাৎ বায়ু সঞ্চালনে বীসি বীসি শব্দ এবং অনুষ্ণ ও অশীতল স্পর্শ অনুভব হয়। অগ্নিতে শব্দ স্পর্শ ও রূপ এই তিনগুণ অর্থাৎ ভূগু ভূগু শব্দ, উষ্ণ স্পর্শ ও প্রকাশরূপ। জলে শব্দ. স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারি গুণ, অর্থাৎ চুলু চুলু শব্দ, শীতল স্পর্শ, শুক্ল রূপ ও মাধুর্য্য রস। মৃত্তিকায় শব্দ, স্পর্শ, বিচিত্র রূপ, মধুরাদি রস ও গন্ধ ; এই প্রকার গুণ দ্বারা পঞ্চ মহাভূতের প্রভেদ বিবেচনা করা যায়। *

উল্লিখিত বচনে আমরা এই পাইলাম যে, আকাশের মাত্র এক গুণ, প্রতিধ্বনি বা শব্দগুণ। তৎপর আকাশে বায়ু সংযুক্ত হওয়ায় বায়ুর নিজ গুণ স্পর্শ ও আকাশের শব্দ গুণ প্রাপ্ত হইয়া বায়ু স্পর্শ ও শব্দ এই দুই গুণে গুণান্বিত হইল। তৎপর বায়ুতে তেজ সংযুক্ত হইল, তাহাতে তেজের নিজ গুণ প্রকাশ (রূপ), এবং বায়ু হইতে প্রাপ্ত দুই গুণ শব্দ ও

* উল্লিখিত বচনে পঞ্চভূতের প্রত্যেকেরই এক একটী স্বতন্ত্র গুণ রহিয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে ; তদ্ভিন্ন আকাশের গুণ বায়ুতে, বায়ুর গুণ তেজে, তেজের গুণ অপে, অপের গুণ ক্ষিতিতে পর্য্যাপ্ত হওয়ায় গুণ বৃদ্ধি বিবেচনায় ক্রম বিকাশ সমর্থন করিতেছে। পঞ্চভূতের স্বতন্ত্র গুণগুলি যে কারণ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে পঞ্চতন্মাত্র কহে। যথা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ তন্মাত্র। এই পঞ্চতন্মাত্রগুলি যে কারণ হইতে উদ্ভব হইয়াছে, তাহাকে অহঙ্কার তত্ত্ব এবং অহঙ্কার তত্ত্ব যে কারণ হইতে উদ্ভব হইয়াছে, তাহাকে মহতত্ত্ব বলে। মহতত্ত্ব ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সাম্যাবস্থার প্রথম বিচ্যুতি। এই তত্ত্ব, তত্ত্ব-

স্পর্শ এই তিন গুণে গুণযুক্ত হইল। এইরূপ ক্রমে তেজে অপ এবং অপে ক্ষিতি সংযোগ হওয়ায় ক্রম বিকাশে জল চারি গুণে (শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস) এবং মৃত্তিকা পাচ গুণে (শব্দ স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) গুণান্বিত হইল। যেহেতু আমরা মৃত্তিকার গন্ধগুণ আকাশ, বায়ু, তেজ ও জলে ; জলের রস গুণ আকাশ, বায়ু ও তেজে ; তেজের (রূপ) প্রকাশ গুণ আকাশ ও বায়ুতে এবং বায়ুর স্পর্শ গুণ আকাশে উপলব্ধি করি না তদ্ধেতু ইহাই প্রমাণিত হয় যে, এই ভূত সকল ক্রম বিকাশ পাইয়া পর পর ক্রমে গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। এবং যেহেতু কারণ বস্তুর গুণ কার্য্যে পর্য্যবসিত হয় তদ্ধেতু আকাশ রূপ কারণের গুণ বায়ুতে, বায়ুরূপ কারণের গুণ তেজে ;

জ্ঞানিগণ ভিন্ন অন্যের অনুভব করা সম্ভবপর নহে। আমরা মানব দেহকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া থাকি। দেহ তত্ত্ব পর্য্যালোচনায় এই ভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। সুষুপ্তি অবস্থাকে প্রকৃতির সাম্যাবস্থা বা পরব্রহ্ম ভাব বলা যাইতে পারে। সুষুপ্তি হইতে জাগ্রত হইবা মাত্র এক অনির্ব্বচনীয় সাম্যভাব পরিলক্ষিত হয় এবং পর মুহূর্ত্তেই অহং ভাব জন্মে। এই জাগ্রত অনির্ব্বচনীয় ভাবকে মহত্তত্ত্ব এবং পর মুহূর্ত্তের অহং ভাবকে অহঙ্কার তত্ত্ব বলা যাইতে পারে। অহং ভাব হইতে ইন্দ্রিয়াদির জ্ঞান জাগ্রত হয় ; এই অবস্থা পঞ্চতন্মাত্র স্থানীয়। ইন্দ্রিয় জ্ঞান হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় দ্বারের স্ফুরণ হইয়া থাকে। তৎপর ইহাদের বৈষয়িক স্থূল ক্রিয়া অর্থাৎ পঞ্চভৌতিক ক্রিয়ার বিকাশ পায়। সৃষ্টিতত্ত্বের প্রথম স্তরও এইরূপ।

তেজরূপ কারণের গুণ জলে ; জলরূপ কারণের গুণ মৃত্তিকায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। ক্রমবিকাশে গুণ সকল ক্রমে বৃদ্ধি না পাইলে সকল ভূতেই সমস্ত গুণ পরিলক্ষিত হইত। অতএব আকাশ হইতে বায়ু ; বায়ু হইতে তেজ ; তেজ হইতে জল ; জল হইতে মৃত্তিকার উৎপত্তি বা ক্রমবিকাশ প্রমাণিত হইল।

ক্রম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গুণ বৃদ্ধি বিবেচনায় আমরা যে একটী নিগুঢ় তত্ত্বের সন্ধান পাইতেছি, সেই তত্ত্ব সকল তত্ত্বের সার। যে তত্ত্ব বিহনে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় সমস্ত অসার হইয়া পরে ও যে তত্ত্ব বিদ্যমান আছে বলিয়া অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত তেজ, অনন্ত শক্তি আদি সমন্বিত পরিদৃশ্যমান বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষ করিতেছি, সেই মহাতত্ত্ব পরমাত্ম চৈতন্য এ স্থলে নিহিত রহিয়াছে। প্রকৃতির রজঃ গুণোদ্ভূত এই পঞ্চভূতেই আমরা একটী নিত্য চৈতন্যের ভাব জাগ্রত রহিয়াছে বলিয়া জানিতে পারি। চৈতন্য ভাব না থাকিলে ভূত পঞ্চকের ক্রম বিকাশ ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে গুণ বৃদ্ধি হইত না ; অচেতনবৎ একটী পদার্থ অন্যটীর সঙ্গে মিলিত হইবার কোনও কারণ নাই। এবং যে চৈতন্যভাব নিত্য জাগ্রত থাকায় এই গুণান্বিত ভূত সকল ক্রম বিকাশ পাইয়া পরিদৃশ্যমান বিচিত্র জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছে তাহাই পরমাত্ম চৈতন্য জানিও।

পরমাত্ম চৈতন্যে যখন স্পন্দনানুভূতি হয়, তখন সমস্ত

লয় প্রাপ্ত গুণ সৃষ্টির সূচনা করে। পরমাত্ম চৈতন্য বা পরব্রহ্মের এই অবস্থাকে কারণ ব্রহ্ম, বা সদ্‌ব্রহ্ম বা প্রকৃতি বলা যায়। এই অবস্থা ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, মাত্র উপলভ্য বিষয়। এজন্য প্রকৃতি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় নহে। আমরা যে দৃশ্য জগৎকে প্রকৃতি বলিয়া মনে করিয়া থাকি তাহা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির স্থূল পরিণাম। পরব্রহ্মে ঐ স্পন্দনানুভূতিকে ইচ্ছাশক্তিও বলা যায়। এই স্পন্দন বা ইচ্ছা শক্তির সূচনা হইলেই ব্রহ্মে লীন গুণত্রয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। কার্য্যারম্ভ হইলেই গুণত্রয়ের পরিমানানুসারে ও তুমুল আন্দোলনে সূক্ষ্ম তরল আকাশ হইতে ক্রমে স্থূল ভূত দেখা দেয় এবং সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, গ্রহ নক্ষত্রাদির সৃষ্টি করে। তৎপর পৃথিবীপৃষ্ঠের ন্যায় অপর গ্রহাদিতেও নানাপ্রকার বিচিত্র জীব জন্তুর বিকাশ হইয়া থাকে। ইহাই সৃষ্টি বৈচিত্রের কারণ।

এ পর্য্যন্ত আমরা পরমাত্ম চৈতন্যের আশ্রয়ে আকাশ, বায়ু, তেজ, অপ ও ক্ষিতির ক্রম বিকাশ তত্ত্ব আলোচনা করিলাম। ক্ষিতি সৃষ্টির পর মনুষ্য পর্য্যন্ত ক্রম সৃষ্টি বিকাশ সম্বন্ধে Mr. Darwin এর প্রবন্ধ অনেকেই অবগত আছেন। Mr. Darwin অধিক দিনের লোক নহেন, তিনি সৃষ্টি সম্বন্ধে যে গবেষণা করিয়াছেন তাহা প্রশংসার্হ ; কিন্তু তাহার মত এ ভারতে নূতন নহে। তাঁহার মত প্রকাশের বহু বহু শতাব্দি পূর্ব্বে ভারতের আর্য্য ঋষিগণ এই ধ্বনি করিয়া

গিয়াছেন। বৃহৎ বিষ্ণু পুরাণে আমরা জীব জগতের ক্রম বিকাশ দেখিতে পাই যথা :—

জলজা নব লক্ষাণি স্থাবরা লক্ষ বিংশতিঃ।
কৃময়ো রুদ্রসঙ্খ্যাকঃ পক্ষিণাং দশ লক্ষকম্ ॥
ত্রিংশ ল্লক্ষাণি পশবশ্চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ।
সর্ব্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিং
ততোঽভ্যগাৎ ॥

অপিচ—

স্থাবরাস্ত্রিংশ ল্লক্ষশ্চ জলজো নব লক্ষকঃ।
কৃমিজা দশলক্ষশ্চ রুদ্রলক্ষশ্চ পক্ষিণঃ ॥
পশবো বিংশ লক্ষশ্চ চতুর্লক্ষশ্চ মানবাঃ।
এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে ॥
ইতি কর্ম্ম বিপাকঃ।

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকের শেষ ছত্রে সর্ব্বযোনি পরিত্যাগ করতঃ ব্রহ্মযোনি প্রাপ্ত হয় এবং কর্ম্মবিপাকের উদ্ধৃত শ্লোকের চতুর্থ চরণে এই সকল যোনি ভ্রমণ করতঃ দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয় বলিয়া উপদেশ রহিয়াছে। গরুড় পুরাণে ঐ ক্রম বিকাশের আভাষ পাই। যথা :—

চতুরশীতি লক্ষাণি চতুর্ভেদাশ্চ জন্তবঃ।
অণ্ডজাঃ স্বেদজাশ্চৈব উদ্ভিজ্জাশ্চ জরায়ুজাঃ ॥
একবিংশতি লক্ষাণি অণ্ডজাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
স্বেদজাশ্চ তথৈবোক্তা উদ্ভির্জ্জাস্তৎ প্রমাণতঃ ॥
জরায়ুজাশ্চ তাবন্তো মনুষ্যাদ্যাশ্চ জন্তবঃ।
সর্ব্বেষামেব জন্তুনাং মানুষত্বং সুদুর্লভম্ ॥

ইহাতেও দেখা যায় জীব চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ ও জরায়ুজ। এবং সর্ব্বশ্রেণীর জীব মধ্যে মনুষ্য জন্ম সুদুর্লভ। "সর্ব্বেষামেব" ও "সুদুর্লভ" শব্দ দ্বারা পুরাণকার ক্রম বিকাশের ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে মনুষ্য জন্ম ক্রম বিকাশে প্রাপ্ত এবং ইহাই স্থূল সৃষ্টিতে দুর্ল্লভ জন্ম। শ্রেণীগত যোনি গণনায় পুরাণকারগণের সাধারণ মতদ্বৈধতা থাকিলেও ৮৪ লক্ষ যোনি এবং সৃষ্টির ক্রম বিকাশ সম্বন্ধে একমত।

আমাদের দেশে যে দেহতত্ত্বের গান প্রচলিত আছে, তাহাতেও আমরা জানিয়াছি, চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া মানবদেহ পাওয়া গিয়াছে। আমরা উল্লিখিত শ্লোকেও স্থাবর সৃষ্টি হইতে ব্রাহ্মণ সৃষ্টি পর্য্যন্ত চৌরাশী লক্ষ যোনির পরিচয় পাই। এই চৌরাশী লক্ষ যোনির ইতিবৃত্ত দেওয়া সাধ্যাতীত। পাঠক ইচ্ছা করিলে পুরাণ সঙ্গে Mr Darwin এর সৃষ্টিতত্ত্ব মিল করিয়া দেখিতে পারেন। মনুষ্য দেহে যে সকল ইন্দ্রিয় দেখিতে পাই তত্তুলনায় অন্যান্য জীবে ইন্দ্রিয়াদির তেমন উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু পশু জগতের ইন্দ্রিয়াদি পর্য্যালোচনা করিলে ক্রম বিকাশই সমর্থিত হয়। আমরা এক্ষণ দেহেন্দ্রিয়াদি সহ মানব-সৃষ্টি বিষয়ে আলোচনা করিব।

মানবদেহে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, হস্ত, পদ, বাক্, পায়ূ ও উপস্থ দেখিতে পাই। সাধারণ ভাবে এগুলিকে

ইন্দ্রিয় বলে, বাস্তবিক এ গুলি ইন্দ্রিয় নহে, ইন্দ্রিয় দ্বার। যে শক্তি থাকায় ঐ সকল দ্বার কর্ম্মপরবশ হইতেছে ঐ শক্তিকে ইন্দ্রিয় বলে। এই সকল ইন্দ্রিয় মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই প'চটি দ্বার দ্বারা আমরা দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শানুভব করিয়া থাকি। এই সকল ইন্দ্রিয় দ্বার বহির্বিষয়ের জ্ঞান জন্মাইয়া দেয় এজন্য ইহাদিগকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে। হস্ত, পদ, বাক, পায়ু ও উপস্থ ইন্দ্রিয় দ্বার দ্বারা আমরা যথাক্রমে গ্রহণ, গমন, কথন, ত্যাগ ও আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি। এই সকল ইন্দ্রিয় দ্বার কর্ম্ম সাধক সুতরাং এই সকল কর্ম্মদ্বার—অভিমানী শক্তিকে কর্ম্মেন্দ্রিয় অর্থাৎ হস্তেন্দ্রিয়, পদেন্দ্রিয়, বাগেন্দ্রিয়, গুহ্যেন্দ্রিয় ও উপস্থ ইন্দ্রিয় বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। এই উভয় বিধ ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণ দ্বারা চালিত হইলে স্বীয় স্বীয় কার্য্যপরবশ হইতে পারে। অন্তঃকরণ দ্বারা চালিত না হইলে তৎনিহিত শক্তি কার্য্যক্ষম হইতে পারে না ; অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির শক্তি থাকা স্বত্বেও তাহারা অন্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। অন্তঃকরণ দ্বারা উভয়বিধ ইন্দ্রিয় চালিত হয় বলিয়া অন্তঃকরণকে উভরিন্দ্রিয় বলে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও বলেন যে, যেস্থানে কোন কিছুই নাই তথায় বিনা কারণে কিছুই উৎপত্তি হইতে পারে না (out of nothing, nothing is grown.)। ইহা অতি সত্য কথা। আর্য্য ঋষিগণ এই বিষয় বিশেষরূপে

অবগত ছিলেন বলিয়াই তাঁহারা স্থূল সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম পরমাত্ম ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রতি পদার্থের বীজ অনুসন্ধান করিতে করিতে সর্ব্বমূল ব্রহ্মবীজে উপনীত হইয়াছিলেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ স্থূল ভূতের উপাসক; তাহাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্রহ্মতত্ত্বে যাইবার আশা করা যায় না। যাহা হউক আমরা যে সকল স্থূল ইন্দ্রিয় দেখিতে পাই, সেই সকল উৎপত্তি হইবার অবশ্যই কোন কারণ বা বীজ রহিয়াছে। বিনা কারণে বা বীজে কোন কার্য্যের উদ্ভব হইতে পারে না। আমরা ইহাও জানিয়াছি যে, কার্য্যে যে যে গুণ প্রকাশ পায় তাহা তৎকারণে না থাকিলে প্রকাশ পাইতে পারে না। অনুসন্ধান করিতে গেলেই কার্য্যে কি গুণ আছে তাহা দেখা আবশ্যক। কার্য্যে যে গুণ দেখিতে পাই তাহা তাহার কারণ হইতেই প্রাপ্ত: এজন্য আমরা কারণটী সহজে বাহির করিয়া লইতে পারি। এক্ষণে আমরা অব্যক্ত ইন্দ্রিয়াদির কারণ বা বীজ অনুসন্ধান করিব।

আমরা জানিয়াছি পরমাত্ম চৈতন্য পরব্রহ্ম হইতেই এই স্থূল বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রহ্ম কারণ না থাকিলে এই বিশ্ব সৃষ্টির হেতু ছিল না। এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইব যে তদ্রূপ সূক্ষ্ম কারণ না থাকিলে চক্ষু কর্ণাদিও স্থূলরূপে প্রকাশ পাইতে পারিত না; অর্থাৎ স্থূল চক্ষু কর্ণাদি ও সূক্ষ্ম কারণ সঞ্জাত। দর্শনেন্দ্রিয় পর্য্যালোচনায় আমরা জানিতে

পাই, দর্শনেন্দ্রিয় বাহিরের বস্তুকে দেখাইয়া দেয় অর্থাৎ প্রকাশিত করে। চক্ষে প্রকাশক ভাবাপন্ন কোন পদার্থ না থাকিলে তদ্দ্বারা দর্শন করা যাইতে পারিত না। যেহেতু কারণের গুণ কার্য্যে প্রকাশ পায় তদ্ধেতু তেজরূপ কারণের গুণ তৎকার্য্য চক্ষুতে প্রকাশ পাইয়াছে, অর্থাৎ চক্ষু তেজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; সুতরাং চক্ষু তেজের স্থূল পরিণাম। শ্রবণেন্দ্রিয় পর্য্যালোচনায় জানিতে পারি, ইহা দ্বারা মানব বাহিরের শব্দ গ্রহণ করে। শব্দ আকাশের গুণ ; অতএব শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশ সঞ্জাত। ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা গন্ধ অনুভব করি, ক্ষিতি গন্ধগুণ যুক্ত, অতএব ঘ্রাণেন্দ্রিয় ক্ষিতি হইতে উৎপন্ন। রসনেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা বস্তুর রস আস্বাদন করি। অপ (জল) রসগুণ যুক্ত অতএব রসনেন্দ্রিয় অপ হইতে উৎপন্ন। তদ্রূপ বায়ুর স্পর্শগুণ থাকায় স্পর্শেন্দ্রিয় বায়ু সঞ্জাত। পুনঃ কর্ম্মেন্দ্রিয় হস্ত দ্বারা আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি। বায়ুর অপর গুণ গ্রহণ। হাত ইচ্ছামত গ্রহণ করিতে পারে অতএব হস্ত বায়ুর স্থূল কার্য্য। পদ দ্বারা আমরা গমনাগমন করিতে পারি। পদে শক্তি না থাকিলে চলাফেরা এমন কি আমরা দাড়াইয়াও থাকিতে পারি না অতএব শক্তি অর্থাৎ তেজই পদ ইন্দ্রিয়ের কারণ। বাগিন্দ্রিয় দ্বারা আমরা শব্দ উচ্চারণ করি। আকাশ শব্দ গুণযুক্ত ; অতএব আকাশই বাগিন্দ্রিয়ের কারণ। পায়ু ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা মল ত্যাগ করিয়া পাকস্থলী পরিষ্কার করিয়া

থাকি। জল ধৌত করিয়া পরিষ্কার করা গুণযুক্ত। অতএব অপ পায়ু-ইন্দ্রিয়ের কারণ। উপস্থ ইন্দ্রিয় বীর্য্যধারক। ক্ষিতি বীর্য্যগুণ যুক্ত; অতএব ক্ষিতি উপস্থের কারণ। সুতরাং পঞ্চ মহাভূতের বিভিন্ন গুণ হইতে উভয়বিধ জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। সত্ত্বগুণের ক্রিয়া, বিচার, সুখানুভূতি ইত্যাদি রজঃগুণের ক্রিয়া কর্ম্ম প্রবৃত্তি, সাহস ইত্যাদি অতএব পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চভূতের সত্ত্বগুণ হইতে এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চভূতের রজঃগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সত্ত্বগুণ সমষ্টি হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হইয়াছে। অন্তঃকরণ অবস্থা ভেদে দুই প্রকার বুদ্ধি ও মন। অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মিকা অবস্থাকে বুদ্ধি এবং সংশয়াত্মিকা অবস্থাকে মন বলে সুতরাং মন কাম ক্রোধাদি নীচ প্রবৃত্তির জনক। পুনঃ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চকের রজগুণ সমষ্টি হইতে প্রাণের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাণ অবস্থা ভেদে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যাণ (পাঁচ প্রকার) বলিয়া কথিত হয়। নাসাস্থ বায়ু প্রাণ, গুহ্যস্থ বায়ু অপান, হৃদয়স্থ বায়ু সমান, কণ্ঠস্থ বায়ু উদান, এবং সর্ব্ব শরীরস্থ বায়ু ব্যাণ বলিয়া পরিচিত। অতএব সমস্ত স্থূল জগৎ এবং সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদি মন প্রাণ পঞ্চ মহাভূত সঞ্জাত সিদ্ধ হইল।

উল্লিখিত পঞ্চভূতের তুমুল আন্দোলনে ও গুণত্রয়ের ন্যূনাধিক পরিমাণে বিশ্বে নানাগুণ যুক্ত নানাবিধ আকৃতি প্রকৃতির পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে। ইহাই আর্য্য ঋষিগণের

সিদ্ধান্ত। আর্য্য ঋষিগণ এই পঞ্চভূতের ন্যূনাধিক মিলনকে পঞ্চীকরণ নাম দিয়া এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন যথা ঃ—

দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ।
স্বস্বেতর দ্বিতীয়ৈঃ শৈর্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চতে॥

ইতি পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেক ২৭ শ্লোক।

আকাশাদি প্রত্যেক পঞ্চভূতকে প্রথমতঃ দুই দুই অংশে বিভাগ করিয়া পশ্চাৎ সেই দুই দুই অংশের এক এক অংশকে চারি চারি খণ্ড করিয়া স্বীয় স্বীয় অর্দ্ধ অংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য চারি ভূতের প্রথমোক্ত অর্দ্ধ অর্দ্ধ অংশে সেই চারি অংশের এক এক অংশ যোগ করিলে সকল ভূত প্রত্যেকেই পঞ্চ পঞ্চ হইল। যথাঃ—পঞ্চীকরণ চিত্র।

	আকাশ	বায়ু	তেজ	অপ	ক্ষিতি
আকাশ	॥০	৵০	৵০	৵০	৵০
বায়ু	৵০	॥০	৵০	৵০	৵০
তেজ	৵০	৵০	॥০	৵০	৵০
অপ	৵০	৵০	৵০	॥০	৵০
ক্ষিতি	৵০	৵০	৵০	৵০	॥০

ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, যে পদার্থে যে ভূতের অংশ অধিক পরিমাণে পরিবে ঐ পদার্থ তৎগুণ সম্পন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। অর্থাৎ যে পদার্থে আকাশের ভাগ অধিক তাহাতে আকাশে যে যে গুণ আছে ঐ ঐ গুণ ক্রিয়া অধিক মাত্রায় প্রকাশ পাইবে। এই রূপ অন্যান্য ভূত

সম্বন্ধেও ধরিতে হইবে। উপরে যে হিসাব দেওয়া গেল সুধু সেই নিয়মানুযায়ীই পদার্থ সৃষ্টি হইবে তাহা নহে, মাত্র বুঝিবার সুবিধার জন্য ইহা দেখান হইল। প্রকৃত পক্ষে পঞ্চভূত ও ত্রিগুণের অনন্তরূপ পরিমাণ বৈষম্যে এই অনন্ত সৃষ্টি দেখা দিয়াছে। এই সৃষ্টি ক্রমানুসারে চতুর্দ্দশ ভূবন ও জগতে নানা প্রকার জীবের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে। একই পরমাত্ম চৈতন্য হইতেই যে এই অনন্ত বৈচিত্রময় জগতের উদ্ভব হইয়াছে তদ্বিষয়ে গীতা সংক্ষেপে নানা স্থলে ধ্বনি করিয়াছেন। যথা :—

অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।

৭ অঃ ৬ শ্লোক।

আমি সর্ব্ব জগতের সৃষ্টি ও সংহার কারণ।

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।

৭ অঃ ১০ শ্লোক।

হে পার্থ! আমাকে সকল ভূতের বীজ বলিয়া জানিও।

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা।

৯ অঃ ৪ শ্লোক।

আমা কর্ত্তৃক অব্যক্ত মূর্ত্তিতে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।

গী ১০।৮ শ্লোক।

আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তি হেতু এবং আমা হইতেই সমস্ত প্রবর্ত্তিত হয়।

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥
১০ অঃ ৩৯ শ্লোক।

হে অর্জ্জুন! যাহা সর্ব্বভূতের বীজ তাহা আমি। আমা ব্যতীত এই চরাচরে আর কিছুই নাই। *

সংশয় অপনোদনঃ-এক্ষণে দেখিতেছি আমরা ক্ষীণ ধারণাবশে যে বিশ্ব জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়াদি অভাবে কিছুই করিতে সক্ষম নহে বলিয়া বলিয়াছি, পরমাত্ম চৈতন্যের অভি-ব্যক্তিরূপ সেই বিশ্বই সকল ইন্দ্রিয়ের সকল জ্ঞান বিজ্ঞানের আধার। বিশ্বে যেমন ইন্দ্রিয়াদি জ্ঞান বিজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আমরা দৃষ্টতঃ প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, তেমন পরমাত্ম চৈতন্য ও ইন্দ্রিয়াদি জ্ঞান বিজ্ঞান সহ সমস্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে বলিয়া আমরা বাহ্য দৃষ্টিতে তাহা অনুভব করিতে পারিতেছি না। যখন আমরা ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া অন্তর্ম্মুখী করিতে শিখিব, তখন দেখিব একই পরমাত্ম চৈতন্যে সমস্ত অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। এক "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ই সত্য বা সৎ বস্তু।

* পাঠক! বিষয় বিস্তৃতি ভয়ে অতি সংক্ষেপে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করা গেল। ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদারত্ন M. A. প্রণীত 'উপনিষদের উপদেশ" শীর্ষক গ্রন্থে সৃষ্টিতত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা সহজে আয়ত্ত্ব করিতে পারিবেন।

যেহেতু নিরাকার অব্যক্ত পরমাত্মচৈতন্য পরব্রহ্ম হইতে আকাশাবধি ক্ষিতি পর্য্যন্ত আলোচনায় ক্রমেই তরল হইতে কঠিন পদার্থে উপনীত এবং গুণক্রিয়ার ক্রম প্রসারতা অনুমিত হয় এবং যেহেতু উদ্ভিদ জলচর পশু পক্ষী মানব যে কোনও বিভাগ পরীক্ষায় আকৃতি প্রকৃতির ক্রমোন্নতি পরিলক্ষিত হয়, এমন কি পশু হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত যে সকল জন্তু রহিয়াছে তন্মধ্যে কোন কোন পশুতে মনুষ্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, বুদ্ধিবৃত্তি আদির সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়, তাহাতে ঋষি বাক্যের সত্যতাই প্রমানিত করে। এই পৃথিবী কতকগুলি বিস্তৃত ভূমি খণ্ডের সমষ্টি মাত্র। প্রত্যেক ভূখণ্ড অগাধ সমুদ্র জল রাশি দ্বারা বিচ্ছিন্ন। এক ভূমি খণ্ডে যে উদ্ভিদ, জলচর, স্থলচরাদি জীব দেখিতে পাই সূর্য্য কেন্দ্র হইতে সম সূত্রের অন্য ভূখণ্ডেও ঠিক তদ্রূপ জীব জন্তুর সদ্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল জীব জন্তু সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া এক ভূখণ্ড হইতে অন্য ভূখণ্ডে গিয়াছে বা প্রেরিত হইয়াছে এরূপ কষ্ট কল্পনা অসঙ্গত? সুতরাং বিভিন্ন ভূখণ্ডে বিভিন্ন ভাবের ক্রমোন্নতির মধ্য দিয়া জগৎ বর্ত্তমানাবস্থায় পরিণত হইয়াছে, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ যে কোন স্থানেই আদি সৃষ্টি হইয়া থাকুক, সেই স্থলেই আকাশাদি পঞ্চভূতের ক্রম বিকাশ না পাইলে এই বিচিত্র সৃষ্টি হইবার অন্য কোনও সুযুক্তি পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং উল্লিখিত পুরাণকার মুনি গণের উপদিষ্ট ক্রমাভিব্যক্তি প্রসঙ্গ আমরা মান্য করিতে বাধ্য।

ক্রমাভিব্যক্তিতে সৃষ্টি ক্রিয়া মানব পর্য্যন্ত পর্য্যবসিত হইয়াছে, মানব হইতেও উন্নত ও অবনত স্তরের সৃষ্টি হয় নাই একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। কারণ, আর্য্য ঋষিগণ প্রেতাত্মা সম্বন্ধে আমাদিগকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা এক্ষণে পাশ্চাত্য জগতের প্রধান গবেষণার বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছে। পাশ্চাত্য জগতের বর্ত্তমান পণ্ডিত মণ্ডলী সুধু প্রেতাত্মা স্বীকার করেন এমত নহে, তাঁহারা প্রেতাত্মার সাহায্যে বহু লুক্কায়িত বিষয় উদ্ধার করিয়াছেন ও করিতেছেন স্থানে স্থানে প্রেতাত্মার চেহারা (ফটো) লইতেছেন। যেহেতু দেহান্তরিত আত্মা বা প্রেতাত্মা এবং প্রেত জগৎ আমরা স্বীকার করি, তদ্ধেতু আর্য্য ঋষিগণের উপদিষ্ট দেবতা ও দেব লোকাদি আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। আমাদের অজ্ঞানাচ্ছন্ন সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র বুদ্ধি তথায় পৌছিতে পারে না এজন্য আমরা নিরুদ্বেগে ঐ সকল জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করি। যতদিন না আমরা গুণত্রয়ের কার্য্য তৎসহ একই সূত্রে গাঁথা বুঝিতে পারিব, যতদিন না আমরা তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিব, যতদিন না আমরা জগৎময় পরমাত্ম চৈতন্য উপলব্ধি করিতে শিখিব ততদিন আমাদের সর্ব্বপ্রকার অভাব অভিযোগ রূপ নরক যন্ত্রনা ভোগ করিতেই হইবে। এক্ষণে আমরা অব্যক্ত পরমাত্ম চৈতন্যের অবস্থাদি যাহাতে কতক পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে তদনুসন্ধানের চেষ্টা পাইব।

পরমাত্মা চৈতন্য প্রতিষ্ঠা :—পরমাত্ম চৈতন্য জড় জগৎ হইতে পৃথক এই জ্ঞান দৃঢ় করণার্থ জগতের যে কোনও পদার্থ আলোচনায় দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক পদার্থ কতগুলি কারণ পদার্থের সমষ্টি মাত্র। ঐ সকল কারণ পদার্থের কোনটীতেই এমত ভাব পরিলক্ষিত হয় না যে ঐ সকল কারণ পদার্থ তাহাদিগ হইতে অতিরিক্ত আকৃতি প্রকৃতির কোন পদার্থ সৃষ্টি করে ; যেহেতু কারণ পদার্থে ঐ রূপ কোন ভাব নাই অথচ ঐ সকল কারণ পদার্থে অন্য আকৃতি প্রকৃতির পদার্থ সৃষ্টি হইতেছে। তদ্দারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, যে সকল কারণ পদার্থ দ্বারা জিনিষটী প্রস্তুত হইল ঐ সকল কারণ পদার্থের অতিরিক্ত কোন শক্তি বলেই নূতন জিনিষটী সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা জানিয়াছি আকাশে বায়ুর অপ্রতিহত গতিতেই তেজ উৎপত্তির কারণ, কিন্তু আকাশ অথবা বায়ুতে এমন কোন শক্তি পরিলক্ষিত হয় না যাহাতে তেজ উৎপত্তি হইতে পারে। যে শক্তি পেছনে আছে বলিয়া এই দুই পদার্থের সংযোগে তেজের উৎপত্তি হয় তাহাই পরমাত্ম চৈতন্য বা পরব্রহ্ম জানিও।

আমরা নিজের বেলায় সকলেই "আমিত্ব" বোধ করিয়া থাকি ইহা চির বিদিত। এই আমি কি পদার্থ তাহার ভাব উপলব্ধি করিতে পারিলেও আমরা পরমাত্ম চৈতন্যের স্বরূপ বুঝিতে পারি। আমাদের হাত, পা, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি পৃথক পৃথক রূপে আমি শব্দ বাচ্য নহে। এমন কি হস্ত পদাদি

সম্বলিত সমস্ত শরীরটীও আমি নহে। কারণ যাহাকে আমরা মৃত্যু বলি সেই অবস্থায় আমাদের হস্ত পদাদি সম্বলিত সমস্ত দেহে আমিত্ব বোধ থাকে না। যে পদার্থ শরীর আশ্রয় করিয়া থাকায় আমিত্ব বোধ জন্মে তাহাই আমি বা জীব বা জীবত্মা জানিও।

জীবিতাবস্থায় কোনও আঘাৎ প্রাপ্ত অথবা অপর কর্ত্তৃক প্রহৃত হইলে শরীরে যে যাতনা অনুভব হয় তাহাকে সাধারণত আমাদের শরীর কষ্ট পায় বলিয়া মনে করি কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এইরূপ কষ্ট শরীরের নহে তাহা আত্মার বা জীবের ; যেহেতু কেহ অপরকে কোনও প্রশংসা বা নিন্দা করিলে তিনি যে সুখ বা কষ্টানুভব করেন তাহা তাহার শারীরিক অবস্থা জনিত নহে, শরীরাভ্যন্তরে যে চৈতন্য পদার্থ থাকায় ঐরূপ সুখ বা দুঃখের অনুভূতি জন্মে সেই চৈতন্য পদার্থই জীব বা জীবাত্মা বলিয়া জানিও।

আমাদের শরীরাভ্যন্তরে যে চৈতন্য থাকায় আমরা কার্য্য পরবশ হইয়া আছি ঐ চৈতন্যের কোনও বিশিষ্ট নাম নাই। আমরা মাত্র সাংসারিক কার্য্যাদি চালাইবার সুবিধা জন্য চৈতন্যাশ্রিত প্রতিদেহকে রাম, শ্যাম, ইত্যাদি নামাঙ্কিত করিয়া থাকি। আমাদের বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন নামানুযায়ী বোধ নাই। বিভিন্ন দেহী সকলেই "আমিত্ব" বোধ করিয়া থাকি ; এই "আমি" খুজিয়া দেখিলে আমাদের দেহাভ্যন্তরস্থ

মাত্র চৈতন্যটুকু ভিন্ন আর কিছুই পাই না। এই "আমি" চৈতন্যই জীব বা জীবাত্মা বলিয়া জানিও।

পরমাত্মচৈতন্য:— উল্লিখিত সমস্ত জীবচৈতন্যই "আমি" শব্দে বাচ্য হওয়ায় তাহারা এক জাতীয় অর্থাৎ ব্যষ্টি দেহে অবস্থান করে বলিয়া পৃথক বোধ জন্মায় বস্তুতঃ একই চৈতন্য পদার্থ। এই জীব চৈতন্যই সমষ্টি ভাবে পরমাত্ম চৈতন্য হয়। জীব চৈতন্য ব্যষ্টি দেহাভিমানী হওয়ায় তাহাদের শক্তি ও জ্ঞান অনন্ত না হইয়া সীমাবদ্ধ ভাবে কাজ করে। আমাদের দেহাবস্থিত চৈতন্য সহ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী যে একটী চৈতন্য শক্তির কার্য্য অপ্রতিহত ভাবে প্রতিনিয়ত চলিতেছে বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহাকে পরমাত্ম চৈতন্য বলিয়া জানিও।

প্রাণ, প্রেতাত্মা, জীবাত্মা ও পরমাত্মার পার্থক্য

প্রেতাত্মার গতিবিধি আলোচনা দ্বারাও আমরা জীবাত্মা ও পরমাত্মার পার্থক্য জানিতে পারি। জীবাত্মা দেহান্তরিত হইলে তাহাকে প্রেতাত্মা বলে, অর্থাৎ একই পদার্থ দেহে অবস্থিতি কালে জীবাত্মা এবং দেহান্তরিত হইলে প্রেতাত্মা বলিয়া কথিত হয়। প্রেতাত্মাকে সময় সময় জীব দেহে আবিষ্ট হইতে দেখা যায়। প্রেতাত্মা যখন জীব দেহ অধিকার করে, তখন সেই দেহাভ্যন্তরস্থ জীব প্রকৃতির কার্য্যাদি বন্ধ করিয়া প্রেতাত্মার প্রকৃতি অনুযায়ী কার্য্য করাইয়া থাকে। প্রেতাত্মার আগমনের পূর্ব্বে যে ব্যক্তি

যে প্রকৃতি সম্পন্ন ছিল, সে ব্যক্তি প্রেতাত্মা আশ্রিত হওয়া মাত্র ভিন্ন প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ প্রেতাত্মা দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মা হইতে বিশুদ্ধ প্রকৃতির হইলে ঐ প্রেতাশ্রিত ব্যক্তি সহসা বিশুদ্ধ ভাবাপন্ন এবং প্রেতাত্মা নিকৃষ্ট প্রকৃতির হইলে নিকৃষ্ট ভাবাপন্ন কার্য্যাদি করিয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, প্রেতাত্মা দেহাশ্রিত জীবকে অধিকৃত বা বশীভূত করিয়া নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কার্য্য করিতে থাকে। দেহস্থ ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই প্রেতাত্মার অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য পরবশ হয়। ইহাতে আমরা চারিটী বিষয় পরিজ্ঞাত হই। (১ম) ইন্দ্রিয়ের স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা নাই; অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলি নিজে কার্য্য করিতে অক্ষম, তাহারা পরাধীন। যখন যে জীব দেহরাজ্য অধিকার করিয়া বসে, ইন্দ্রিয়গুলি ঐ জীবের প্রকৃতি অনুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। (২য়) জীব বলিয়া একটী স্বতন্ত্র পদার্থ দেহীরূপে বিরাজ করে, নতুবা প্রেতাত্মা কখনই দেহের প্রকৃতি বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে সক্ষম হইত না, এবং ঐ প্রেতাত্মার বহির্গমনে ঐ দেহ পুনর্ব্বার পূর্ব্ব প্রকৃতি মতে কার্য্যক্ষম হইতে পারিত না। যেহেতু একই দেহের ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা দেহের স্বাভাবিক কার্য্য কলাপ স্থাপিত রাখিয়া অন্য রূপ কার্য্য করিতে দেখা যায় এবং তৎপর প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা প্রেতাত্মার অধিকার বিচ্যুত করিলে ঐ দেহেই পূর্ব্ব জীব প্রকৃতির সমাবেশ হইয়া পূর্ব্ববৎ স্বীয় প্রকৃতি অনুযায়ী কার্য্য করিতে থাকে। (৩য়) প্রাণ জীবাত্মা হইতে

পৃথক পদার্থ। আমরা দেখিতে পাই যে, দেহে জীবাত্মার কার্য্য চলিবার কালে এবং ঐ দেহে প্রেতাত্মার অবস্থান কালে উভয় সময়েই প্রাণ বায়ুর কার্য্য একই রূপ চলিতে থাকে, কোনও রূপ ব্যতিক্রম হয় না। সুতরাং জীবাত্মা ও প্রেতাত্মা উভয়ই প্রাণ বায়ু হইতে ভিন্ন। (৪র্থ) জীবাত্মা প্রেতাত্মা ও প্রাণ, পরমাত্মা হইতে পৃথক। কারণ জীবাত্মা প্রেতাত্মা বা প্রাণ না থাকিলে ব্যক্তিগত অভাব পরিলক্ষিত হইতে পারে, জাগতিক চৈতন্য অভাব হইতে পারে না কিন্তু সর্ব্বমূল পরমাত্মার অভাব হইলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিলোপ সাধন হয় সুতরাং জীবাত্মা, প্রেতাত্মা, প্রাণ ও পরমাত্ম চৈতন্য অবস্থা বিশেষে বিভিন্ন হয়। যে মহাচৈতন্যের উপর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্থায়ীত্ব নির্ভর করিতেছে অর্থাৎ যে অনির্ব্বচনীয় পদার্থ হইতে আকাশাবধি স্থূল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাই পরমাত্ম চৈতন্য জানিও।

আর্য্য ঋষিগণ জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রভেদ ঘটাশ্রিত বায়ু ও মুক্ত বায়ুর দৃষ্টান্ত দ্বারা অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই ঘটাশ্রিত বায়ু ও মুক্ত বায়ু একই পদার্থ কিন্তু মুক্ত বায়ুর অনন্ত বিস্তার বলিয়া তাহার যেরূপ ক্রিয়া শক্তি আছে, স্বল্প পরিমিত ঘটস্থ বায়ুর তদ্রূপ ক্রিয়াশক্তি নাই। এইরূপ পরমাত্ম চৈতন্য ও দেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্য একই পদার্থ হইলেও জীবচৈতন্য যে কাল পর্য্যন্ত স্বল্প পরিমিত দেহাধিকার করিয়া থাকে ততকাল

পর্য্যন্ত তাহার অনন্ত শক্তি ও অনন্ত জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার কোনও কারণ নাই। এজন্য আর্য্যঋষিগণ দেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে জীবাত্মা নামে অভিহিত করিয়া অনন্তমুক্ত পর-মাত্মচৈতন্য হইতে পৃথক করিয়া বুঝাইয়াছেন। যে অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া অবস্থিতি করিতেছে, যাঁহার বাধা বা বিরাম নাই তাঁহাকে পরমাত্মচৈতন্য জানিও।*

আমরা দেখিতে পাই যে জাগ্রতাবস্থায় আমাদের ইন্দ্রিয় সকল কার্য্য-পররশ থাকে। নিদ্রা হইলে তাহাদের কার্য্য থাকে না কিন্তু অন্তঃকরণ জাগ্রত থাকে ; নতুবা আমরা স্বপ্ন দেখিতে পাইতাম না। সুযুপ্তি অবস্থায় অন্তঃকরণের কার্য্যও বন্ধ থাকে নতুবা আমরা ঐ সময়ও স্বপ্ন দেখিতে পাইতাম। স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয় কার্য্য এবং সুষুপ্তি অবস্থায় অন্তঃকরণের

---

* ঘটাবদ্ধ বায়ু পর্য্যালোচনায় আমরা দেখিতে পাই যে যদি ঘটে কোন প্রকার গন্ধ থাকে তবে তৎস্থিত বায়ু ঘট বিনাশের পর মহা বায়ুতে মিলিতে গেলেও ঐ গন্ধের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় না। যত কাল পর্য্যন্ত গন্ধাশ্রিত বায়ু বহু বিস্তৃত হইয়া অনন্ত বায়ু সাগরে মিলিত না হয়, তত সময় পর্য্যন্ত সেই ঘটাশ্রিত বায়ু যেমন ঘটের অভ্যন্তরস্থ গন্ধ বহন করে, দেহাবচ্ছিন্ন জীবাত্মা ও তদ্রূপ দেহেন্দ্রিয়াদির দোষ গুণ লইয়া দেহ পরিত্যাগ করে বলিয়া দেহান্তরিত আত্মাকে পরমাত্মায় লয় হইতে কতক সময় অপেক্ষা করিতে হয় কারণ যে পর্য্যন্ত জীবাত্মা কর্ম্ম দ্বারা আসক্তিরূপ গন্ধ দূর করিতে না পারে ততকাল পরমাত্মায় লয় হইতে পারে না। ইহাকেই বিচার কাল বলে।

কার্য্য বন্ধ হইয়া যায় বলিয়া ঐ ঐ ইন্দ্রিয়াদি দেহ ছাড়িয়া একেবারে চলিয়া যায় না, চলিয়া গেলে জাগ্রত হইয়া পুনঃ ইন্দ্রিয় কার্য্য ও অন্তঃকরণ কার্য্য পাইতাম না। যেহেতু স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয় কার্য্যগুলি অন্তঃকরণে এবং সুষুপ্তি অবস্থায় ইন্দ্রির কার্য্যাদি সহ অন্তঃকরণ প্রাণে লয় পায় সুতরাং জাগ্রত হইলে প্রাণে লীন অন্তঃকরণাদি পুনঃ দেখা দেয়।

জীবাত্মার অবস্থাও এই রূপ। মৃত্যুর অব্যবহিত পুর্ব্বে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ইন্দ্রিয় কার্য্যগুলি বন্ধ হয়। তৎসময় পর্য্যন্ত অন্তঃকরণের সুখ দুঃখ অনুভূতি থাকে। তৎপর কতক সময় অন্তঃকরণের অনুভূতিও থাকে না মাত্র প্রাণ থাকে। তৎপর প্রাণ আত্মায় লয় পায়; আত্মা দেহ ত্যাগ করিলেই জীব মৃত বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রাণ আত্মায় লীন হইবার অবস্থা আমরা বুঝিতে পারি না। যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের কার্য্য বন্ধ হইয়া যাওয়ার পরেও আরোগ্য লাভ করে, তাহার আরোগ্যের সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদি পুনঃ কার্য্য পরবশ হয় আর্থাৎ ফিরিয়া পায়। ইন্দ্রিয় গুলি দেহ পরিত্যাগ করিয়া একেবারে চলিয়া গেলে পুনঃ পাওয়া যাইত না। যেহেতু আরোগ্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয় কার্য্য পুনঃ প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়; সুতরাং ইহা সুনিশ্চিত যে প্রথমতঃ রোগীর ইন্দ্রিয় কার্য্য অন্তঃকরণে লয় পায় তৎপর অন্তঃকরণ এই সকল ইন্দ্রিয় কার্য্য লইয়াই প্রাণে লয় পায়, তৎপর প্রাণও

অন্তঃকরণ আত্মায় লয় পায়; তৎপর আত্মা প্রাণসহ অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয় কার্য্যাদি লইয়াই দেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। বায়ু যেমন পুষ্প হইতে গন্ধ বহন করে তদ্রূপ মৃত্যু কালে জীবাত্মা ইন্দ্রিয়াদি কার্য্য, মন, প্রাণ প্রভৃতি সহ স্থূল দেহ ছারিয়া সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ দেহে আবদ্ধাবস্থায় অবস্থিত থাকে। আত্মা যে সময় অন্য স্থূল দেহ গ্রহণ না করিয়া কেবল মাত্র লিঙ্গ দেহে অধিষ্ঠান করে; সেই সময় জীবাত্মা প্রেতাত্মা বলিয়া অভিহিত হয়। ইহাও স্পষ্ট প্রমাণিকৃত হইয়াছে যে জীবাত্মা দেহে অবস্থিত কোন পদার্থ কিন্তু দেহ হইতে পৃথক, সুতরাং সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা হইতেও পৃথক্। আমাদের অপরি মার্জ্জিত জ্ঞানে দেহাবস্থিত, বিষয় ভোগ রত এবং দেহান্তর-গামী আত্মার অনুভব করিতে পারি না।

গীতা স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন :—

মমৈবাংশো জীব লোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতি স্থানি কর্ষতি॥
শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎ ক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধা নিবাশয়াৎ॥
উৎক্রামন্তং স্থিতংবাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তিজ্ঞান চক্ষুষঃ॥

গীতা ১৫।৭।৮।১০ শ্লোক।

আমারই অংশভূত লোকপ্রসিদ্ধ সনাতন জীব প্রকৃতিতে লীন মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে সংসার ভোগার্থ আকর্ষণ করে। দেহ স্বামী এই জীব যখন এক দেহ ছারিয়া অন্য

দেহ অবলম্বন করে তখন বায়ু যেমন পুষ্প হইতে সূক্ষ্ম গন্ধাংশ গ্রহণ করিয়া নেয়, জীবাত্মাও সেই রূপ পূর্ব্ব দেহ হইতে সূক্ষ্ম মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণকে লইয়া গমন করিয়া থাকে। দেহান্তর গামী, দেহে অবস্থিত এবং বিষয় ভোগরত এই জীবকে বিমূঢ় ব্যক্তিগণ দেখিতে পায় না কিন্তু যাহাদের জ্ঞান চক্ষু জন্মিয়াছে তাহারাই দেখিতে পায়।

আমরা জানিয়াছি জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ। আমরা ইহাও জানিয়াছি যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা মূলতঃ একই পদার্থ হইলেও জীবাত্মা দেহত্যাগ সময়ে ইন্দ্রিয়াদি আকর্ষণ করে বলিয়া ঘটাশ্রিত গন্ধযুক্ত বায়ুর ন্যায় ইন্দ্রিয়াদি কার্য্য হইতে মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত পরমাত্মায় লয় পাইতে পারে না। ইন্দ্রিয়াদি কার্য্য হইতে মুক্ত হইবার উপযুক্ততা লাভ করিতে জীবকে কতক কাল অপেক্ষা করিতে হয়।

দেহান্তে আত্মার বিচার:—আমরা জানিয়াছি ঘটাকাশ যেমন মহাকাশের অংশ, জীব চৈতন্যও তেমন পরমাত্ম চৈতন্যের অংশ। যেহেতু পরমাত্ম চৈতন্য অবিনাশী সুতরাং তাহার অংশ জীবাত্মা বা জীব চৈতন্যও অবিনাশী। জীবাত্মার অবিনাশিতা সম্বন্ধে সর্ব্ব দেশীয় ঋষিগণ এক মত এবং দেহান্তে আত্মা দেহাবচ্ছিন্ন সময়ের পাপ পূণ্যানুসারে বিচারাধীন হয় বলিয়াও তাঁহারা সমস্বরে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বিচারপন্থা সম্বন্ধে তাঁহারা একমত হন নাই। আমরা জানিয়াছি জীব দেহ পরিত্যাগ সময়ে ইন্দ্রিয়াদি কার্য্য, মন,

প্রাণ লইয়া প্রস্থান করে ; সুতরাং জীবমানের কার্য্য কলাপ সংস্পর্শে যে পাপ পূণ্য সংঘটিত হয় তাহা লইয়াই প্রস্থান করে সন্দেহ নাই। জীবচৈতন্য ঐ প্রকার কার্য্যাদি না লইয়া মুক্তাবস্থায় দেহ পরিত্যাগ করিলে বিমল পাত্র মধ্যস্থ বায়ু যেমন পাত্র বিনাশে মুক্ত বায়ুতে অনায়াসে মিলিয়া একত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে তদ্রূপ আসক্তি পরিশূন্য জীবাত্মাও পরমাত্মচৈতন্যে সর্ব্বতোভাবে মিলিয়া একত্ব লাভ করিবে তাহাতে অনুমাত্রও সংশয় নাই। কিন্তু বায়ু পাত্রাভ্যন্তরস্থ গন্ধ বহন করিলে যেমন তাহাকে কতক সময় পর্য্যন্ত মুক্ত বায়ুতে সর্ব্বতোভাবে মিশিবার জন্য অপেক্ষা করিতে হয়, আসক্তি সম্পন্ন জীবচৈতন্যকেও তদ্রূপ ইন্দ্রিয়াদি কার্য্য, পাপ, পূন্য লইয়া যায় বলিয়া পরমাত্মচৈতন্যে মিশিবার জন্য কতক সময় অপেক্ষা করিতে হয়। পাপ পূণ্যের পরিমানুসারে সময় ও স্থানের নিরূপণ হইয়া থাকে। এই সময় ও স্থান নিরূপণই ভগবৎ বিচার।

দেহান্তরিত আত্মার বিচার ও জন্মান্তর।

বিচারালোচনায় আমরা জানিতে পাই কেহবা বলিয়াছেন ১। দেহান্তরিত সমস্ত আত্মা প্রলয় সমাগম পর্য্যন্ত নিরলম্বভাবে থাকিবে এবং একই সময়ে একত্রে সকলের বিচার হইয়া পাপ পূণ্যের অবস্থানুসারে দণ্ডিত বা পুরস্কৃত হইবে। (২) কেহ বলেন জীব দেহান্তরিত হইবার পর-ক্ষণেই পাপ পূণ্যানুসারে আত্মার বিচার হইয়া অনন্ত নরক

বা অনন্ত স্বর্গের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। (৩) কেহবা বলেন আত্মার দেহাশ্রিত কালের কার্য্যোন্নতিমূলে মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইতে না পারিলে কৃত পাপ ও পূণ্যের পরিমানানুযায়ী নরক ও স্বর্গ ভোগ ক্রমে মুক্তাবস্থা লাভ করিবার উপযুক্ত হওয়া জন্য আত্মার জন্ম জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয় এবং কার্য্য পরম্পরায় আসক্তি ত্যাগ করিতে পারিলে পরব্রহ্মে স্বজাতিয় লয় হয়।

জন্মান্তর যুক্তি :-- উল্লিখিত তিনটী মতের সামঞ্জস্য করা অসম্ভব হইলেও যুক্তি মূলে সমীচীনতা বিচার করা অসঙ্গত হইবে না। আমরা জানিয়াছি ন্যায় সঙ্গত ভাবে যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক সন্দেহ ভঞ্জন না করিলে ধর্ম্মহানি হইয়া থাকে "যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে"। সুতরাং এই মত ত্রয়ের মধ্যে কোন্‌টী সমীচীন ও গ্রহণীয় তৎ সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব। ১ম স্থলে আমরা দেখিতে পাই মানব জীবিতকাল মধ্যে হয় (১) কিছু পাপ কিছু পূণ্য অথবা (২) সম্পুর্ণ পাপ সম্পুর্ণ পূণ্য করিয়া থাকে কিম্বা (৩) পাপ পূণ্য কিছুই করে না। এই অবস্থাত্রয়ের ভিতর দিয়া মানবকে জীবন যাত্রা শেষ করিতেই হইবে। যেহেতু দেহ ত্যাগের পর প্রলয় সমাগম পর্য্যন্ত বিচার প্রত্যাশায় নিরলম্ব ভাবে অবস্থান করিতে হইলে যিনি কিছু পাপ কিছু পূণ্য করিয়াছেন, কিম্বা সম্পূর্ণ পাপ বা সম্পূর্ণ পূণ্য কার্য্য করিয়াছেন অথবা পাপ পূণ্য কিছুই করেন নাই এই প্রকার সকল শ্রেণীর

দেহান্তরিত আত্মাকে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত হাজতে কাল কাটাইতে হয়। অর্থাৎ ভগবৎ বিচারে সম্পুর্ণ পূণ্যাত্মা এবং ঘোরতর পাপী উভয়কেই বিচার প্রত্যাশায় একই ভাবে প্রলয় কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। অনন্তকালের তুলনায় প্রলয় সমাগম অল্প সময় হইলেও অত্যল্প মানব জীবন কাল তুলনায় অল্প সময় নহে। অত্যল্প মানব জীবনে যে পাপ বা পূণ্যকৃত হয় তজ্জন্য প্রলয় সমাগম পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাই অতীব কঠিন শাস্তি। এই শাস্তি পূণ্যাত্মাকেও ভোগ করিতে হয়। ভগবান্ যাহাকে ধর্ম্মবলি তাঁহার এই প্রকার বিচার ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তৎপর বিচার হইয়া স্বর্গ ও নরক ভোগের পর আত্মা কি অবস্থায় থাকিবে তাহার ব্যবস্থা নাই। এই মতে আত্মার ভগবানে লয় বা জন্মান্তরের ব্যবস্থা না থাকায় অবিনশ্বর জীবাত্মাকে বায়ুভূত নিরাশ্রয় না হইয়া অনন্তকাল কর্ত্তনের উপয়ান্তর নাই। সুতরাং ইহা যুক্তিযুক্ত মত বলিয়া গ্রহণ করিতে আমাদের আশঙ্কা হয়। আত্মার পুনর্জ্জন্ম না হইলে লোক বৃদ্ধির সঙ্গে দঙ্গে নূতন আত্মার সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। আধুনিক বিজ্ঞানও এই মতের বিরোধী, সুতরাং জন্মান্তর বাদ অপরিহার্য্য।

২য় মত স্থলে যাহারা কিছু পাপ কিছু পূণ্য করে তাহাদের (খুব সম্ভব) পাপ পূণ্য কাটাকাটী হইয়া অত্যল্প পাপ থাকিলেও তাহাকে নিরবচ্ছিন্ন পাপীর ন্যায় অনন্ত নরকে কিম্বা অত্যল্প পূণ্য থাকিলে সম্পুর্ণ পূণ্যাত্মার ন্যায় অনন্ত স্বর্গে

থাকিতে হইবে ; কারণ অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরক ব্যতীত অন্য ব্যবস্থা না থাকায় পূণ্য কার্য্যের জন্য স্বর্গভোগ ঘটিলে পাপানুষ্ঠানের ফলভোগ এবং পাপানুষ্ঠান জন্য নরক ভোগ করিতে হইলে পূণ্যকার্য্য জন্য স্বর্গভোগ বাধিত হয়। সুতরাং সম্পুর্ণ পূণ্যকর্ম্মার সহিত যৎকিঞ্চিৎ পূণ্যকর্ম্মার কিম্বা সম্পুর্ণ পাপকারীর সহিত যৎকিঞ্চিৎ পাপকারীর কোনই প্রভেদ থাকে না। বিশেষতঃ যাহারা পাপ পূণ্য কিছুই করে নাই (যেমন দুগ্ধপোষ্য বালক) তাহাদের আত্মার জন্য কোন ব্যবস্থা নাই। এরূপ মনুষ্য বিচারককেও লোক চক্ষে অত্যন্ত নিগৃহীত হইতে হয়। জন্মান্তর ব্যবস্থা না থাকায় এস্থলেও বিজ্ঞান বিরোধী নিত্য নূতন আত্মার সৃষ্টি কল্পনা করিতে হয়। অতএব এই মতও আমরা যুক্তিসঙ্গত বলিতে পারি না।

(৩) য় মত স্থলে আমরা গীতার উপদেশ আলোচনা করিব। গীতা জানাইয়াছেন যে—

(১) জীব দেহাবচ্ছিন্ন কালের কর্ম্ম দ্বারা দেহান্তে মোক্ষ-পদ লাভ করিতে পারে। যথা—

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তাহি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধ বিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥

গী ২।৫১ শ্লোক।

জ্ঞানী মনীষিগণ কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া দেহান্তে জন্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করতঃ নিরুপদ্রব মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন।

পুনঃ—

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণ মৃচ্ছতি॥
গী ২।৭২ শ্লোক।

ব্রহ্মজ্ঞান এইরূপ। ইহা প্রাপ্ত হইলে আর মোহাভিভূত হইতে হয় না। মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত এইভাব রক্ষা করিতে পারিলে দেহান্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণ অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হইতে পারে।

(২) জীব সাধনাবশে সশরীরে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। যথা—

কাম ক্রোধ বিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥
গী ৫।২৬ শ্লো।

কামনা ক্রোধ বিমুক্ত সুতরাং সংযতচিত্ত তত্ত্বজ্ঞানী সন্ন্যাসীগণ উভয় লোকেই (দেহান্তে ও জীবমানে) ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। পুনঃ

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিরুত মানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধি গচ্ছতি॥
গী ৬।১৫ শ্লো।

মনকে সমাহিত করিয়া অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার আসক্তি ত্যাগ করিয়া নিরুদ্ধচিত্তযোগী আমাতে অবস্থিতিরূপ নির্ব্বাণ শান্তি জীবমানেই প্রাপ্ত হন। পুনঃ--

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥
গী ৬।৩১ শ্লো।

যিনি আমাতেই সর্ব্বভূত স্থিত জানিয়া একত্ববোধে (আমাকে) আরাধনা করেন, তিনি যে কোনও অবস্থায় (জীবমানে ও দেহান্তে) আমাতেই অবস্থান করেন।

মর্ম্মার্থ—যিনি কর্ম্মফল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনাসক্ত হইয়া একাগ্রচিত্তে এক পরব্রহ্ম ব্যতীত অন্য (অসৎ অপদার্থ হেতু) কিছুরই সত্তা উপলব্ধি করেন না, তিনি ইহ জন্মেই মোক্ষ বা জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ দেহাশ্রিতকালের কার্য্যোন্নতিমূলে মুক্তিলাভ সঙ্গত হয়।

জীব (১)ম কল্পের মুক্তিলাভ করিবার উপযুক্ততা প্রাপ্ত না হইলে দেহাবচ্ছিন্নকালের পরিপোষিত ভাবমূলে স্বর্গ নরকাদি ভোগ করিয়া পুনঃ জন্মান্তর গ্রহণ করে এবং যে পর্য্যন্ত জীব ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুক্তিলাভ করিবার উপযুক্ততা প্রাপ্ত না হইতে পারে ততকাল পর্য্যন্ত জন্ম জন্মান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। যথা—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ ॥
গী ৮।৬ শ্লো।

মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যিনি যে যে ভাব বা আকাঙ্ক্ষা

পোষণ পূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন, সেই সেই ভাবে অনুরক্ত চিত্ত ব্যক্তি ঐ ঐ ভাব লইয়া জন্মান্তর গ্রহণ করে।

জীবমানে অনাসক্তচিত্ত ও ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত হইতে না পারিলে পূণ্য কর্ম্মানুষ্ঠানকারী ফলাকাঙ্ক্ষীর স্বর্গপ্রাপ্তি হইলেও পূণ্য কর্ম্মের ফল স্বরূপ উপযুক্তকাল স্বর্গসুখ ভোগান্তে পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হয়। যথা—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পূণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ী ধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥

গী ৯।২১ শ্লো।

স্বর্গকামী বিপুল স্বর্গ সুখ ভোগ করিয়া পূণ্য ক্ষয়ে পুনঃ মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে; এইরূপ কামনা সিদ্ধি-মূলক বেদের কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানকারী সকামী স্বর্গ ও সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়া থাকে।

এইরূপ কার্য্যানুষ্ঠানের ফলে—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনো-
ঽপি মাম্॥

গী ৯।২৫ শ্লো।

দেব যাজিগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন পিতৃপরায়ণ ব্যক্তিগণ

পিতৃলোক প্রাপ্ত হন, ভূতারাধনাকারীগণ ভূতলোক এবং আমার আরাধকগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন।

জীবমানে যে ব্যক্তির যে কার্য্যে আসক্তি থাকে; মৃত্যু-কাল পর্য্যন্ত তদ্ভাবে ভাবিত হইলে জীব ঐসকল ভাব গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং কামনা পরায়ণ হইয়া সৎকার্য্য করিলে তাহার ফল স্বরূপ স্বর্গসুখ ভোগান্তে, (কামনা পরি-ত্যাগ করিতে না পারায়) পুনঃ পুনঃ জন্ম জন্মান্তর পরিগ্রহণ করিতে হয়। কারণ –

অবিনাশী জীব নির্ব্বিশেষে নিষ্কাম হইতে না পারায় এক জাতীয় হইলেও গুণাতীত সুতরাং নিষ্কাম পরব্রহ্মের সহিত সর্ব্বতোভাবে মিলিবার উপযুক্ত হয় না। কাজেই জীবের পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। সৃষ্টি সংঙ্কল্পাত্মক ; অর্থাৎ কামনা বা ইচ্ছাই সৃষ্টির কারণ ; সুতরাং কামনা সমূলে উৎপাটিত না হইলে জীবকে পুনঃ পুনঃ সংসারে জন্ম-গ্রহণ করিতেই হইবে। এজন্যই আমরা গীতার উপদেশে পাইয়াছি যে, কামনা পরবশ হইয়া পূণ্যকার্য্য করিলে তাহার ফল স্বরূপ ঐ কার্য্যের অনুপাতে কতক সময় স্বর্গভোগ ঘটিয়া থাকে কিন্তু ঐ সময় অন্ত হইলেই কামনা ধ্বংশ না হওয়ায় জীবকে পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যেহেতু সর্ব্বদেশীয় ঋষিগণ দেহান্তরিত আত্মার পৃথক অস্তিত্ব ও অবিনাশিতা স্বীকার করেন এবং দেহ পরিত্যাগ কালে ইহ সংসারে কৃত কর্ম্মের সুকৃতি দুষ্কৃতি বহন করিয়া নেয় ও বিচারাধীন হয়

বলিয়া স্বীকার করেন, তদ্ধেতু সরল প্রাণে, নিবিষ্টমনে একটু চিন্তা করিলেই ইহা উপলব্ধি করা যাইতে পারে যে, দেহান্তরিত অবিনাসী ও সকামী আত্মার জন্মান্তর ব্যতীত গত্যন্তর নাই ; সুতরাং আত্মার পুনর্জ্জন্ম অশাস্ত্রীয় বা কাল্পনিক নহে। আমরা এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিনা, এক্ষণে দেখিব যে, যে পরমাত্মচৈতন্য বা পরব্রহ্ম সর্ব্বমূল, যিনি এক ও অদ্বিতীয়, যাহাকে ছারিয়া দিলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা করাই চলে না সেই মহান্‌কে কি কি ভাবে আমরা ধারণা করিতে পারি।

পরমাত্ম চৈতন্য নির্ণয় :—তিনি কে ? কোথায় তাঁহার অবস্থিতি ? গীতা অতি সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় তাহা আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সুক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥

গী ১৩।১৩-১৫ শ্লো

তাঁহার হস্ত, পদ, চক্ষু, শির, মুখ, কর্ণ সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান। তিনি সমস্ত আবৃত করিয়া বিরাজ করিতেছেন। তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় সমূহে আত্ম প্রকাশ

করিয়াছেন অথচ ইন্দ্রিয় বিহীন। তিনি আসক্তিশূন্য হইয়াও সমস্ত পদার্থ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি নির্গুণ অথচ গুণ পালক। তিনি সমস্ত পদার্থের অন্তরে বাহিরে বিরাজমান। স্থাবর জঙ্গম সমস্তই তিনি। তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বলিয়া অবিজ্ঞেয়। তিনি অজ্ঞানের পক্ষে দূর হইতেও অতি দূরে জ্ঞানীর পক্ষে নিকট হইতেও সন্নিকটে অবস্থান করিতেছেন।

অহো! কি প্রাণ জুড়াণ মধুর ভাব! কি মধুর ভাষা! ভক্ত ভিন্ন ইহার সন্ধান কে পাইবে?

আমরা এ পর্য্যন্ত আলোচনায় জানিয়াছি পরমাত্মচৈতন্য পরব্রহ্ম ভিন্ন সৎপদার্থ বলিবার আর কিছুই নাই। আবরণ ও বিক্ষেপরূপে জগৎ আমাদের চক্ষে সৎপদার্থ বলিয়া পরিগৃহিত হইতেছে। এই আবরণও বিক্ষেপরূপ জগতের ধারণা উন্মূলীত করিবার জন্য আমরা এক্ষণ পরব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তা করিতে চেষ্টা করিব।

অদ্বৈতবাদ : আর্য্যঋষিগণ নিত্য পরমাত্মচৈতন্যকে "**একমেবাদ্বিতীয়ম্**" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এক এবং অদ্বিতীয় অর্থাৎ সেই পদার্থ সর্ব্ব প্রকার ভেদ ও পরিচ্ছেদ মুক্ত। যে পদার্থে ভেদ অর্থাৎ স্বগত, স্বজাতীর ও বিজাতীয় ভেদ থাকা দৃষ্ট হয় সেই পদার্থ "এক" সুতরাং অদ্বিতীয় হইতে পারে না। মনুষ্যে যেমন হস্ত পদাদি, বৃক্ষে যেমন শাখা প্রশাখাদি বিবেচনায় স্বগত (নিজ শরীর গত)

ভেদ (বিভিন্নতা) দৃষ্ট হয়, মনুষ্যে যেমন স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসকাদি ও বৃক্ষে যেমন নানা জাতীয় বৃক্ষাদির বিভিন্নতায় স্বজাতীয় ভেদ দৃষ্ট হয়; এবং মনুষ্য ও পশুতে, বৃক্ষ ও পক্ষ্যাদিতে যেমন বিজাতীয় ভেদ দৃষ্ট হয়, পরমাত্মচৈতন্যে তদ্রূপ স্বগতঃ স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ দৃষ্ট হয় না। পরমাত্ম চৈতন্য সর্ব্বদা একরূপ, অদ্বিতীয় অর্থাৎ তাঁহার অনুরূপ অন্য কিছু সম্ভবে না। এইরূপ তিনি সর্ব্বপ্রকার পরিচ্ছেদ শূন্য। পরিচ্ছেদ বলিতে আমরা স্থান পরিচ্ছেদ, কাল পরিচ্ছেদ ও বস্তু পরিচ্ছেদ বুঝিতে পারি। স্থান পরিচ্ছেদ অর্থে এস্থানে আছে অন্য স্থানে নাই, কাল পরিচ্ছেদ অর্থে একালে আছে অন্য কালে নাই, এবং বস্তু পরিচ্ছেদ অর্থে এ বস্তুতে আছে অন্য বস্তুতে নাই এইরূপ বুঝায়। পরমাত্ম চৈতন্য এরূপ পরিচ্ছেদ বা বিভিন্ন স্বভাবাপন্ন নহেন। তিনি সর্ব্বদা একরূপ ও সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজ করিতেছেন। তাই তিনি সর্ব্বপ্রকার ভেদ পরিচ্ছেদ বিহীন। মুক্ত পরমাত্ম চৈতন্য জড় বস্তুর অতীত এবং ভেদ পরিচ্ছেদ বিহীন হওয়ায় তাঁহাকে চর্ম্মচক্ষে দেখিবার উপায় নাই। তাই ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥

গী ১১।৮ শ্লো।

যেহেতু তুমি চর্ম্ম চক্ষু দ্বারা আমার স্বরূপ দেখিতে

পাইবে না, এজন্য তোমাকে জ্ঞান চক্ষু প্রদান করিতেছি; তুমি আমার অসাধারণ অঘটন-ঘটন সামর্থ্য দর্শন কর।

পরমাত্মার স্বরূপ কী কি:— যেহেতু পরমাত্ম চৈতন্য নিরাকার অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী সুতরাং চক্ষের প্রত্যক্ষীভূত নহে। এজন্য তাঁহাকে কোন উপাধির অধীন করা চলে না; তাঁহার একমাত্র স্বরূপ যাহা জ্ঞান বিজ্ঞানরূপে প্রকাশিত তদ্দ্বারাই উপলব্ধি করা যাইতে পারে, বলিয়া আর্য্য ঋষিগণ উপদেশ করিয়াছেন। স্বরূপ কি?—যে বস্তুর আকৃতি নাই তাহাকে বুঝিতে হইলে ঐ বস্তুর কি গুণ, তাহার ভাবাভাব ও প্রকৃতি দ্বারা সেই বস্তুটীর উপলব্ধি মাত্র সিদ্ধ হয়। যেমন "বায়ু"। বায়ু নিরবয়ব। বায়ুকে উপলব্ধি করিতে হইলে তাহাতে কিগুণ আছে, তদ্দ্বারা কি কার্য্য হইতেছে এবং তাহার প্রকৃতি কি, তদালোচনায় বায়ুকে উপলব্ধি করিতে পারা যায়; অর্থাৎ বায়ু গতিশীল, অস্থির, স্থিতি স্থাপক, গন্ধ-বহ, ব্যাপক, সঙ্কোচক, অনুষ্ণাশীতলস্পর্শাত্মক ইত্যাদি ভাব-দ্বারা তাহার উপলব্ধি করিতে পারা যায়। অতএব এই সকল অবস্থাকে বায়ুর স্বরূপ বলে। পরমাত্ম চৈতন্য নিরাকার নির্ব্বিকার। তাহার স্বরূপ কি তৎবিষয়ে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, আর্য্য ঋষিগণ তাহার স্বরূপ সৎ, চিৎ ও আনন্দ বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। আমরা দেখিব এই সৎ, চিৎ ও আনন্দ কি।

পরমাত্মা সৎস্বরূপ:—সৎ শব্দের অর্থ সর্ব্বকালে

যাহার ক্ষয় নাই। এই অক্ষয় পদার্থ বুঝিতে হইলে আমা-দিগকে ক্ষয়শীল পদার্থের আলোচনা করিতে হইবে। ক্ষয়-শীল পদার্থ ব্যতীত যাহা বাকী থাকিবে তাহাই অক্ষয় সৎ পদার্থ। দৃশ্য জড় জগৎ এবং তাহার কারণ ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু ও আকাশের অনিত্যতা সপ্রমাণিত হইয়াছে। একদিন না একদিন সমস্ত পদার্থেরই ক্ষয় হইবে। পঞ্চভূতাত্মক বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ক্ষয় হইয়া গেলে, যদি আর উৎপত্তি না হয় তবে এই পরিদৃশ্যমান জগতের পুনরাবির্ভাব সম্ভবে না। যেহেতু আমরা দৃশ্য জগৎকে ব্যবহার মতে পাইতেছি সুতরাং ইহা কোনও অব্যক্ত ও অজ্ঞাত কারণ হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। যে অব্যক্ত কারণ হইতে এই ক্ষয়শীল বিশ্ব জগতের উদ্ভব হই-যাছে সেই কারণও ক্ষয়শীল হইলে উৎপত্তি বন্ধ হইয়া যাইত। অতএব সেই অব্যক্ত মূল কারণ অক্ষয় সৎ পদার্থ। যিনি এই অবস্থা স্বীকার না করিবেন এবং বলিবেন যে, জগৎ অনন্তকালই পরিবর্ত্তনের সহিত ব্যক্ত থাকিবে, তাহাকেও এই স্থূল সৃষ্ট পদার্থের কারণ আছে স্বীকার করিতে হইবে; যেহেতু (out of nothing) শূন্য অর্থাৎ অভাব হইতে স্থূল বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে বলা যাইতে পারে না এবং সেই কারণটী কি তাহাও তিনি বলিতে পারিবেন না। সুতরাং এই অব্যক্ত কারণ অবিনাশী অর্থাৎ সৎ সিদ্ধ হইল।

পরমাত্মা চিৎ স্বরূপ—পরমাত্ম চৈতন্য "চিৎ" স্বরূপ। চিৎ শব্দের অর্থ জ্ঞান। জ্ঞান অনন্ত; কারণ কেহই জ্ঞানের

অন্ত সীমায় পৌছাইতে পারেন নাই। মানব যে জ্ঞান সঞ্চয় করে, বিশ্ব জগতের কার্য্য কলাপই তাহার একমাত্র কারণ। বিশ্ব জগতের কার্য্য কলাপ মানবের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত না হইলে তাহার কোন জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা ছিল না; এই হেতু বিশেষতঃ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের মধ্যে যে অনন্ত জ্ঞান-কার্য্য চলিতেছে তাহা মানবের ধ্যান ধারণার অতীত; এই জ্ঞানের অন্ত নাই। যেহেতু মূল কারণ পরমাত্ম চৈতন্য অভাবে ঐইসমস্ত জ্ঞান প্রকাশিত হইত না সুতরাং পরমাত্ম চৈতন্য পরব্রহ্ম 'চিৎ' স্বরূপ সিদ্ধ হইল।

পরমাত্মা আনন্দ স্বরূপ:—পরমাত্মা "আনন্দ স্বরূপ"। আনন্দ শব্দের অর্থ প্রীতি। মানব আত্ম (নিজ) প্রতি নিরতিশয় প্রীতি ভাবাপন্ন। যদিও উৎকট ঐন্দ্রিয়িক দুঃখভোগে দ্বেষ বশতঃ কখন কখনও আত্মাতে ধিক্কার উপস্থিত হয়, তথাপি আত্মা পরম প্রীতির আস্পদ নহে বলা যাইতে পারে না, কারণ কোন সময়ে কাহারও এইরূপ ইচ্ছা হয় না যে আমি অসুখী হই; বরং জীব মাত্রেই অভিলাষ করে যে আমি সর্ব্বদা সুখে থাকি ও চিরজীবী হই। পুত্র মিত্রাদি প্রতি যে প্রীতি তাহাও আত্মার্থ কারণ যদি তাহা আত্মার্থ না হইত তবে পুত্র মিত্রাদিতে ও উদাসীনে সম প্রীতি হইত। কিন্তু নিজের প্রতি যে প্রীতি হয়, তাহা পুত্র মিত্রাদি নিমিত্ত নহে; যেহেতু পুত্রাদির সহিত বিচ্ছেদ সম্ভাবনা হয়, কিন্তু

আপনার প্রতি প্রীতির বিচ্ছেদ সম্ভবপর নহে। অতএব আমাতে (আত্মাতে) যে প্রীতি হয় তাহা পরম প্রীতি; সুতরাং আত্মা (জীব) পরমানন্দ স্বরূপ। যেহেতু 'আমিই' জীবাত্মা এবং জীবাত্মাই সমষ্টি ভাবে পরমাত্ম চৈতন্য বা পর-ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছি সুতরাং পরমাত্ম চৈতন্য পরম আনন্দ স্বরূপ সিদ্ধ হইল। যথা—

ইয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ।
মা ন ভূবং হি ভূয়াসমিতি প্রেমাত্মনীক্ষ্যতে॥
তৎ প্রেমাত্মার্থমন্যত্র নৈবমন্যার্থমাত্মনি।
অতস্তৎ পরমেস্তেন পরমানন্দতাত্মনঃ॥

পঞ্চদশী ১ম অধ্যায় ৮।৯ শ্লো।

পতিতে পত্নীর যে প্রীতি, তাহা পতির প্রয়োজনার্থ নহে, পত্নীর আত্ম প্রয়োজনে। পত্নীর আত্মার প্রয়োজন না থাকিলে পতিতে প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে না। এইরূপ পুত্রকন্যা ধনাদিতে সুখানুভব আত্মার প্রীতির জন্য; সুতরাং আত্মাই পরম প্রীতির আস্পদ। যেহেতু আত্মা বা জীব এবং পরমাত্ম চৈতন্য একই বস্তু সুতরাং পরমাত্ম চৈতন্য পরমানন্দ স্বরূপ।

অতএব পরমাত্ম চৈতন্য "সচ্চিদানন্দ" স্বরূপ সিদ্ধ হইল। তাই পরমজ্ঞানী অদ্বৈতাগ্রগণ্য শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য গাহিয়াছেন ঃ—

মনো বুদ্ধ্যহঙ্কার চিত্তানি নাহং,
ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণ নেত্রে।
ন চ ব্যোম ভূমির্ণ তেজো ন বায়ু,
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহম্॥

ন চ প্রাণ সংজ্ঞো নচৈ পঞ্চ বায়ু,
র্ণ বা সপ্তধাতুর্ণ বা পঞ্চকোষাঃ।
ন বাক্ পাণিপাদং নচোপস্থ পায়ূ,
চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহম্॥

ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ,
মদোনৈব মে নৈব মাৎসর্য্য ভাবঃ।
ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ,
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহম্॥

ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং,
ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ॥
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা,
চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহম্॥

ন মৃত্যুর্ণ শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ,
পিতানৈব মে নৈব মাতা চ জন্ম।
ন বন্ধুর্ণ মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য,
শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোহং শিবোহম্॥

অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকার রূপো,
বিভুত্বাচ্চ সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাম্।
ন চাসঙ্গতং নৈব মুক্তির্ণমেয়,
চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহম্॥

জ্ঞানপন্থীর ভাব এইরূপে পরব্রহ্মে স্থিতি ও পরব্রহ্মে পর্য্যবসিত হয়। এক পরব্রহ্ম সর্ব্বমূলাধার বলিয়া জ্ঞানপন্থী ব্রহ্মের পরম ভাবের পরবর্ত্তী অস্থায়ী ব্যক্তাবস্থাকে অসৎপদার্থ মনে করেন। জ্ঞানপন্থী অদ্বৈতবাদী 'ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ' বলিয়া জানেন। এই ব্রহ্ম তাহাদের মতে নিরাকার, নির্ব্বিকার, অব্যক্ত সুতরাং মন, বুদ্ধির অগোচর, উপাধি বর্জ্জিত; কোন বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না মাত্র সৎ, চিৎ, আনন্দ স্বরূপ। অদ্বৈত বাদীর ইহাই ধ্যান ধারণা।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীধর স্বামী প্রমুখ মুনিগণের মতে ব্রহ্ম সর্ব্বমূলাধার বটেন কিন্তু নির্গুণ নহেন, সগুণ এবং জীব ব্রহ্ম নহে কিন্তু ব্রহ্ম পরতন্ত্র।' ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা ও উপাদান; জীবের নিয়ন্তা ইত্যাদি। যেমন বন বলিলে বৃক্ষ সমষ্টি, মাঠ বলিলে ক্ষেত্র সমষ্টি, সভা বলিলে লোক সমষ্টি বুঝায়, বৃক্ষ মাঠ ও লোক সরাইয়া লইলে বন, মাঠ বা সভার অস্তিত্ব লোপ হয়; অর্থাৎ বৃক্ষ, ক্ষেত্র, লোকই বন, মাঠ ও সভা আকারে প্রতিভাত হয়, ব্রহ্মও তদ্রূপ সগুণ জগদাকারে অভিব্যক্ত হইয়াছেন। গুণ ও আকৃতি সরাইয়া

দিলে ব্রহ্মের স্বরূপ বন্ধ হইয়া যায়। যেমন শক্তি ও শক্তি-মান পৃথক করা যায় না, তদ্রূপ গুণ ও আকৃতি হইতে ব্রহ্ম পৃথক করা চলে না। সুতরাং ব্রহ্ম সগুণ ও সাকার। দ্বৈত-বাদীগণ নিরাকার নির্গুণ ভাব মন, বুদ্ধি ও বাক্যের অতীত বলিয়া ধ্যান ধারণার অবিষয় হেতু ব্রহ্ম নির্গুণ নিরাকার স্বীকার করেন না। যেহেতু বিশ্বজগৎ গুণে উৎপত্তি, গুণে স্থিতি এবং গুণেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং গুণাশ্রিত হইয়াই এইরূপ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের আবর্ত্তনে চক্রাকারে ঘুরিতেছে এবং জগৎ ভিন্ন জ্ঞান ও কর্ম্মের স্ফুরণ অসম্ভব তদ্ধেতু সগুণ সাকার আরাধনীয়। যেহেতু ক্ষীণদর্শী মানুষ, সগুণ সাকার ভাব ব্যতীত অন্যভাব উপলব্ধি করিতে অক্ষম তাই তাহারা ব্রহ্মের নির্গুণ নিরাকার ভাব আমলে আনেন না। মনুষ্যের মন স্বভাবতঃ গুণ ও আকৃতি লইয়াই ব্যস্ত তাই দ্বৈতবাদীগণ মনের স্বাভাবিক ধ্যান ধারণার মধ্য-দিয়াই সগুণ সাকারের আরাধনা করিয়া ব্রহ্মপদ লাভ করি-বার বিশিষ্ট পন্থা বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

আমরা জানিয়াছি ইন্দ্রিয়াদির পরিচালক মন। মন একইসময়ে একাধিক বিষয়ের ধ্যান ধারণা করিতে পারে না; সুতরাং মন যতক্ষণ বহির্বিষয়ে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ তাহার অন্তর্বিষয়ের ভাবনা বন্ধ থাকে। বাহ্য জগতে আমরা রূপ দর্শন করি। রূপ দেখিলেই তাহা জানিবার জন্য মনে স্পন্দন হয়। এই স্পন্দন বা প্রবৃত্তিই ভাষারূপে অভি-

ব্যক্ত হয়। এই স্পন্দন বা প্রবৃত্তিকে ভাষা বা নাম বলা যায়, সুতরাং নাম রূপ জ্ঞাপক। ব্রহ্মসত্তা নাম দ্বারা প্রকাশিত। নাম সরাইয়া নেও ব্রহ্ম সত্তার উপলব্ধি বন্ধ হইয়া ব্রহ্ম জ্ঞানের দ্বার রুদ্ধ হইবে। অতএব রূপারাধনা হেয় নহে। রূপারাধনাই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকৃষ্ট উপায়, তাই দ্বৈতবাদীগণ সগুণ সাকার ব্রহ্মের উপাসক। প্রকৃত পক্ষে সর্ব্বশক্তিমান পরব্রহ্মে সকল অবস্থাই সম্ভবে; তাই গীতায় সাধকের প্রকৃতি ও সামর্থ্যানুযায়ী পরব্রহ্ম ভগবানের উভয়বিধ সগুণ সবিশেষ ও নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ভাব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ভগবান বলিয়াছেন ঃ—(সগুণ সাকার বাদ স্থলে।)

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত মহেশ্বরম্॥
গীতা ৯।১১ শ্লো।

মূঢ়গণ আমার সর্ব্বভূত মহেশ্বর স্বরূপ পরমভাব বিদিত হইতে না পারিয়া আমার মানব মূর্ত্তিতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকে। পুনঃ—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রয়তাত্মনঃ॥
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥
গী ৯।২৬-২৭।

যিনি ভক্তির সহিত আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল বা জল প্রদান করেন, আমি সেই সকল শুদ্ধচিত্ত ভক্তগণের প্রদত্ত তৎসমুদয় প্রীতির সহিত গ্রহণ করি। অতএব হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কিছু কর, যাহা আহার কর, হোম কর, দান বা তপস্যা কর তৎ সমস্তই আমাতে সমর্পণ কর।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥

গীতা ১২।২ শ্লো।

যিনি একাগ্রচিত্ত ও পরম শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমার সগুণ স্বরূপের আরাধনা করেন, আমার মতে তিনি শ্রেষ্ঠ যোগী।

পুনঃ নির্গুণ নিরাকার স্থলে ভগবান বলিয়াছেন ঃ—

যেত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥

গীতা ১২।৩-৪ শ্লো।

যাহারা ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরোধ করিয়া এবং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি সম্পন্ন ও সর্ব্বভূতহিতে রত থাকিয়া অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত সর্ব্বত্র বিদ্যমান, চিন্তার অতীত, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব (নির্গুণ নিরাকার) অক্ষর (নিত্য) স্বরূপের আরাধনা করেন তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন। ইত্যাদি—

ইহ সংসারে সকল মানবের সম সামর্থ্য ও অধিকার

সম্ভবে না। সুতরাং সকলেই যাহাতে তদভিমুখী হইয়া শান্তিলাভ করিতে পারে, তজ্জন্য গীতা বিভিন্ন গুণান্বিত প্রকৃতি ও সামর্থ্যানুযায়ী উপাসনার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

আমরা এ পর্য্যন্ত আলোচনায় মোটামোটী পাইলাম যে—

(১) পরমাত্ম চৈতন্য বা পরব্রহ্মের স্পন্দন বা ইচ্ছাশক্তি হইতে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদি ও স্থূল জগৎ আবির্ভূত হইয়াছে। পরমাত্ম চৈতন্য বাদ দিলে সূক্ষ্ম ও স্থূল জগৎ টিকিতেছে না; বিশ্বজগৎ পরব্রহ্মের প্রতিচ্ছায়া মাত্র।

(২) পরমাত্ম চৈতন্য অব্যক্ত, অচিন্ত্য, ইন্দ্রিয়াদি অগ্রাহ্য মাত্র উপলভ্য বিষয়।

(৩) পরমাত্ম চৈতন্য ভেদ পরিচ্ছেদ বিহীন। সৎ, চিৎ, আনন্দ স্বরূপ।

(৪) জীবাত্মা দেহাতিরিক্ত চৈতন্য পদার্থ এবং পরমাত্মার অংশ।

(৫) ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া বহির্বিষয় অন্তরে প্রবেশ করতঃ অন্তঃকরণের অবস্থান্তর জন্মায়, এবং জীব অন্তঃকরণ সংযোগে ইন্দ্রিয় কার্য্যে লিপ্ত হইয়া বিষয়ের দোষ গুণ আকর্ষণ করে।

(৬) জীবাত্মা দেহান্তরিত হইলে ঐ দোষ, গুণ, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদি সহ বহন করিয়া নেয়।

(৭) প্রলয়ে সমস্ত জীব স্বীয় স্বীয় স্বভাব লইয়া পরব্রহ্মে

বিজাতীর লয় হয়, এবং সৃষ্টি সময়ে ঐ ঐ স্বভাবানুযায়ী কার্য্য সম্পাদন জন্য বিভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া পুনরাগত হয়।

(৮) জীবাত্মা দেহাশ্রিত থাকিয়া কার্য্য পরম্পরায় পর-ব্রহ্মে লীন হইবার শক্তি উপার্জ্জন করে। যে পর্য্যন্ত ঐ শক্তি না জন্মে তৎকাল পর্য্যন্ত জন্ম জন্মান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

(৯) পরমাত্ম চৈতন্য উপলব্ধি জন্য এই বিশ্বে ওতপ্রোত ভাবে মিলিত অনন্তশক্তি, অনন্তজ্ঞান ও অনন্ততেজের চিন্তা করা আবশ্যক। যেহেতু রূপাদি না থাকিলে সমস্ত জ্ঞানের দ্বার বন্ধ হইয়া যাইত, সুতরাং রূপারাধনা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উৎকৃষ্ট পন্থা।

(১০) জীবাত্মা দেহে অবস্থান কালে যেরূপ গুণাশ্রিত থাকিয়া বিষয় ভোগ করে, তৎপ্রকৃতি অনুযায়ী উপাসনাই আত্মোন্নতির প্রকৃষ্ট উপায়।

ত্রিগুণ প্রসঙ্গ:—আমরা জানিয়াছি পরব্রহ্মে স্পন্দন বা (সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ) ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি হইতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সমুদ্ভুত। বিশ্ব সংসার পর্য্যালোচনায় আমরা দুটী জগতের সন্ধান পাই। একটী বাহ্য জগৎ অপরটী অন্তর্জ্জগৎ বা মনোময় জগৎ। বাহ্য জগৎ না থাকিলে যেমন মনোময় জগতের চিন্তা ভাবনাদি কার্য্য বন্ধ হয়, তদ্রূপ মনোময় জগৎ না থাকিলেও ব্যহ্য জগতের অস্তিত্ব লোপ হয়; সুতরাং উভয় জগৎ কার্য্য ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত থাকিয়া একই

নিয়মে চলিতেছে। দৃশ্য জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় যে নিয়মে চলিতেছে, মনোময় জগতের সৃষ্টি স্থিতি, লয়ও সেই নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সত্ত্বাদি গুণই তাহার কারণ। সত্ত্বাদি গুণ মধ্যে যে পদার্থে যে গুণ অধিক পরিমাণে বিদ্যমান বৃক্ষ হউক, পশু হউক, পক্ষী হউক কিম্বা মনুষ্যই হউক, সকলের মধ্যেই ঐঐ গুণ স্বীয় স্বীয় ক্রিয়া সমভাবে উৎপাদন করিবে। তাই জীব জগৎ লইয়া বিশ্ব সংসারে তাঁহার অলঙ্ঘনীয় নিয়মে ত্রিগুণ ক্রিয়া পরিচালিত হইতেছে। মানব জগৎ পর্য্যালোচনায় কতক ব্যক্তিকে স্বভাবতঃ রাগদ্বেষাদি উগ্রবৃত্তিহীন, কর্ত্তব্যপরায়ণ, সত্যবাদী সদ্বিবেচক, পরহিতৈষী, জ্ঞান চর্চ্চায় অনুরক্ত ইত্যাদি গুণযুক্ত; কতক ব্যক্তিকে উগ্রকর্ম্মা, উগ্রস্বভাবান্বিত, ক্রোধী, অসমসাহসিক আসক্তি পরায়ণ ইত্যাদি এবং অপর কতক ব্যক্তিকে আলস্য পরায়ণ, নিদ্রাপ্রিয়, সদসৎ বিবেক বিমূঢ় ইত্যাদি ভাবাপন্ন দেখা যায়। ইহাদিগকে ক্রমে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতি সম্পন্ন বলা যায়! এই ত্রিবিধ প্রকৃতি সম্পন্ন লোকের আহারপ্রিয়তা, চিন্তাস্রোত, কর্ম্মক্ষেত্র, প্রভৃতিও প্রভেদ থাকা দৃষ্ট হয়। আমরা প্রত্যেক প্রকৃতি মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে দেখিতে পাই যে, শিক্ষা দ্বারা ঐ সকল প্রকৃতি সমূলে দূরীভূত হয় না। প্রকৃতি শিক্ষা দীক্ষা বিধ্বস্ত করিয়া নিজগুণ প্রকাশ করে, তাই শিক্ষিত লোকও অত্যন্ত ক্রোধী, কুটীল, পরপীড়ক ইত্যাদি হইতে দেখা যায়।

শিক্ষা দ্বারা মৌখিক নম্রতা, সাধুতা প্রভৃতি প্রকাশ করিলেও কার্য্যতঃ স্বীয় প্রকৃতি দমনে সমর্থ হয় না; এজন্য সংসারে কেহবা স্বভাবতঃ নম্র, বিনয়ী, সত্যবাদী, পরহিতৈষী, কেহবা উগ্রস্বভাব, দাম্ভিক, পরপীড়ক, কেহবা নিদ্রালস্য পরায়ণ, কর্ত্তব্যজ্ঞান বর্জ্জিত হইয়া থাকে। তদ্রূপ আহারেও কেহবা নিরামিশ প্রিয়, কেহবা মাংসাশী, কেহবা পূতিগন্ধময় পর্য্যুষিত দ্রব্যাদি ভক্ষণে তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। এজন্য একই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ একইরূপ উপদেশ পাইয়াও সম পারদর্শিতা লাভ করিতে সক্ষম হয় না। যেহেতু বিভিন্ন প্রকৃতিমূলে চিন্তাস্রোত, কর্ম্ম কুশলতা, মনোবৃত্তি, শিক্ষা ও আহারাদির প্রভেদ সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়, তদ্ধেতু জ্ঞানচর্চ্চা, উপাসনাদির বৈলক্ষণ্য হওয়াও স্বাভাবিক। যাহার যেরূপ কর্ম্ম ও জ্ঞান চর্চ্চাদি প্রকৃতি সঙ্গত হয়, তাহাকে তদনুরূপ শিক্ষা ও উপদেশাদির ব্যবস্থা না করিয়া সর্ব্বসাধারণকে একই প্রকার জ্ঞানোপাসনাদি উপদেশ ও কার্য্য প্রণালী শিক্ষা দিলে, তদ্বারা তাহাদের উপকার সাধিত না হইয়া বরং অপকার সাধিত হইয়া থাকে; তাই গীতা গুণানুগত প্রকৃতি অনুসরণের পক্ষপাতী। ত্রিগুণা প্রকৃতির দুর্দ্দমনীয় সামর্থ্য সম্বন্ধে ভগবান, বীরচূড়ামণি অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন ঃ—

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥

গী ৩।৩৩

জ্ঞানবান ব্যক্তিও স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কার্য্য করেন, প্রাণিগণ নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসরণ করে, হে অর্জ্জুন ! তুমি প্রকৃতি নিগ্রহ করিতে পারিবে না। যেহেতু প্রকৃতি নিগ্রহ সহজ নহে সুতরাং—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥

গী ৩।৩৫

সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পর (ভিন্ন প্রকৃতি গত) ধর্ম্ম অপেক্ষা সদোষ স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। স্বধর্ম্মে নিধনও শ্রেয়ঃ, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ। এজন্য স্বীয় প্রকৃতির আবর্ত্তে পরিয়া—

যজন্তে সাত্বিকা দেবান্ যক্ষ রক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥

গী ১৭।৪

সত্ত্ব গুণান্বিত ব্যক্তিগণ দেবতাগণকে, রজঃ গুণান্বিত ব্যক্তিগণ যক্ষ, রাক্ষসাদির এবং তমঃ গুণান্বিত ব্যক্তিগণ, ভূত প্রেতের আরাধনা তৎপর হইয়া থাকে। তাই ভগবান অর্জ্জুনকে জানাইয়া দিয়াছেন ঃ—

স্বে স্বে কর্ম্মন্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।

গী ১৮।৪৫

মানুষ নিজ নিজ প্রকৃতিগত কর্ম্মে নিষ্ঠাবান হইয়া সিদ্ধি-লাভে সমর্থ হয়। পুনঃ—

স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।

গী ১৮।৪৬

মনুষ্য স্বীয় প্রকৃতিগত কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। পুনঃ—

স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥

গী ১৮।৪৭

প্রকৃতি বিহিত কর্ম্ম করিলে পাপভাগী হইতে হয় না। তাই স্বজন বধ-ভয়-বিহ্বল বৈরাগ্য প্রাপ্ত অর্জ্জুনকে ভগবান স্পষ্টবাক্যে স্মরণ করাইয়া দিলেন—

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ।

গী ১৮।৫৯-৬০

হে অর্জ্জুন! তুমি অহং অভিমানে যুদ্ধ করিবে না বলিয়া যে মনে করিয়াছ, তাহা নিশ্চয়ই মিথ্যা, কারণ তোমার স্বীয় রজঃ গুণ প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবে। হে কৌন্তেয়! সাময়িক মোহ বশতঃ যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, তোমার প্রকৃতিজাত কর্ম্মবশে অবশ হইয়া তাহা তোমাকে করিতে হইবে। সুতরাং প্রকৃতি অনুকুল উপাসনাদি না করিলে লোক সিদ্ধিলাভ করিতে সক্ষম হয় না।

এই গীতার উপদেশ। এই উপদেশ ধর্ম্ম ও কর্ম্ম জগৎ

বেড়িয়া সর্ব্বসাধারণের জন্য এক। এই স্বাভাবিক উপদেশ জগতের সর্ব্ব পদার্থে ওতপ্রোত ভাবে মিলিত রহিয়াছে। ইহাই একমাত্র জ্ঞান। যিনি এই জ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই বেদজ্ঞ বলিয়া গীতা মুক্তকণ্ঠে জানাইয়া দিয়াছেন:—

ঊর্দ্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥

গী ১৫।১

পরমাত্ম চৈতন্য যাহার মূল, পরিদৃশ্যমান বিশ্বের নানা-বিধ সৃষ্টি যাহার শাখা প্রশাখা এবং অনন্ত জ্ঞান বিজ্ঞান যাহার পত্র পল্লব এমত অশ্বত্থ বৃক্ষরূপ অস্থায়ী অথচ প্রবাহ-রূপে বর্ত্তমান বিশ্বকে যিনি অবগত আছেন, তিনিই বেদবিদ্ বা বেদজ্ঞ। *

বেদার্থ ঃ—বেদ অর্থ জ্ঞান। এই বিশ্ব সংসারে যে অনন্ত জ্ঞান ছাইয়া রহিয়াছে, তাহাই বেদ। এই বেদ বা

---

* এই শ্লোকে অস্থায়ী (অসৎ) বিশ্বকে প্রবাহরূপে স্থায়ী বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে যদিও বিশ্বজগৎ অস্থায়ী অসৎ পদার্থ হউক কিন্তু যিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরমাত্ম শক্তি হইতে পুনঃ পুনঃ উদ্ভব হইয়া তাহাতেই লয় হইতেছে বলিয়া অবগত আছেন, তাহার পক্ষে বিশ্ব জগৎ প্রবাহরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সৃষ্টি ও লয় প্রবাহের অবস্থা এবং তৎ কারণ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির মূল পরব্রহ্মকে যিনি জানিতে পারিয়াছেন তিনিই বেদবিদ্।

অনন্ত জ্ঞান একই পরমাত্মশক্তির বিকাশ। ইহা ব্যক্তি বিশেষের চিন্তার উদ্ভাবিত ফল নহে। তাই বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়; অর্থাৎ ভগবৎ প্রেরিত বলিয়া আর্য্য ঋষিগণ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এই অনন্ত জ্ঞানের আংশিক তত্ত্ব আর্য্য ঋষিগণ পরম্পরায় সংগৃহিত হইয়া বর্ত্তমানে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে; আমরা সেই গ্রন্থকে বেদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। বাস্তবিক পক্ষে অনন্ত জ্ঞানের ইয়ত্তা করা অসম্ভব, এজন্য জ্ঞান বা বেদ অপৌরুষেয়। ইহা কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত বা সংশয়াত্মক কথা নহে। গীতা বিশ্ব সংসারের অবস্থাদি অবলম্বনে অতি সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় এই মহাতত্ত্ব জানাইয়া দিয়াছেন; তাই গীতা বেদ।

ধর্ম্ম সমন্বয়ে গীতা :— ভগবদ্গীতা বিশ্বতোমুখী বা সার্ব্বজনীন গ্রন্থ। গীতায় সার্ব্বজনীনত্ব অতি সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহাতে সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্রও নাই; এজন্য ইহা পৃথিবীতে অদ্বিতীয় গ্রন্থ বলিয়া সমস্ত সুধী মণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছে। আবাহমান কাল ধরিয়া গীতার ব্যাখ্যা করিলেও তাহা শেষ হইবার নহে; কারণ গীতার শাশ্বত সনাতন ভাব বিশ্বের জ্ঞান-গরিমার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। যেহেতু বিশ্বের জ্ঞান-গরিমা ব্যাখ্যা করিয়া শেষ করিতে পারে এমত লোক জন্মাইতে পারে না, সুতরাং গীতার ব্যাখ্যাও নিঃশেষে বর্ণন করা যাইতে পারে না। এই প্রকৃতিজাত ধর্ম্মে রাজা, প্রজা, ধনী,

দরিদ্রের সীমাবদ্ধ গণ্ডী নাই, জাতিত্বের বা সম্প্রদায় বিশেষের কথা নাই, সাকার নিরাকারের উৎকর্ষতা অপকর্ষতা নাই। স্বীয় প্রকৃতি জানিয়া যাহাকে যে ভাবে ডাকিয়া শান্তি বোধ কর, শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে ডাক ; সমস্ত ডাক সেই একই অনির্ব্বচনীয় সর্ব্বশক্তিমান ভগবানে পৌছিবে। এরূপ ভেদ ও সাম্প্রাদায়িকতা বিহীন উদার বাক্য আর কোথায় আছে জানি না। *

তাই ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্মৈয়ব বিহিতান্
হি তান্॥

গী ৭।২১।২২

যে যে ভক্ত যে যে দেবতা শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে আমিই তাহাদের শ্রদ্ধা সেই সেই দেবতায় দৃঢ় করিয়া দেই।

---

* আমরা জানিয়াছি এক পরব্রহ্ম ব্যতীত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অন্য কোন সৎ বস্তু নাই ; স্থূল, সূক্ষ্ম সকলই তাঁহার বিভূতি। সেই একই পরমাত্ম চৈতন্য হইতেই সমস্ত সম্প্রসারিত এবং তাঁহাতেই সমস্ত পর্য্যাপ্ত হইতেছে ; সুতরাং নিজ নিজ প্রকৃতির আয়ত্বাধীনে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যে, যে দেবতার অর্চ্চনা করিয়া ফলপ্রাপ্ত হয় তাহাও সেই সর্ব্বশক্তিমান পরমাত্ম চৈতন্যেরই দান।

(তদনুসারে) তাহারা শ্রদ্ধার সহিত তাহাদের অভীষ্ট-দেবকে আরাধনা করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হয় তাহাও আমা কর্ত্তৃকই প্রদত্ত হইয়া থাকে।

ভগবান ভক্ত অর্জ্জুনকে অতি পরিষ্কার ভাবে জানাইয়াছেন ঃ—

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

গী ৯।২৩

হে কৌন্তেয়। যে সকল ভক্ত আমাকে পূজা না করিয়া শ্রদ্ধার সহিত অন্য দেবতা ভজন করেন, তাহা অবিধিপূর্ব্বক হইলেও তাহারা আমাকেই ভজনা করিয়া থাকেন।

এইরূপ উদার বাক্য আর কোথাও আছে কি? প্রকৃত ধর্ম্মে সংকীর্ণতা নাই, কারণ ধর্ম্ম এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। আমরা বুঝিতে না পারিয়া দেবতান্তর অর্চ্চনা করিলেও সর্ব্বান্তর্য্যামী তাহা জানিতে পারেন। জানিতে পারেন যে, তাঁহারই ভক্ত তাঁহাকে খুজিয়া পাইতে অসমর্থ, তাই তাহারা নিজ নিজ প্রকৃতির আয়ত্ত্বাধীনে তাহাদের অভীষ্টদেবকে ডাকিতেছে। অনন্তনামী মহাপুরুষ সেই ডাক গ্রহণ করেন এবং ভক্তের আক্ষাঙ্ক্ষানুযায়ী কর্ম্মফলের বিধান করিয়া দেন। জগতবাসি! হিংসা দ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশ্বময় তাঁহার বিভূতি জানিয়া প্রাণ ভরিয়া তোমার অভিস্পীত

দেবকে ডাক, সেই ডাক সর্ব্বশক্তিমান একই ভগবানে স্পর্শ করিবে। কারণ তিনি ভিন্ন জগতে আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। এক পরমাত্ম চৈতন্য পরব্রহ্মই বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন প্রণালীতে উপাসিত হইতেছেন। শ্রদ্ধা সহকারে আকুল প্রাণে তাঁহাকে ডাক এবং প্রতিনিয়ত তাঁহারই কার্য্য বলিয়া সমস্ত কার্য্য করিয়া যাও বাঞ্ছিত ফল লাভ করিবে, পাপ, তাপ দূরে পলায়ন করিবে, নিজে ধন্য হইবে, সংসার ধন্য করিবে। আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ছারিয়া তোমার অভিষ্ট দেবকে ডাক। তুমি যে সম্প্রদায় ভূক্তই হওনা কেন ভগবৎ কৃপা লাভে বঞ্চিত হইবে না।

আমরা জানিয়াছি জীব পরব্রহ্মের অংশ, মাত্র উপাধি-ঘটিত প্রভেদ। ঘটস্থিত বায়ু ও মুক্ত বায়ুতে যেমত মূলতঃ প্রভেদ নাই জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে তদ্রূপ প্রভেদ নাই। আমরা জন্মান্তর বাদে ইহাও জানিতে পারিয়াছি যে জীবাত্মা দেহে অবস্থান কালের আসক্তিবশে শুভাশুভ কার্য্যাদি লইয়া দেহ পরিত্যাগ করে. এবং ঐ ঐ কার্য্য জন্য দেহান্তে বিচার হইয়া তদনুযায়ী ভোগপ্রাপ্ত হয়। ভোগান্তে জীব জন্মান্তর গ্রহণ করতঃ কর্ম্ম (সাধনা) করিয়া বিশুদ্ধ হওনান্তর পরব্রহ্মে লীন হয়। দেহান্তরিত আত্মার শুদ্ধাশুদ্ধ অবস্থা বিবেচনায় স্বর্গ বা নরক ভোগ করিতে হয়, এজন্য দেহান্তরিত আত্মাব তৎ-কালীন অবস্থাকে প্রেতাত্মা বা ভোগদেহ বলে, প্রলয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যেসকল জীব বিশুদ্ধ হইতে পারে না, ঐ সকল জীব

নিজ স্বভাব লইয়াই প্রলয় কালে ব্রহ্মসত্তায় বিজাতীয় লয় পায় এবং পুনঃ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ প্রকৃতি সহ প্রাণিরূপে আবির্ভূত হয়। জীব এইরূপ বিষয়াসক্ত হইলে তাহাকে দুর্গন্ধাশ্রিত বায়ুর ন্যায় মুক্ত পরব্রহ্মে সর্ব্বতোভাবে লয়প্রাপ্ত হইতে না পারিয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে, এ সম্বন্ধে গীতা জানাইয়াছেন যে—

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥

গী ৯।৭

হে কৌন্তেয়! প্রলয় কালে সমুদয় ভূতগণ আমার ত্রিগুণ-ময়ী প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। সৃষ্টি কল্পে আমি পুনর্ব্বার তাহাদিগকে সৃজন করিয়া থাকি। সেই সকল সৃষ্টজীব কল্পান্তে যে যে ভাব লইয়া লয় পাইয়াছিল সেই সেই ভাব লইয়াই পুনরাগত হয়।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রাম মিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্ব্বশাৎ॥

গী ৯।৮

আমি স্বীয় মায়ায় অধিষ্ঠান করিয়া জন্মান্তরীণ কার্য্য জন্য স্বভাব বশে এই সকল কর্ম্মাসক্ত ভূত সমূহকে বারম্বার সৃষ্টি করি। সুতরাং জন্মান্তর গ্রহণ রহিত করিতে হইলে জীবকে আকাঙ্ক্ষা বা আসক্তি পরিত্যাগ করিতেই হইবে। ভোগ লিপ্সা পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কাম হইতে না পারিলে

জীব কিছুতেই পরিশুদ্ধাবস্থায় দেহ পরিত্যাগ করিতে পারে না। গীতা আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন।

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যেস্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমংব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥

গী ৫।১৯

যাহাদের মন সমতায় অবস্থিত, তাহারা এ জীবনেই সংসার জয় করিয়াছেন, যেহেতু ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন এবং দোয রহিত সুতরাং তাহারাও ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন। চিত্ত সমতায় স্থির করিতে পারিলে কাজেকাজেই আকাঙ্ক্ষা বা আসক্তির লোপ করা হয়। তদবস্থায় চিত্ত নির্ব্বিকার ভাবাপন্ন হইয়া নির্ব্বিকার ব্রহ্ম সত্তায় পরিণত হইয়া থাকে। সুতরাং চিত্তের সমতা স্থাপন বা আসক্তি বর্জ্জনই ব্রহ্ম-প্রাপ্তির প্রধান সোপান। পুন:—

কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্‌,
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্‌॥

গী ৫।২৬

কাম, ক্রোধ, বিমুক্ত, সংযতচিত্ত আত্মতত্ত্বজ্ঞ সন্ন্যাসী-দিগের উভয় লোকেই ব্রহ্মে লয় প্রাপ্তি ঘটে।

এ স্থলেও আমরা কামনা বর্জ্জিত সুতরাং সংযত চিত্তের কথাই পাইতেছি। চিত্ত হইতে কামনা দূর করিতে পারিলেই তাহা সংযত বা সমতা প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বিকারত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং নির্ব্বিকার পর ব্রহ্মের সত্তার সহিত

মিলিয়া একত্ব প্রাপ্ত হইবে তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ নাই।

মনোবৃত্তি ও যোগ—গীতা আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে জীবাত্মা ইন্দ্রিয়াদি সহযোগে বিষয় সুখে অনুরক্ত হয়। যথা—

শ্রোত্রং চক্ষুঃস্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেবচ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে॥

গী ১৫।৯

জীবাত্মা কর্ণ, নেত্র, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই সকল ইন্দ্রিয় ও মনকে আশ্রয় করিয়া বিষয় সুখ উপভোগ করে। ইন্দ্রিয়াদি মধ্যে মন প্রধান। মনের ইঙ্গিতে অন্যান্য ইন্দ্রিয় পরিচালিত হয়, নতুবা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের স্বাধীন স্বতন্ত্র ক্ষমতা নাই। সুতরাং মনকে বশীভূত করিতে পারিলে অপরাপর ইন্দ্রিয়গুলি আপনা আপনি সংযত হইবে। মনের প্রধান ক্রিয়া আসক্তি বা আকাঙ্ক্ষা। কিসের আকাঙ্ক্ষা? ফলের আকাঙ্ক্ষা। আকাঙ্ক্ষা হইতে কর্ম্ম প্রবৃত্তি জন্মে অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা হইতে কর্ম্মের ও কর্ম্ম হইতে ফলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কোন কৌশলে মনকে অপরাপর বিষয় হইতে দূরে রাখিতে পারিলে মন বিষয়াক্ত হইবার সুবিধা পায় না সুতরাং অনাসক্তচিত্তে শুভাশুভ কোনরূপ অভিলাষ জন্মিতে পারে না; এবং চিত্ত নির্ব্বিকার অবস্থায় অবস্থান করে।

জীব সর্ব্বদা এই অবস্থাপন্ন থাকিতে পারিলে ইহ সংসারেই ব্রহ্ম সত্তায় পরিণত হয়। জীব এই সুযোগে দেহত্যাগ করিতে পারিলেও ইন্দ্রিয়াদি কার্য্য মুক্তবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম সত্তায় লয় হয়। যেহেতু তদবস্থায় নির্ব্বিকার অর্থাৎ গুণাতীত হয় বলিয়া আত্মাকে বিচারাধীন হইয়া স্বর্গ নরক ভোগ বা জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয় না, অন্তঃকরণের আসক্তিই জীবের বন্ধনের ও বিচারাধীন হইবার কারণ, কোনও কৌশলে অর্থাৎ য়োগবলে মনের আসক্তি দূর করিতে পারিলে জীব অনাসক্ত সুতরাং নির্ব্বিকার ভাবে দেহত্যাগ করতঃ স্বীয় স্বরূপ ব্রহ্ম সত্তায় স্বজাতীয় লয় প্রাপ্ত হয়।

যে উপায়ে মনকে বিষয়াসক্তি হইতে দূরে রাখা যাইতে পারে সেই কৌশলটী কি তাহা আমাদিগকে দেখিতে হইবে। আমরা দেখিতেছি তীব্র আসক্তি থাকা সত্ত্বেও, মন একই সময়ে একাধিক বিষয়ে লিপ্ত হইতে পারে না; সুতরাং পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের কোনও একটি ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে মন লিপ্ত থাকিলে অন্য চারিটি ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় হইতে মন দূরে অবস্থিত থাকে। এইরূপ যদি মনকে সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়াসক্তি হইতেই সর্ব্বাংশে সরাইয়া লইয়া নির্ব্বিকার ব্রহ্ম সত্তায় স্থাপন করা যায়, তবেই মনের নির্ব্বিকারত্ব প্রাপ্ত হেতু ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে। এই কৌশলই যোগ শব্দে বাচ্য। মনের বিষয়াসক্তির তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে মন একই সময়ে একাধিক বিষয়ে আসক্ত হইতে পারিবার

ক্ষমতা না থাকাই জীবের প্রতি ভগবৎ কৃপার অপরিসীম দয়া ও আকর্ষণ, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সর্ব্বশক্তিমান পরমকারুণিক ভগবান জীবকে প্রকৃতি গুণে মায়ামুগ্ধ করিয়াও মনের একত্বে স্থিতির ব্যবস্থা রাখিয়া মায়ামুক্ত করতঃ মোক্ষ প্রাপ্তি কল্পে তিনটি প্রশস্ত যোগপন্থা উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ এবং কর্ম্মযোগ। সামর্থ্যানুসারে মানব ইহার যে কোন পন্থায় যোগযুক্ত হইতে পারিলেই পরমার্থ লাভে সমর্থ হইতে পারে। যোগপন্থা এয়ের প্রত্যেকটীই মোক্ষপ্রদ।

আমরা যখন যে কোনও কাজ করি তাহাতেই জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সত্তা রহিয়াছে। কারণ জ্ঞান না থাকিলে কর্ম্ম প্রবৃত্তি জন্মে না, কর্ম্মে ভক্তি বা আসক্তি না থাকিলেও কর্ম্ম-সাধনে তৎপরতা জন্মে না সুতরাং কর্ম্মে জ্ঞান ও আসক্তি (ভক্তি) রহিয়াছে।* এই জ্ঞান, ভক্তি কি কর্ম্ম পরমাত্মায় পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেই যোগযুক্ত বলা যায়।

জ্ঞানযোগঃ—জ্ঞান দ্বিবিধ; পরোক্ষ ও অপরোক্ষ। শাস্ত্রাদি অধ্যায়ন ও গুরু বাক্য শ্রবণে ভগবৎ সত্তায় বিশ্বাস স্থাপন করাকে পরোক্ষ এবং ব্রহ্ম সত্তা স্বয়ং উপলব্ধি করাকে অপরোক্ষ জ্ঞান কহে। আত্মাবিহীন দেহকে যেমন আমরা

* ঈশ্বরে বা গুরুজনে মনের ধ্যান ধারণাকে ভক্তি এবং ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে ধ্যান ধারণাকে আসক্তি বলে সুতরাং উভয়ই অন্তঃকরণের বৃত্তি বিশেষ।

পরিত্যাগ করি, অপরোক্ষ জ্ঞানী স্থূল জগৎকে তদ্রূপ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম সত্তায় অহংসত্তা মিশাইয়া দেন। জ্ঞানযোগীর অহং ভাব পরিত্যক্ত হয় বলিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থে ব্রহ্মদর্শণ করেন। তাঁহার চক্ষে, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। এই অবস্থাকে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ভাব বলা যায়। এই জ্ঞান অতি উচ্চ, তাই জ্ঞান প্রশংসা স্থলে ভগবান বলিয়াছেন—

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগ সংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।

গীঃ ৪।৩৩।৩৭-৩৮ শ্লোক।

হে অর্জ্জুন! দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞান যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, যেহেতু হে পার্থ! সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত। হে অর্জ্জুন যেরূপ প্রচণ্ড অগ্নি কাষ্ঠ সমূহকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করে। ইহলোকে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র আর কিছুই নাই। যোগসিদ্ধ ব্যক্তি যথা সময়ে তাহা স্বীয় আত্মাতেই অনুভব করিয়া থাকেন।

জ্ঞান যোগী সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সম ভাবে ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মভাব পরিপোষণ করেন বলিয়া তিনি স্বয়ং ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হ· —যথা

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম কর্ম্ম সমাধিনা॥

গীঃ ৪।২৪ শ্লোক।

অর্পণ (হাতা) ব্রহ্ম, ঘৃত ব্রহ্ম, অগ্নিব্রহ্ম, হোমব্রহ্ম, এইরূপ যিনি ব্রহ্মরূপ কর্ম্মে সমাহিত হন তিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তিনি নিজেও ব্রহ্ম হইয়া যান।

জ্ঞান যোগের যোগী বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী সকল পদার্থের অস্থায়িত্ব অনুভব করিয়া এক ব্রহ্ম সত্তা ভিন্ন অন্য কোন অস্থায়ী বস্তুর অনুরাগী নহেন। জ্ঞানযোগীকে যদিও কর্ম্ম করিতে হয় কিন্তু ঐ কর্ম্ম দ্বারা তিনি আবদ্ধ হন না। যথা :—

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥

গী ৪।৪১

হে ধনঞ্জয়! যোগবলে যিনি সমস্ত কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করিতে পারিয়াছেন এবং আত্মতত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা যাহার সর্ব্ববিধ সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, কর্ম্ম সকল তাহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না। যেহেতু জ্ঞানী যে কোন কার্য্য করিলেও তাহাতে কর্ম্ম বন্ধন প্রাপ্ত হন না। তাঁহাদের ব্রহ্ম প্রাপ্তি বা মোক্ষ লাভ হয়।

লভন্তে ব্রহ্ম নির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণ কল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥

গীঃ ৫।২৫ শ্লোক।

যাহাদের পাপক্ষয় ও সংশয় ছেদন হইয়াছে, যাহারা চিত্তকে সংযত করিতে পারিয়াছেন এবং সর্ব্বভূতহিতে রত রহিয়াছেন, এতাদৃশ ঋষিগণ ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ মোক্ষ লাভ করেন। সুতরাং যোগযুক্ত সমদর্শী, জ্ঞানী, জীবদ্দশাতেই ব্রহ্ম স্বরূপত্ব লাভ করিয়া থাকেন। যথা :—

সর্ব্ব ভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি-চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥

গীঃ ৬।২৯—৩০ শ্লোক।

যোগে সমাহিত চিত্ত, সর্ব্বত্র সমদর্শী যোগী আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূত আত্মাতে দর্শন করেন। যিনি আমাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূত আমাতে দেখিতে পান, আমি তাহার পরোক্ষ হইনা এবং তিনিও আমার পরোক্ষ হন না। অর্থাৎ তদ্রূপ যোগী জীবদ্দশাতেই মোক্ষপদ বা মুক্তিলাভে সমর্থ হন বা ব্রহ্ম স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হন।

ভক্তিযোগঃ—রজোগুণ সমুদ্ভব মানবজীবনে, জ্ঞানযোগ সাধনা অতীব কষ্ট সাধ্য। যিনি জন্মান্তরীণ সুকৃতি বশে ও কঠোর যোগাবলম্বনে রজোগুণ সমূলে উৎপাটিত করিতে পারিয়াছেন, তিনিই জ্ঞানযোগের যোগী হইতে পারেন। জগতে অধিকাংশ মনুষ্য এই যোগে যোগযুক্ত হইতে পারি-

তেছেন না, তাই ভগবান ভক্তি যোগের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বলিয়াছেন :—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥

গীঃ ১২।৫

নির্গুণ, নির্ব্বিকার পরব্রহ্মে আসক্ত চিত্ত ব্যক্তিগণের অতিশয় ক্লেশ হইয়া থাকে; যেহেতু দেহধারী নির্গুণ ব্রহ্মভাব নিরতিশয় ক্লেশে লাভ করিতে পারেন।

তাই ভগবান দেহধারীর পক্ষে সগুণ, সাকার উপাসনার বিশিষ্টতা উপদেশ দিয়াছেন :—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥

গীঃ ১২।২

আমাতে মনোনিবেশ করিয়া, মদনিষ্ঠ হইয়া, ভক্তিসহকারে যাহারা আমার সগুণ স্বরূপের আরাধনা করেন, তাহারাই শ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়া আমার অভিমত।

প্রকৃত পক্ষে আমরা নিরবচ্ছিন্ন নির্গুন নিরাকার ব্রহ্ম-সত্তার উপলব্ধি করিতে পারি কি? পারি কি সমস্ত জাগতিক স্থুল পদার্থের সত্তাহীনতা উপলব্ধি করিতে? পারি কি সকল পদার্থে ব্রহ্মভাব স্থাপন করিতে? না পারিলে তাঁহারই স্বরূপ মূর্ত্তিতে আমাদের আশ্রয় লইতে হইবে। মূর্ত্তি ও ব্রহ্মে প্রভেদ নাই, যেহেতু মূর্ত্তভাব বন্ধ করিয়া দিলে ব্রহ্মভাবের

স্ফুরণ হইতে পারে না। ব্রহ্মসত্তায় মন স্থির করিতে হইলে মূর্ত্তিই প্রধান সাধন। আমরা বিশ্ব সংসারের কার্য্য কলাপ দেখিয়া ভগবান অশেষ কল্যানগুণের আধার বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হই। আমগা সাকার হইতে জ্ঞান, শক্তি, দয়া, মায়া, প্রেম, ভক্তি ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে পারি বলিয়াই ভগবানে অ শষবিধ ক্ষমতার আরোপ করিতে পারি; সুতরাং স্থূলরূপ ধরিয়া ভগবৎ শক্তির চিন্তা করাই স্বাভাবিক। রূপ সরাইয়া লইলে নিরবচ্ছিন্ন অভাব আমাদের মনে উপস্থিত হয়। পিতা, মাতা গুরুজনকে ভক্তি করিতে দেখিয়া আমরা ভক্তির ভাব আয়ত্ব করিতে পারিয়াছি; দীন দুঃখীকে সহায়তা করিতে দেখিয়া দয়ার ভাব ধারণা করিতে পারিয়াছি। এইরূপ সকল ভাব আমরা সংসারের স্থূলবস্তু হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। সংসারে স্থূলবস্তুর অভাব হইলে ঐ সকল ভাব আমাদের মনে জাগ্রত হইবার কোনও কারণ ছিলনা। যেখানে সোহং জ্ঞানযোগী অদ্বৈত বাদী উপস্থিত, তথায় উপাসনা আরাধনার স্থান থাকা দৃষ্ট হয় না। যেভাবে পিতা, মাতা ও সন্তান নাই, দীন, দুঃখী ও সহায়ক নাই, গুরু ও শিষ্য নাই, ভগবান ও ভক্ত নাই, যেভাবে সমস্তই ব্রহ্ম; ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই পরিলক্ষিত হয় না তথায় উপাসনা আরাধনার স্থান কোথায়? আমরা গৃহী। গৃহীর উপাসনা আরাধনা ব্যতীত আত্মপ্রসাদ জন্মিতে পারে না; সুতরাং মূর্ত্তি সাহায্যে ভগবৎ দর্শন পাইতে চেষ্টা করাই

গৃহীর পক্ষে যুক্তি সঙ্গত হইবে। এইভাব নিরবচ্ছিন্ন দৃঢ় করিতে পারিলেই আত্মশান্তি বা মোক্ষপ্রাপ্তি হইতে পারে।

আমরা সর্ব্বদা "আমিত্ব" লইয়াই ব্যস্ত। আমার পিতা, আমার মাতা, আমার ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বন্ধু, বান্ধব, ঘর বাড়ী, দ্রব্যসামগ্রী; সকলই আমার। সকল আমিত্বের উপর "দেহ আমি" ছারিয়া আমরা তিষ্ঠিতে পারি কৈ? এই আমিত্বের ভিতর সুখান্বেষণ করিতে যাইয়া আমরা দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইতে চলিয়াছি। যতই আমিত্বের প্রসার বৃদ্ধি করিতেছি, ততই দুঃখের অপরিসীম বোঝা আমাদের স্কন্ধে চাপিতেছে। তাই পরম কল্যাণ গুণাধার এই অহং ভাবের ভিতর দিয়াও যাহাতে আমরা দুঃখ জলধির পর পারের সন্ধান পাইয়া শান্তি ধামের আশ্রয় পাইতে পারি তাহার পথ প্রসস্ত করিয়া পাপী তাপীকে ডাকিয়া বলিয়াছেন :—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎ পরায়ণঃ॥
গী ৯।৩৪

তুমি মদ্গত চিত্ত হও, মদ্ভক্ত ও মদুপাসক হও। আমাকে প্রণিপাত কর। এইরূপে আমার শরণাপন্ন হইলে, আমাকেই পাইতে পারিবে।

ভক্তি যোগের যোগী পরমাত্মা পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎ প্রভু মনে করিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ বেতনভোগী ভৃত্য যেমন সতত

প্রভুর আদেশ পালন করাই প্রধান কার্য্য মনে করে ; প্রভুর তুষ্টিতেই সন্তুষ্ট হয়; প্রভুর লাভেই লাভবান মনে করে ; ভক্ত তদ্রূপ ভগবানের কার্য্য বলিয়া সমস্ত কর্ম্ম করিয়া আত্মপ্রসাদ উপভোগ করেন। দেহেন্দ্রিয়াদি যাহা ভক্ত পাইয়াছে তাহাই তাহার বেতন। এই বেতন দিয়া প্রভু ভক্তের অহংত্ব ক্রয় করিয়া রাখিয়াছেন, ভক্ত এই মনে করিয়া তৎ-কার্য্য সাধনে ব্যস্ত। কোন কার্য্য তাহার নিজের নহে। ভক্ত খাওয়া লওয়া, চলা ফিরা, আচার ব্যবহার, সমস্ত কার্য্য ভগবৎ কার্য্য বলিয়া উপলব্ধি করেন। প্রভু হইতে পৃথক ভাবে আছি, আমি প্রভু নাই, আমি সেবক; শুধু এই ভাবেই ভক্ত "আমিত্ব" হৃদয়ে পোষণ করেন। ভক্তহৃদয়ে সংকীর্ণতার লেশ মাত্রও স্থান পায় না। ভক্ত হৃদয় কোমল, অপরাধীর দণ্ড দিবার ভাব তাহার মনে উদয় হয় না। সমস্তই ভগবৎ বিভূতি বলিয়া বিশ্ব জগৎ তাহার কর্ম্মক্ষেত্র। ভক্তের "আমি" অহঙ্কার বর্জ্জিত। প্রভুর সেবা করিবার জন্যই ভক্ত "আমিত্ব" টুকু বজায় রাখিয়াছে। অহংটুকু না রাখিলে প্রভুর কার্য্য কে করিয়া দিবে? তাই ভক্তের অহং টুকু নিজস্ব ; অন্য সকলই প্রভুর। আহো! ভক্ত হৃদয়ের কি মধুর ভাব! ভগবান, ভক্তের কামনা, বাসনা জানিতে পারেন। ভগবান ভক্তকে মন্ত্র দিয়াছেন ঃ—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদার্পণম্॥

গী ৯।২৭

হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কিছু কর, যাহা আহার কর, হোম কর, দান কর কিম্বা তপস্যা কর, তৎ সমস্তই আমাতে সমর্পণ কর।

কেন? তাহা হইলে কি হইবে!

শুভাশুভ ফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাস যোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥

গী ৯।২৮

তাহা হইলে তুমি কর্ম্মের শুভাশুভ ফল বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে এবং সন্ন্যাস যোগসম্পন্ন সুতরাং বিমুক্ত হইয়া আমাকে লাভ করিতে পারিবে। কারণ :—

সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষুচাপ্যহম্॥

গী, ৯।২৯

আমি সর্ব্বজীবে সমভাব সম্পন্ন সুতরাং আমার দ্বেষ্য কিম্বা প্রিয় নাই; পরন্তু যাহারা ভক্তি পূর্ব্বক আমাকে ভজনা করেন, তাহারা আমাতেই থাকেন এবং আমিও সর্ব্বদা সেই সকল ভক্তে বিরাজ করি।

তাই ভক্ত নিজ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অহং ভাব বজায় রাখিয়াও প্রভু ভিন্ন কিছুই দেখে না, কিছুই করে না এবং যাহা কিছু করে সকলই প্রভুর তরে করে বলিয়া সতত ধ্যান ধারণা রক্ষা করিয়া থাকে। তাহার অন্তঃকরণ বিষয়ে আসক্ত হইবার অবকাশ পায় কৈ? ভক্ত, স্ত্রী, পুত্র, ধন, মান, রাজ্য

সম্পদ প্রভুর তৃপ্ত্যার্থে নামে মাত্র ভোগ করে বলিয়া কিছুতেই আসক্ত হইয়া, নিজস্ব করিয়া তোলে না। এমন কি ভক্ত ব্রহ্মপদ, বিষ্ণুপদ কিছুই চাহে না ; চাহে মাত্র প্রভুর সেবা করিতে ভক্ত স্বকীয় প্রাণকেও প্রভু কার্য্যে বলিদান করিতে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত বা সঙ্কুচিত হয় না।

ভক্ত প্রভু লইয়াই সদাসর্ব্বদা ব্যস্ত। ভক্তের আত্মা দেহত্যাগ কালে ইন্দ্রিয়াদি কার্য্য কিছুই লইয়া যাইবার কারণ নাই ; সুতরাং দেহান্তে ভক্তজীবকে বিচারাধীন হইতে হয় না বলিয়া ভক্ত মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ভগবান ভক্ত দাসকে নিজ সত্ত্বায় মিশাইয়া লন। ভগবান বলিয়াছেন ঃ—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

গী ১৮।৫৫

ভক্ত আমার সর্ব্বব্যাপী ও সচ্চিদানন্দ ভাব সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারেন এবং আমাকে স্বরূপতঃ জানিয়া আমাতেই প্রবেশ করেন ; অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হন।

ভগবান ভক্তের কল্যানার্থ আরও বিশেষ ভাবে বলিয়াছেন ঃ—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতি জানে
প্রিয়োঽসি মে ॥
সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

গী ১৮।৬৫-৬৬

হে অর্জ্জুন! তুমি মদ্‌গত চিত্ত হও, আমারই ভজনশীল হও, আমাকে প্রণিপাত কর; তাহা হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে; ইহা আমি তোমাকে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বলিতেছি, কারণ তুমি আমার অতীব প্রিয়। তুমি অপর সমুদয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ পূর্ব্বক মাত্র আমার শরণাগত হও আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত করিব। অতএব শোক করিও না।

কর্ম্মযোগ ঃ—আমরা দেখিলাম, জ্ঞানযোগী ও ভক্তিযোগী উভয়ের চরমসীমা একই স্থানে সন্নিবিষ্ট। এক্ষন কর্ম্মযোগীর অবস্থা কি তাহা বিবেচনা করিব। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, মানব নিঃশেষে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারিতেছে না; জাগ্রত অবস্থায় সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি কার্য্যে ব্যস্ত থাকে। কার্য্য না করিয়া কেহ ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারে না; এমন কি নিদ্রাবস্থায় বহিরিন্দ্রিয়াদির কার্য্য বন্ধ থাকিলেও স্বপ্নে মনেন্দ্রিয়ের কার্য্য চলিতে থাকে। কর্ম্ম জন্যই স্থূল দেহের নির্ম্মাণ। অশেষবিধ অশান্তির কারণ হইলেও কর্ম্মত্যাগ করিলে শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হইতে পারে না। তাই ভগবান বলিয়াছেন ঃ—

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদ কর্ম্মণঃ॥

গী ৩।৮

তুমি নিয়ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, যেহেতু কর্ম্ম না

করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা শ্রেয়ঃ। কর্ম্মত্যাগ করিলে তোমার শরীর যাত্রাও নির্ব্বাহ হইতে পারে না।

কর্ম্মই বন্ধনের হেতু; সুতরাং কর্ম্ম করিয়াও যাহাতে বন্ধন না ঘটে এজন্য ভগবান বলিয়াছেন।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥

গী ৩।৯

যজ্ঞ অর্থাৎ ভগবৎ প্রীত্যর্থ ভিন্ন অন্য কার্য্যে লোকের কর্ম্মবন্ধন ঘটে; অতএব হে কৌন্তেয়। তুমি ভগবৎ প্রীত্যর্থ নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম কর।

নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করিলে কি হইবে, তাহাও ভগবান জানাইয়া দিয়াছেন :—

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥

গী ৩।১৯

অনাসক্তভাবে কার্য্য করিলে পুরুষের পরম (মোক্ষ) লাভ ঘটে; অতএব তুমি আকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া কর্ত্তব্য জ্ঞানে কার্য্য কর। কারণ :--

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

গী ৫।১০

ব্রহ্মে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া, আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক

যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে, পদ্মপত্রের জলের ন্যায় তাহার কর্ম্মে লিপ্ত বা বন্ধন হয় না ! প্রকৃত পক্ষে ঃ—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ॥
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥

গী ৬।১-২

কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া অবশ্য কর্ত্তব্যবোধে যিনি কর্ম্ম করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত যোগী ; ফলাকাঙ্ক্ষী সাগ্নিক বা নিরগ্নিক তপস্বী, যোগী পদ বাচ্য নহেন। হে পাণ্ডব ! পণ্ডিতগণ যাহাকে সন্ন্যাস বলেন, তাহাই যোগ বলিয়া জানিও, কারণ যিনি আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তিনি কখনও কর্ম্মযোগী হইতে পারেন না।

সুতরাং কর্ম্মফলত্যাগী কর্ম্মযোগীর অবস্থান সন্ন্যাসী বা জ্ঞানীর সমতুল্য।

যেহেতু কর্ম্মফল নিজ করায়ত্ব নহে, লোক ইচ্ছা করিলেই তদনুরূপ ফল পাইতে পারে না ; তদ্ধেতু কর্ম্মফল ফলদাতায় অর্পণ করিয়া অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করিতে পরিলে কর্ম্মবন্ধন হইতে পারে না বলিয়া অন্তঃকরণ মলমলিন হয় না ; সুতরাং জীব নিরুদ্বেগে অনাসক্ত অবস্থায় দেহ পিঞ্জর পরিত্যাগ করতঃ জন্ম জন্মান্তর ভোগের দায় হইতে অব্যাহতি পায়। ইহাই কর্ম্মযোগীর লক্ষণ। এই যোগে যোগযুক্ত হইলে

মনের আসক্তি কোথা হইতে আসিবে? যাহার আকাঙ্ক্ষা নাই, তাহার কর্ম্ম করিলেও উদ্বেগগ্রস্থ হইবার কারণ নাই। ভাল হউক, মন্দ হউক ফলাকাঙ্ক্ষাই উদ্বেগের মূল। যে কার্য্যে উদ্বেগ নাই, তাহাতে বন্ধনও নাই, তাহার বিচারাধীন হইবার কোনও কারণ নাই; সুতরাং তদ্রূপ দেহান্তরিত মুক্ত জীবের স্থানান্তরে থাকিবার কারণ না থাকায় ব্রহ্মে লয় বা মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে। ইঁহাই দয়াময়ের বিধান। গৃহী না থাকিলে মানবজগৎ ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারে না, অথচ গৃহীকে মোক্ষলাভ করিতে হইবে এজন্য দয়াময় এই বিধান করিয়া জানাইয়াছেন ঃ—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী
জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী
তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥ গী ৬।৪৬

(ফলাকাঙ্ক্ষী সাগ্নিক) তপস্বী হইতে কর্ম্মযোগী শ্রেষ্ঠ, (পরোক্ষ) জ্ঞানী হইতেও কর্ম্মযোগী শ্রেষ্ঠ; (ফলাকাঙ্ক্ষী) কর্ম্মী হইতেও (ফলত্যাগী) কর্ম্মযোগী শ্রেষ্ঠ; অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি ফলাভিলাসত্যাগী কর্ম্মযোগী হও।

কর্ম্মযোগী হইলে কি হইবে তৎ সম্বন্ধে ভগবান বলিয়াছেন—

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃ সু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্য ফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্॥ গী ৮।২৮

বেদে, যজ্ঞে, তপস্যায় ও দানে যে সকল পুণ্যফল শাস্ত্রে বিহিত আছে, কর্ম্মযোগী সেই সকল ফল অতিক্রম করিয়া জগতের কারণ স্বরূপ স্থান (ব্রহ্মত্ব) প্রাপ্ত হন।

যেহেতু রজঃগুণোদ্ভব মানবহৃদয় আসক্তির সুখভবন; সুতরাং গৃহী মানবকে স্বীয় প্রকৃতি অনুযায়ী আরাধনা করিয়া আসক্তি দূর করতঃ মোক্ষ প্রাপ্তির চেষ্টা করিতে হইবে।

মানব ! দেখিলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থা ! দেখিলে মানব জীবনের পরিণাম ? এ হেন জীবন লইয়া কতই আস্পর্দ্ধা, কতই অহঙ্কার, কতইনা কল্পনা জল্পনা করিতেছ। কল্পনার দাস হইয়া নিত্য জাগ্রত স্বপ্ন দেখিতেছ, সঙ্গে সঙ্গে দুরাকাঙ্ক্ষার প্রসার বৃদ্ধি করিতেছ। আত্মতত্ত্ব অবহেলা করিয়া অনিত্য দেহকে নিত্য মনে করিতেছ। ইন্দ্রিয় তাড়নায় আত্মহারা হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে পরহিংসা, পরদ্বেষ, পরস্বাপহরণ, আত্মকলহ, পরনিন্দা, মিথ্যা কথন প্রভৃতি অশেষবিধ পাপানুষ্ঠান নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যে পরিণত করতঃ অর্থ ও বাহুবলে লোক সমাজে প্রাধান্যতা বিস্তার পূর্ব্বক আত্মগোপন করিতেছ। তুমি ঐশ্বর্য্য ও পদমর্য্যাদা গর্ব্বে স্ফীত হইয়া যে প্রতারণা অন্যকে করিতেছ বলিয়া আত্মশ্লাঘা উপভোগ কর, নিশ্চয় জানিও তাহা আত্ম প্রতারণা মাত্র। সাংসারিক ক্ষণভঙ্গুর সুখ যেমন অদূর ভবিষ্যতে দুঃখেরই হেতু হইয়া দাঁড়ায়, তোমার কৃত পরহিংসাদিও অদূর ভবিষ্যতে আত্মকৃত ব্যাধিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

আত্মবোধ-বিস্মৃতিবশে এই সকল কার্য্য করিয়া তোমার নিজকেই অধঃ হইতে অধস্তন প্রদেশে বিচালিত করিতেছ। এই আত্মগোপন আত্মসংহার মাত্র। সাগর জল যেমন সাময়িক ভাবে বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে লীন হইয়াও সময়ক্রমে আত্মপ্রকাশ করতঃ জলরূপে পরিণত হইয়া পুনঃ সাগর জলেই প্রবেশ করে, কিছুতেই স্বকীয় অবস্থার বিলোপ সাধন হয় না, তদ্রূপ তোমার নিজকৃত পরপীড়নাদিও সময়ে আত্ম প্রকাশ করিয়া তোমাকে আক্রমণ করিবে; তোমাকে আক্রমণ না করিয়া কিছুতেই তৎসমস্তের বিলোপ সাধন হইবে না। আত্মবঞ্চক! বিচারের কাল সমাগত প্রায়। সর্ব্বদ্রষ্টার সমক্ষে আত্মগোপন চলিবে না। ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া আত্মদোষ পর্য্যালোচনা কর এবং তাহা সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিতে অভ্যাস কর। যখন আত্মদোষ সর্ব্বসমক্ষে সরলভাবে প্রকাশ করিতে পারিবে, দেখিবে, তোমাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারিতেছেনা। ইহাই পাপ হইতে পরিত্রাণের একতর উৎকৃষ্ট উপায়। চৌরাশীলক্ষ যোনি ভ্রমণান্তর অতি সাধের মানব জীবন লাভ করিয়া যে দুষ্কার্য্যে রত হইয়াছ, তাহার দণ্ডভোগ করিতে যে কত নরক যন্ত্রণা ভোগ ও জন্ম জন্মান্তর গ্রহণ এবং অসহনীয় আত্মগ্লানি ভোগ করিতে হইবে তাহা কল্পনারও অতীত। অতএব দুষ্কার্য্য পরিত্যাগ করতঃ সর্ব্বকল্যাণকারী গীতার উপদেশ অনুসরণ কর। যাহার যে প্রকৃতি তাহা উপলব্ধি করিয়া তদনুযায়ী সাধন মার্গের অনু-

সরণ কর, সিদ্ধকাম হইবে। প্রথমতঃ স্থিরকর যোগত্রয় মধ্যে তুমি কোন্‌টী অবলম্বন করিতে সমর্থ। তোমার সামর্থ্য তুমি যেমন বুঝিতে পারিবে, অন্যে তেমন পারিবে না। যখন দেখিবে তুমি কোন কার্য্যই আসক্তি পরিশূন্য হইয়া করিতে পারিতেছ না, যখন দেখিবে তোমার অভীষ্ট দেবের উপাসনা করিতে বসিলে অভ্যস্থানুযায়ী মুখ হইতে প্রার্থনা মন্ত্রাদি অনর্গল ভাবে বাহির হওয়া সত্বেও তোমার মন বিষয় চিন্তায় নিবিষ্ট হইয়া স্থানান্তরে বিচরণ করিতেছে, নিশ্চয় জানিও, বিষয়ে পূর্ণাসক্তি থাকায় তখন পর্য্যন্ত তোমার উপাসনার ফল ফলিতেছেনা। অভ্যাস করিতে করিতে যখন দেখিবে কর্ম্মফলে তোমার স্পৃহা দূরীভূত হইয়াছে, উপাসনায় বসিলে ত্রিজগতের সমস্ত ইন্দ্রিয়বিষয় তোমার মানস পট ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে, তখন জানিও তোমার মন সংযত হইয়াছে, তুমি কর্ম্মযোগের যোগী হইয়াছ। যখন তোমার সমস্ত কর্ম্ম তোমার অভীষ্ট দেবের কর্ম্ম বলিয়া হৃদয়ে বদ্ধমূল হইবে, যখন স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, বন্ধু, বান্ধব, স্বদেশী, বিদেশী, সকলের কার্য্য তোমার অভীষ্টদেবের কার্য্য বলিয়া নিরুদ্বেগে সমভাবে করিয়া যাইতে পারিবে, যখন তোমার আত্মদেহও তোমার অভীষ্টদেব প্রীতিতে বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হইবে না, তখন জানিবে, তুমি ভক্তিযোগের যোগী হইতে পারিয়াছ। যখন অভ্যাস বশে তুমি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে পরমাত্ম চৈতন্য পরব্রহ্ম ব্যতীত অন্য সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে পারিবে না, তখন "সর্ব্বং-

খল্বিদং ব্রহ্ম” বলিয়া তুমি সম্যক্-দর্শন লাভ করিতে পারিবে ; তখন জানিবে তুমি জ্ঞানযোগে সিদ্ধিলাভ করিয়াছ। অতএব বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক স্বকীয় সামর্থ্য স্থির করিয়া শাস্ত্রানুমোদিত পথে অগ্রসর হও। শাস্ত্র বিগর্হিত পথে চলিও না, তাহাতে অনর্থপাত ঘটিবে। গীতাউন্মুক্তভাবে জানাইয়া দিয়াছেন—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্র বিধানোক্তং কর্ম্মকর্ত্তুমিহার্হসি॥
গী ১৬।২৩-২৪

যে ব্যক্তি শাস্ত্র বিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করে, সে তত্ত্ব জ্ঞান, শান্তি, সুখ ও পরম গতি প্রাপ্ত হয় না। অতএব কর্ত্তব্যতা নির্ণয় জন্য শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। সুতরাং শাস্ত্র বিধি অবগত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।

শাস্ত্রোপদেশ কোথায় পাইবে ?

তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ গী ৪।৩৫

জ্ঞানিগণকে প্রণিপাত, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং সেবা দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ কর। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে উপদেশ দিবেন। সুতরাং জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তত্ত্বজ্ঞানীর অনুসরণ কর ; তবেই মর জগতে অমরত্ব লাভ করিতে পারিবে।

সমাপ্ত।

শ্রীহরিকিশোর রায় বিদ্যাবিনোদ বিরচিত "গীতায় পরমাত্মতত্ত্ব ও মুক্তিবাদ" সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত।

স্বনামধন্য দার্শনিকাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহোদয় লিখিয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত হরিকিশোর রায় মহাশয়প্রণীত "গীতায় পরমাত্মতত্ত্ব ও মুক্তিবাদ" নামক ক্ষুদ্রকায় পুস্তক খানি আমি যত্নসহকারে পাঠ করিয়াছি এবং গ্রন্থকারের বহুদর্শিতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাইয়াছি। পুস্তক পাঠে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে হরিকিশোর রায় মহাশয় একজন ভাবপ্রবণ লোক; সেই জন্য তিনি যেখানে যাহা সুন্দর দেখিয়াছেন, উত্তম বলিয়া বুঝিয়াছেন, সেখান হইতেই তাহা উপাদেয় বোধে আদর পূর্ব্বক পুস্তক মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ভগবদ্গীতাকে উপলক্ষ্য করিয়া অপরাপর গ্রন্থ হইতে যথেষ্ট পরিমাণে পুস্তকের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐ সকল উপাদান সংগ্রহের জন্য তিনি যে প্রকার যত্ন উৎসাহ ও উদ্যম পোষণ করিয়াছেন তাহা বড়ই প্রশংসনীয়। যাঁহারা তত্ত্বানুসন্ধানে তৎপর আশা করি তাঁহারা রসাস্বাদন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিবেন।

——o——

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক "গীতায় ঈশ্বরবাদ" প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, M. A. লিখিয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত হরিকিশোর রায় বিরচিত "গীতায় পরমাত্মতত্ত্ব ও মুক্তিবাদ" পাঠ করিয়া আমি প্রীত হইয়াছি। গীতাকে কেহ কেহ Bible of

humanity বলিয়াছেন। ইহা অতিশয়োক্তি নহে। বস্তুতঃ গীতার মত সার্ব্বভৌমিক গ্রন্থ জগতে বিরল। এই গীতার যতই আলোচনা হয়, ততই মঙ্গল। নানা জন নানাভাবে নানা ভাষায় এই গীতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা গীতার বিষয়ে বক্তব্য নিঃশেষিত হয় নাই। অদূর কালে নিঃশেষিত হইবে তাহারও কোন সম্ভাবনা দেখি না।

শ্রীযুক্ত হরিকিশোর রায় মহাশয় এই গ্রন্থে গীতার উপদিষ্ট প্রায় সকল তত্ত্বেরই বিবরণ করিয়াছেন। তাঁহার সে বিবরণ সংক্ষিপ্ত হইলেও প্রায়ই সরস ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে। প্রমাণনির্ণয়, সৃষ্টিতত্ত্ব, পঞ্চীকরণ, ক্রমবিকাশ (পাশ্চাত্যেরা যাহাকে evolution বলে), জন্মান্তর, কোন কিছুই উপেক্ষিত হয় নাই; তথাপি তাহার মুখ্য লক্ষ্য পরমাত্মচৈতন্য প্রতিষ্ঠা এবং কি পন্থার অনুসরণ করিলে সেই পরমাত্মতত্ত্বের সহিত একীভূত হওয়া যায় তাহার অনুসন্ধান। প্রসঙ্গতঃ তাঁহাকে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তি-যোগের আলোচনা করিতে হইয়াছে। হরিকিশোর বাবুর আলোচনা তত্ত্বজিজ্ঞাসুর বেশ উপাদেয় বোধ হইবে। এই গ্রন্থের ভূয়ঃ প্রচার দেখিলে আমি আনন্দিত হইব।

ত্রিপুরাধিপতির রাজপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ-নাথ তর্কভূষণ লিখিয়াছেন :—

দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত বাবু হরিকিশোর রায়ের বিরচিত গীতায় "পরমাত্মতত্ত্ব ও মুক্তিবাদ" গ্রন্থখানা সমালোচনা করিয়া সবিশেষ আনন্দিত হইলাম। সৃষ্টিতত্ত্ব ও মুক্তিতত্ত্ব পড়িয়া যে কিরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছি তাহা বাক্যে প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। যাঁহারা ভক্ত বিশ্বাসী ও জ্ঞানবান্ তাঁহারা

যেন ঘরে ঘরে এই পুস্তক রাখিয়া নির্জ্জনে একাকী বিশ্বাসের সহিত প্রত্যহ কিঞ্চিৎ পাঠ করেন। সময়ে এতন্নিঃসৃত অমৃতধারায় যে দেশ প্লাবিত হইবে তাহা বলাই পুনরুক্তি মাত্র।

(বরাহ নগর) "সাধনা-সমর"-আশ্রম-স্বামী লিখিয়াছেন :—

"পরমাত্মা" ও "মুক্তি" এই দুইটি শব্দের প্রচলন বাঙ্গালা দেশে খুব কম। ইহা দ্বারাই বুঝা যায় এ দেশের লোক ঐ দুটী তত্ত্বের সন্ধান খুব কমই রাখে। শ্রীযুক্ত হরিকিশোর শর্ম্মা রায় মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত "গীতায় পরমাত্মতত্ত্ব ও মুক্তিবাদ" নামক স্বল্পায়তন পুস্তক খানি যদি এদেশের শিক্ষিত জনসাধারণ শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করেন, তবে পূর্ব্বোক্ত অভাব কথঞ্চিৎ দূর হইতে পারে। ইহাতে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মার কথা, প্রেতাত্মা, জীবাত্মা ও পরমাত্মার পার্থক্য প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সহজ বোধ্য ভাষায় আলোচিত হইয়াছে। আশা করি এই পুস্তক পাঠে পরমাত্মা ও মুক্তি সম্বন্ধে অনেক কথাই পাঠকগণের অবগতিযোগ্য হইবে।

ধীমান্ শ্রীযুক্ত রামগতি সরকার সাংখ্য-বেদান্ত-স্মৃতিতীর্থ M. A. B. L. উকীল, হাইকোর্ট, কলিকাতা লিখিয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত হরিকিশোর শর্ম্মা রায় বিরচিত "গীতায় পরমাত্মতত্ত্ব ও মুক্তিবাদ" নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়া অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিলাম। গীতার মত দুরূহ গ্রন্থ ভারতে কেন সমস্ত জগতে দুর্লভ। এই দুর্বোধ্য গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি গ্রন্থকার অতিশয় সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠকের সম্মুখে

উপস্থিত করিয়াছেন। যাঁহারা গীতার টীকাদি না পড়িয়া গীতার প্রকৃত অর্থ সংক্ষেপে বুঝিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে এ খানা অতি উপাদেয় গ্রন্থ। বর্ত্তমান গ্রন্থের আর একটী বিশেষত্ব এই যে গ্রন্থকার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হিন্দু-দর্শনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কথাগুলি বিবৃত করিয়া গ্রন্থ বুঝিবার পক্ষে সহজ উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রমাণতত্ত্ব, মায়াবাদ, সদসংবিবেক, সৃষ্টি ও লয়তত্ত্ব, পঞ্চীকরণ, জন্মান্তরবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ত্রিগুণবিচার, জীবাত্ম-পরমাত্মতত্ত্ব বিচার, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ প্রভৃতি কঠিন বিষয়গুলি সংক্ষিপ্ত অথচ সরলভাবে বিবৃত হওয়ায় গ্রন্থখানা অতীব আদরের জিনিষ হইয়াছে। আমরা এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

পেন্সনপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত, M. A. A. R. A. B লিখিয়াছেন :—

Pondit Hari Kishore Roy has done a great service to the country by publishing his book on Poramatma Tattwa in the Gita in these days of materialism and hypocritical sanctimony. We recommend the Book to all earnest seekers of the true religion.

চট্টগ্রাম কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, M. A. লিখিয়াছেন :—

I have gone through Sjt Harikishore Roy's "গীতায় পরমাত্মতত্ত্ব ও মুক্তিবাদ". The title of the book seems to be

rather misleading, for I find the author has modestly touched upon every important topic of Hindoo Philosophy in a clear and unostentatious style. He has succeeded in avoiding everywhere learned details and polemics which so often mar books of the kind. It will serve its purpose as a good Guide book to the study of Indian Philosophy and Religion and we can safely recommend it to the public, who are eager to know the basic truths of our Philosophy.

ত্রিপুরা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বিদ্যারত্ন M. A. লিখিয়াছেন ঃ—

শ্রীযুক্ত হরিকিশোর রায় মহাশয় প্রণীত "গীতায় পরমাত্মতত্ত্ব ও মুক্তিবাদ" নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। গীতা সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের অপূর্ব্ব গ্রন্থ। সেই মহাগ্রন্থ অবলম্বনে শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় এই উপাদেয় নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থ সূচনায়, যে মহদুদ্দেশ্যে তিনি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা বলিয়াছেন। আমার মনে হয় তিনি সে উদ্দেশ্য সাধনে সম্পূর্ণ সফলকাম হইয়াছেন। আত্মা, প্রেতাত্মা ও পরমাত্মা মুক্তি, লিঙ্গদেহ, ত্রিবৃৎকরণ, পঞ্চীকরণ, প্রভৃতি হিন্দু দর্শন শাস্ত্রের অতি জটিল দুর্ব্বোধ্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে প্রাঞ্জল ভাবে বিবিধ দর্শনের মতবাদ অনুযায়ী তুলনামূলক আলোচনা করিয়া সর্ব্বদর্শনশিরোমণি শঙ্করাবতার আচার্য্য শঙ্কর প্রবর্ত্তিত অদ্বৈত বেদান্ত-মায়া-বাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে হিন্দুধর্ম্ম ও দর্শনের দিকে অনেকেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে, কিন্তু মূল গ্রন্থ পাঠ বহু যত্ন ও সময় সাপেক্ষ। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয়

বিরচিত নিবন্ধের ন্যায় গ্রন্থের সাহায্যে তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠকগণ দর্শন শাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সমূহের সহিত সহজে পরিচিত হইতে পারিবেন বলিয়া আশা করি। অলমতিবিস্তারেণেতি। ১৩৩৪ বাং ২০ কার্ত্তিক।

স্বনামধন্য কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত M. L. C. লিখিয়াছেন ঃ—

শ্রীযুক্ত হরিকিশোর রায় প্রণীত 'গীতায় পরমাত্মতত্ত্ব ও মুক্তিবাদ'' পাঠে প্রীত হইলাম। ইহাতে সৃষ্টিতত্ত্ব প্রমুখে পরমাত্মচৈতন্যের প্রতিষ্ঠা যেরূপ সুন্দর ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, প্রমাণ মূলে জন্মান্তর বাদও তদ্রূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কঠিন দার্শনিক যুক্তিগুলি অতি সরল ভাষায় বিবৃত করিয়া জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মযোগ মূলে যে মুক্তিবাদ লিখিত হইয়াছে তাহা মর্ম্মস্পর্শী। গ্রন্থকার দেব দেবী কিম্বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের নাম না করিয়া বিভিন্ন ধর্ম্মমতের সামঞ্জস্য করতঃ সনাতন ধর্ম্মের যেরূপ সুন্দর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই গবেষণাযোগ্য। বর্ত্তমান স্কুল কলেজে ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনার স্থান থাকিলে ইহা সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিত সন্দেহ নাই। আশা করি এইরূপ গ্রন্থ সর্ব্ব সমাজে সমাদৃত ও গৃহীত হইবে। ৫।১১।২৭